উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

রংদার রোববার

জীবন জটিল হচ্ছে, আমরাও সংযম হারাচ্ছি। মাঝেমধ্যেই এমন কিছু বলে ফেলছি, যা খুবই খারাপ হয়েছে বলে পরে উপলব্ধি করে আফসোসের একশেষ। এ রোগ যেন যাওয়ারই নয়।

কুকথা

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

মাখন চোর নয় কৃষ্ণ

কৃষ্ণকে কিছুতেই মাখন চোর বলা যাবে না। আপত্তি প্রকাশ করলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব। শ্রীকৃষ্ণকে এক বিদ্রোহীর সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। ১১

আমেরিকায় যাবে না পার্সেল

আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করল ভারতীয় ডাক বিভাগ। চলতি মাসের শেষ থেকেই কার্যকর হচ্ছে নতুন নিয়ম। ১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩১°	৩২°	৩৩°	৩৩°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৬°

ধস নেমে চামোলিতে মৃত ১

দুর্যোগের বিভীষিকা আবার ফিরে এল উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে। শুক্রবার রাতে চামোলি জেলার থারালি এলাকায় ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। ১০

৭ ভাদ্র ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 24 August 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 97

পরিত্যক্ত গ্রাম, কর্মহীন জনপ্রতিনিধি বিন্দা

কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভুটিয়াবস্তির অস্তিত্ব না থাকায় নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা বিন্দা ছেত্রী এখন সংসদহীন পঞ্চায়েত সদস্যা।

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৩ অগাস্ট : ঠিক যেন প্রজাহীন রাজার গল্প। এই গল্পে অবশ্য রাজা নয়, আছেন রানি। তাঁর প্রজারা এখন অন্য রাজ্যের বাসিন্দা। সেই প্রজারা আবার রাজাহীন সাম্রাজ্যে বসবাস করছেন। না, এটা কোনও রাজা-প্রজা বা রাজ্যপাটের গল্প নয়, এ গল্প বাস্তবের এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যার।

তাঁর সংসদ এলাকা অর্থাৎ একটা গোটা গ্রাম এখন ঝোপজঙ্গলে ভরা মাঠ। গোটা গ্রামটিকেই অন্য বিধানসভা এলাকায় সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। গোটা গ্রাম বা মৌজা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও পঞ্চায়েত সদস্যা হিসাবে তিনি রয়ে গিয়েছেন। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যা হিসাবে তাঁর কোনও কাজই নেই। গ্রাম উন্নয়ন বা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট, আয়ের সার্টিফিকেট কোনও কিছুই আর দিতে হয় না তাঁকে। গত প্রায় দু'বছর ধরে তিনি শুধু নামেই পঞ্চায়েত সদস্যা।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের মধ্যে অবস্থিত কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ভুটিয়াবস্তির অস্তিত্ব না থাকায় নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যা বিন্দা ছেত্রী এখন সংসদহীন পঞ্চায়েত সদস্যা।

গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হন বিন্দা। কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকার এক নম্বর বুথ ছিল ভুটিয়াবস্তি। মাত্র ৭৬ জন ভোটার। সেই ভোটাররা সবাই মিলেই বিন্দা ছেত্রীকে তৃণমূলের প্রার্থী করে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েত সদস্যা নির্বাচিত করেন।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বুনোদের আবাসস্থলের পরিসর বড় করা এবং বাঘ ছাড়ার জন্য কালচিনি ব্লকের ভাটপাড়া চা বাগানের কাছে বনছায়ায় সরকারের দেওয়া জমিতে ভুটিয়াবস্তির ৫১টি পরিবারের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

নদী দখল করে অবৈধ ৮ রিসর্ট

ছাড়পত্র দিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ইকো সেনসিটিভ জোনের সমীক্ষা করতে গিয়ে চক্ষু চড়কগাছ প্রশাসনের কর্তাদের। সমীক্ষায় ধরা পড়েছে, ইকো সেনসিটিভ জোনের বাইরে হলেও মাল ও ক্রান্তি ব্লকে অন্তত আটটি রিসর্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের থেকে অনুমতি নিয়েই পুরোপুরি অবৈধভাবে নেওড়া নদীর চর দখল করে বা নদীর বুকে গড়ে উঠেছে। পাহাড়ি নদীর গতিপথ আটকে কীভাবে রিসর্ট গড়ে তোলার অনুমতি দেওয়া হল তা নিয়েও উঠছে প্রশ্নচিহ্ন? পাশাপাশি হঠাৎ করে হড়পা এলে, এই রিসর্ট ও রিসর্টে থাকা পর্যটকদের সুরক্ষার দায়িত্ব কে নেবে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন মালের মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডল।

গত কয়েকদিন ধরে গরুমারা জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় ইকো সেনসিটিভ জোন চিহ্নিতকরণ করার কাজ শুরু হয়েছে প্রশাসনের তরফে। গরুমারা জাতীয় উদ্যান থেকে এক কিলোমিটারের মধ্যে যে সমস্ত রিসর্ট রয়েছে সেগুলি ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে পড়ছে। মাল মহকুমার মেটেলি, মাল ও ক্রান্তি ব্লকে এই ইকো সেনসিটিভ জনের মধ্যে কোন কোন রিসর্ট পড়ছে তার সমীক্ষার কাজ চালাতে গিয়ে প্রশাসনের কর্তাদের নজরে এসেছে অবাক করার মতো কিছু তথ্য।

সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, ক্রান্তি ও মাল ব্লকের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাওয়া পাহাড়ি নদী নেওড়ার দু'পাশে নদীর চর দখল করে গড়ে উঠেছে অন্তত আটটি রিসর্ট। সরকারি খাসজমিতে একেবারে নদী দখল করে কীভাবে রিসর্ট গড়ে উঠল? প্রশাসনের এক কর্তা জানিয়েছেন, এই সমস্ত রিসর্টের বিল্ডিং প্ল্যানের পাশাপাশি, ট্রেড লাইসেন্সও পুরোপুরি অবৈধভাবে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দেওয়া হয়েছে। তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ফান্ডে টাকাও নেওয়া হয়েছে। সমীক্ষকরা জানতে পেরেছেন, বেশিরভাগ রিসর্টের মালিক দক্ষিণবঙ্গের। স্থানীয় কাউকে সামনে রেখে তাঁরা এভাবে বিপজ্জনক ব্যবসা চালাচ্ছেন।

গতবছর সরকারি এমনই খাসজমিতে গড়ে ওঠা বেশ কিছু রিসর্টের সীমানা প্রাচীর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল প্রশাসনের তরফে। তারপরেই অবশ্য সরকারি খাসজমিতে গড়ে ওঠা এই সমস্ত রিসর্ট লিজের জন্য আবেদন জানায় প্রশাসনের কাছে। ইকো সেনসিটিভ জোনের কাজ খতিয়ে দেখতে বন দপ্তর এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তরফে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। এই কমিটিকে সরকারি জমিতে গড়ে ওঠা রিসর্টগুলির নথি খতিয়ে দেখতে বলা হয়। এই কমিটি নদীর মধ্যে গড়ে ওঠা রিসর্টগুলির লিজের বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেটাই এখন দেখার।

নেওড়া নদীর বুকে এমন রিসর্টগুলি নিয়েই বিতর্ক।

লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণা রায় বর্মন ও কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীতা মুন্ডার প্রায় একই বক্তব্য। তাঁরা জানান, এই রিসর্টগুলি অনেকদিন আগেই গড়ে উঠেছে। সেই সময় তাঁরা প্রধানের দায়িত্বে ছিলেন না। তবে কীভাবে রিসর্টগুলিকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল, সেই বিষয়টি তাঁরা খতিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। মালের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব আধিকারিক প্রীতি লামা বলেন, 'বন দপ্তরকে সঙ্গে নিয়েই

এরপর চোদ্দোর পাতায়

খুনের নমুনা সংগ্রহে ফরেন্সিক দল

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : স্ত্রীকে খুন করে দেহাংশ নিয়ে স্বামীর গ্রামে ঘুরে বেড়ানোর ঘটনায় শনিবার অভিযুক্ত রমেশ রায়ের বাড়িতে গিয়ে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করলেন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। শনিবার অভিযুক্তকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। এদিকে, মাকে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত বাবার চরম শাস্তি চাইছেন রমেশের ছেলে বিক্রম ও মেয়ে উদয়িনী। খুনের ঘটনার পর একদিন পেরিয়ে গেলেও ব্যাংকান্দি গ্রামজুড়ে এখনও আতঙ্কের পরিবেশ। এলাকায় ঘনঘন পুলিশভ্যান টহল দিচ্ছে। রমেশের বাড়ির সামনে বসানো হয়েছে পুলিশ পাহারা।

ময়নাগুড়ি থানার ভারপ্রাপ্ত আইসি অক্ষয় পাল বলেন, 'অভিযুক্তকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা এসে ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করেছেন। নমুনা পরীক্ষার পর রিপোর্ট পুলিশের কাছে দেবেন তাঁরা।'

এদিন ময়নাগুড়ি থানা থেকে আদালতে যাওয়ার পথে

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভাবলেশহীনভাবে রমেশ বলেন, 'আমার স্ত্রী আমাকে আগে মারতে এসেছিল। সেই কারণে আমি ওকে মেরে দিয়েছি।' কেন তাঁর স্ত্রী তাঁকে মারতে এসেছিলেন, সেই প্রশ্নের উত্তরে চুপ থাকেন রমেশ।

শনিবার দুপুরে জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর মৌসুমি রক্ষিতের নেতৃত্বে ফরেন্সিক দল ময়নাগুড়ি ব্যাংকান্দি গ্রামে পৌঁছায়। ঘরের যে জায়গায় রমেশ তাঁর স্ত্রী দীপালিকে খুন করে ফেলে রেখেছিলেন সেখান থেকে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। রমেশের থেকে উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী থেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট নেওয়া হয়।

এদিকে, মায়ের মৃত্যুর পর মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন দীপালি ও রমেশের দুই সন্তান বিক্রম ও উদয়িনী। বিক্রম বলেন, 'ছোটবেলা থেকে বাবা আমাদের ওপর অত্যাচার করত। আমাকে মাঝেমধ্যেই লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে রেখে দিত। আমাদের ওপর অত্যাচারের জন্য ছয় বছর বয়স থেকে পাশে পিসির বাড়িতে থাকতে শুরু করি। বাবা জেলের বাইরে থাকলে ফের কারও ক্ষতি করবে না তার নিশ্চয়তা নেই। তাই আমরা চাই বাবা জেলেই থাকুক।' একইরকম বক্তব্য উদয়িনীর। তিনি বলেন, 'বাবার মানসিক সমস্যার

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কৈশোর ও দায়িত্ব

কারও খেলার সময়, কারও আড্ডা দেওয়ার। কেউ আবার ছুটে চলে পেটের তাগিদে। ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের ক্যামেরায়।

সমবায় ব্যাংকে হাপিস ৪৭ লক্ষ

প্রতারণায় অভিযুক্ত ম্যানেজার

কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের হলদিবাড়ি শাখা।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

উত্তরবঙ্গ সংবাদ এক্সক্লুসিভ

জামালদহ, ২৩ অগাস্ট : তৃণমূল পরিচালিত কোচবিহার সমবায় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকে বড়সড়ো দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হল। ব্যাংকে বসেই প্রতারণার ফাঁদ পেতে গ্রাহকদের লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন এক ব্রাঞ্চ ম্যানেজার কাঞ্চন নিয়োগী। কখনও ভুয়ো স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করে সেই গোষ্ঠীর নামে ঋণ নিয়ে অর্থ আত্মসাৎ, কখনও ভুয়ো ক্যাশ সার্টিফিকেট দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়া, কখনও গ্রাহকের টাকা ব্যাংকের তহবিলে জমা না দিয়ে নিজের পকেটে ঢোকানো, এভাবেই নানা কায়দায় দীর্ঘদিন থেকে দু'হাতে টাকা লুটেছেন কাঞ্চন। প্রাথমিক তদন্তে শুধু হলদিবাড়ি ও জামালদহ শাখাতেই দুর্নীতির অঙ্ক ৪৭ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বিস্তারিত তদন্ত হলে টাকার পরিমাণ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলেই মনে করছেন ব্যাংকের আধিকারিক এবং বোর্ড সদস্যদের একাংশ। দুই শাখা থেকে বহু নথিপত্র গায়েব হয়ে গিয়েছে বলেই জানিয়েছেন ব্যাংক কর্তারা। এতসবের পরেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করে দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে ব্যাংকের বোর্ডের বিরুদ্ধে।

একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের তদন্ত করতে গিয়েই সামনে আসে কাঞ্চনের কুকীর্তি। তারপরই চলতি বছর ২২ মে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করেন ব্যাংকের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক। ব্যাংকের প্রধান শাখার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (অ্যাকাউন্ট) সুরজ ভৌমিক এবং

প্রতারণার অঙ্ক এক কোটি ছাড়িয়ে যেতে পারে

প্রাথমিক তদন্তে হলদিবাড়ি ও জামালদহ শাখার দুর্নীতি ধরা পড়েছে

২০০৯ সাল থেকেই চলছিল প্রতারণা

ভুয়ো স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করেও হাতানো হয়েছে মোটা টাকা

দুর্নীতি ধরা পড়লেও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ হয়নি

পুণ্ডিবাড়ি শাখার ইনচার্জ দেবাশিস মুখোপাধ্যায়কে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ২ জুলাই কমিটির রিপোর্ট জমা হয়। কীভাবে কাঞ্চন গ্রাহকদের প্রতারিত করেছেন, রিপোর্টে তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কাঞ্চনের ৪৭ লক্ষ ১৩ টাকা আত্মসাতের কথাও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

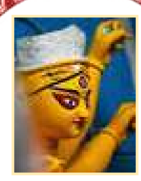

মা আসছেন

৩৫

দিন পর

এডিশন স্পেশাল

আলোকবন্দি খেলায় জয় বাঙালির

পাঁচের পাতায়

অনিল আম্বানির বাসভবনে সিবিআই হানা

দশের পাতায়

চা বোনাস ঘোষণায় বিপাকে বিরোধী শ্রমিক সংগঠন

মুখ বাঁচাতে অস্ত্র ন্যূনতম মজুরি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৩ অগাস্ট : ট্রেড ইউনিয়নের কোনও ভূমিকাই থাকল না চা শ্রমিকদের বোনাস আদায়ে। রাজ্য সরকার বোনাসের ঘোষণা করে দেওয়ায় শ্রমিক সংগঠনগুলির পুজোর সময় আর কাজই রইল না। এতে বিড়ম্বনায় পড়লেও কোনও ট্রেড ইউনিয়ন মুখে সেকথা স্বীকার করছে না। উলটে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে রাজ্য সরকার এত তৎপর না থাকার অভিযোগ তুলে আন্দোলন করবে বলে বিবৃতি দিচ্ছে বিশেষ করে বিরোধী ইউনিয়নগুলি।

বোনাস নিয়ে আর ট্যা ফু করার সুযোগ নেই ট্রেড ইউনিয়নগুলির। কেন না, আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ হারে বোনাস দিতে চা বাগান মালিকদের শুক্রবার বলে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। মালিকদের কেউ কেউ এতে অসন্তুষ্ট হলেও প্রতিবাদ কেউ করেননি। মালিক সংগঠনগুলিও প্রকাশ্যে আপত্তি তোলেনি।

বোনাসের হার নিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলি অসন্তোষ প্রকাশের জায়গা পাচ্ছে না। রাজ্য সরকার ২০ শতাংশ বোনাস দিতে বলে দেওয়ায় এটাই 'আমাদের দাবি ছিল' বলে প্রচার করার চেষ্টা করছে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন। আগামী ২৮ অগাস্ট মালিকদের সঙ্গে নির্ধারিত অনলাইন ও পরে ৬-৭ সেপ্টেম্বর অফলাইন বৈঠকে ওই দাবি নিয়ে তাদের জোরাজুরি করার পরিকল্পনা ছিল।

সরকারের ভূমিকায় সেই পরিকল্পনা জলে গিয়েছে। মালিকপক্ষও শনিবার ওই বৈঠকগুলি বাতিল বলে জানিয়ে দিয়েছে। সাধারণ শ্রমিকরাও নির্ঝঞ্ঝাটে ২০ শতাংশ বোনাস পেয়ে যারপরনাই খুশি। সরকারবিরোধী ইউনিয়নের সদস্য শ্রমিকদের মধ্যেও সরকারি অ্যাডভাইজারিটি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে সন্তোষ প্রকাশের হিড়িক দেখা যাচ্ছে।

গ্রাসমোড় চা বাগানের সুকুরমুনি ওরাওঁ, মিনা ওরাওঁ, রূপা ওরাওঁরা একসময় বোনাসের আন্দোলন করেছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। সরকার ২০ শতাংশ বোনাস ঘোষণা করায় এবার তাঁদের মুখে তৃপ্তির হাসি। মিনা বলেন, '২০ শতাংশ বোনাস আমাদের হক। সরকার সেটা বলে দেওয়ায় বোনাস নিয়ে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল।' হোপ চা বাগানের কর্মচারী কিশোর গোয়ালার বক্তব্য, 'বোনাস মানে নিছক টাকা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে বহু আবেগ।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ব্লাইন্ড ডেটে ফাঁদ, পকেট গড়ের মাঠ

মন দিয়ে অজান্তে প্রতারণার ফাঁদেও যে পড়তে হয়, তার হাতেগরম কিছু উদাহরণ রয়েছে শহর শিলিগুড়িতে। 'ব্লাইন্ড ডেটে' সঙ্গিনীকে নিয়ে পাবে যাওয়ার কথা ভাবলে সাধু সাবধান।

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : 'কত কি যে সয়ে যেতে হয়, ভালোবাসা হলে...' অখিলবন্ধু ঘোষের গাওয়া গানটিতে হয়তো অপেক্ষা, বিরহ, হারিয়ে ফেলার ভয় ইত্যাদি সহ্য করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু মন দিয়ে অজান্তে প্রতারণার ফাঁদেও যে পড়তে হয়, তার হাতেগরম কিছু উদাহরণ রয়েছে আমাদের শহর শিলিগুড়িতে। 'ব্লাইন্ড ডেটে' সঙ্গিনীকে নিয়ে পাবে যাওয়ার কথা ভাবলে সাধু সাবধান। সঙ্গিনী আর পাব কর্তৃপক্ষের যোগসাজশে খসতে পারে হাজার হাজার টাকা।

কীভাবে?

একটি গল্প বলি আসুন। লেখাপড়ার চাপে এতদিন সোশ্যাল মিডিয়া থেকে দূরে ছিল সাগ্নিক। উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরোতেই বাবার থেকে স্মার্টফোন আদায় করে দু'তিনটে সমাজমাধ্যমে একসঙ্গে অ্যাকাউন্ট খুলেছে সে। তারপর বন্ধুত্বের অনুরোধ, টানাটানা চোখ দেখে পিছলে পড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। উলটোদিক থেকেও আশকারা মিলছে পুরোদস্তুর। কিন্তু যার সঙ্গে দিনরাত কথা হচ্ছে, তাকে একটিবার দু'চোখ ভরে তো দেখতে হয়।

ঠিক হল তারিখ। সাগ্নিক প্রধাননগরে নতুন ক্যাফের কথা বলেছিল, তরুণী সটান না করে দেয়। সে-ই ঠিকানা দিয়েছিল সেবক রোডের পাবটির। অবশেষে এল সেই দিন। টেবিলে বসে দূর থেকে লাল ওয়ানপিসে তাকে দেখামাত্রই কিউপিডের তির বিঁধল হৃদযন্ত্রে। গুনগুনিয়ে উঠল সে, 'নাম ছিল তার গুলবাহার, দেখতে ভারী চমৎকার...'

কিন্তু বেচারা এতদিন ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ তো দেখেনি। একের পর এক দামি খাবার, পানীয় আসতে শুরু করল টেবিলে। সাগ্নিক প্রথমদিকে পাত্তা দেয়নি। হুঁশ ফিরল যখন, ততক্ষণে সাড়ে সর্বনাশ। বিল দেখে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়।

শিলিগুড়িতে বেশ কয়েকজন তরুণ এমন ফাঁদে পা দিয়েছেন। পাবে বসে একের পর এক দামি মদের 'পেগ' অর্ডার দিচ্ছেন তরুণীরা। রীতিমতো একটি চক্র বানিয়ে লোক ঠকানোর কারবার চলছে। অভিযোগ, পানীয়ের সঠিক দাম বলা হচ্ছে না। বিলে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে পাব কর্তৃপক্ষের থেকে লাভের অংশ নিচ্ছেন তরুণীরা। অন্য বড় শহরে এধরনের ঘটনা ঘটেছে আগে। শিলিগুড়ি অবশ্য খুব একটা পরিচিত নয় বিষয়টির সঙ্গে।

চলতি সপ্তাহে শান্তিনগরের বাসিন্দা পেশায় মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ এক তরুণ ব্লাইন্ড ডেটে গিয়ে ২০ হাজার টাকার বিল মেটাতে বাধ্য হয়েছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : নানারকম সমস্যার মধ্যে দিয়ে সপ্তাহটি কাটবে। বিদ্যায় আশানুরূপ সাফল্য মিলবে না। হওয়া কাজ পণ্ড হতে পারে। কোনও সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা তৈরি হবে। সামান্য কথা নিয়ে পারিবারিক অশান্তি। সপ্তাহের শেষদিকে ভালো খবর পেতে পারেন।

বৃষ : বিদেশি কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। রাজনীতিক, সমাজসেবীগণ জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। ব্যবসায়ীরা মুনাফার লোভে বাড়তি বিনিয়োগে যাবেন না। সপ্তাহটিতে শরীর নিয়ে নানা সমস্যা চলতে পারে।

মিথুন : কর্মক্ষেত্রে অকারণ বাকবিতণ্ডা এড়িয়ে চলুন। মানসিক চাপ কমাতে ঈশ্বরের আরাধনায় মনঃসংযোগ করুন। আপনার কোনও নিকটাত্মীয় সংসার ভাঙানোর খেলায় পরাস্ত হবেন। বিদ্যার্থীরা পড়াশোনায় ভালো ফল করবেন।

কর্কট : কোনও বিদেশি বন্ধুর সহায়তায় ভালো চাকরি পেতে পারেন। ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যায় জেরবার হতে পারেন। আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। স্ত্রীর পরামর্শে বিকল্প আয়ের পরিকল্পনা সফল হবে।

সিংহ : আত্মীয়স্বজনের ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। ভবিষ্যৎ নিয়ে মানসিক চিন্তা সরিয়ে ফেলুন। সপ্তাহের শেষদিকে দারুণ খবর পেতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ভিনরাজ্যে যাওয়ার বাধা কাটবে।

কন্যা : এ সপ্তাহে পথেঘাটে একটু সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। পায়ের হাড়ে আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা। লটারিতে প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির যোগ দেখা যায়। প্রভাবশালী কোনও ব্যক্তির সহায়তায় কর্মক্ষেত্রে লাভবান হবেন। মায়ের শরীর নিয়ে সপ্তাহজুড়ে চিন্তা থাকবে।

তুলা : দীর্ঘদিনের কোনও আশাপূরণ হবে। পারিবারিক কোনও ঘটনার জন্য আইনি পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। পেটে বা সর্দিকাশিতে সামান্য সমস্যা হতে পারে। সৃজনশীল কোনও কাজে সম্মানিত হবেন।

বৃশ্চিক : শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পত্তি সংক্রান্ত পুরোনো মামলা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, শিল্পী প্রমুখের কর্মে প্রসার এবং সুনাম বৃদ্ধি পাবে। কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। একাধিক সূত্রে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকলেও ব্যয় বাড়বে।

ধনু : সামান্য অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। অসংযমী কথাবার্তার জন্য পরিবারে আপনার গুরুত্ব কমবে। কর্মক্ষেত্রে ছোটখাটো ভুলের জন্য সমালোচিত হতে পারেন। বাড়ির কোনও পুরোনো জিনিস হারিয়ে যেতে পারে।

মকর : অপ্রিয় সত্যি বলতে গিয়ে সংসারে অপদস্থ হতে পারেন। ধৈর্য ও বুদ্ধির বলে কোনও কাজ সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবেন। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলা হতে পারে। জমি কেনার আগে কাগজপত্র যাচাই করে নিন।

কুম্ভ : সন্তানের পড়াশোনায় আর্থিক খরচ বাড়বে। বাড়ি, গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হতে পারে। জনহিতকর কোনও কাজে অংশ নিয়ে মনে শান্তি পাবেন। লটারিতে অপ্রত্যাশিত অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন।

মীন : আপনার শ্রম, নিষ্ঠা এবং দক্ষতার পুরস্কার পাবেন। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সপ্তাহটি খুব আনন্দে কাটবে। দীর্ঘদিন ধরে চলা কোনও পারিবারিক বিবাদ মিটে যেতে পারে। পরিবারপরিজন নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন।

পুজোর আগে সাজছে হোমস্টেগুলি

পর্যটকের অপেক্ষায় ডুয়ার্সের গ্রাম

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৩ অগাস্ট : পুজোর আগে পর্যটক টানার লক্ষ্যে সেজে উঠছে ভুটান সীমান্ত লাগোয়া কুমারগ্রাম ব্লকের ময়নাবাড়ি এলাকার হোমস্টেগুলি। বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে রয়েছে পাহাড়, নদী। হরিণ, হাতি, ময়ূরের মতো হরেক রকম পাখি আর রংবেরংয়ের প্রজাপতির হাতছানি। এসব কিছু খুব কাছ থেকে দেখার জন্য ময়নাবাড়িতে রাত্রিযাপনের সুযোগ করে দিতে চান এই হোমস্টের মালিকরা। পুরোপুরি বাড়ির পরিবেশে রাত্রিযাপন করে প্রকৃতিকে উপভোগ করার সবরকম ব্যবস্থা রয়েছে।

ডুয়ার্সের বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্প পূর্ব বিভাগের জঙ্গলঘেরা ময়নাবাড়ি, কাঞ্জালিবস্তির দুর্গা রাউথ ছেত্রী, বিন্দা ছেত্রীর মতো মহিলারা গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে শুরু করেছেন হোমস্টে ট্যুরিজম। সারা বছর এই হোমস্টেগুলিতে পর্যটকদের আনাগোনা লেগে থাকছে। তবে পুজোর সময় কলকাতা, দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে ডুয়ার্সে। ফলে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া ময়নাবাড়ির পরিবারগুলি হোমস্টে করে সচ্ছলতার মুখ দেখতে শুরু করেছে। দুর্গা রাউথ ছেত্রী জানালেন, সামান্য কয়েক বিঘা জমি ছিল তাঁদের। তবে একসময় হাতির হানায় চাষবাস করে সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। স্বামী রাজকুমার ছেত্রী ভিনরাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। রাজকুমার সেই কাজ ছেড়ে বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী মিলে হোমস্টের ব্যবসা শুরু করেন। এখন এই হোমস্টে দিয়েই সংসার চলে তাঁদের। পুজোর আগে সেজে উঠছে তাঁদের হোমস্টে।

ময়নাবাড়িতে এখন আটটি হোমস্টে রয়েছে। কাছেই ভুটানঘাট, জয়ন্তী, ফাঁসখাওয়ার মতো অপরূপ সৌন্দর্য-মাখা পর্যটনকেন্দ্র। আরেক হোমস্টের মালিক বিন্দা বলেন, 'পুজোর সময় ভিড় বাড়ে চোখে পড়ার মতো। সেবিষয়টি মাথায় রেখে হোমস্টেকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। পর্যটকরা বেড়াতে এসে নির্বিঘ্নে থাকা-খাওয়া করার পাশাপাশি প্রকৃতিকে উপভোগ করতে পারবেন।'

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ২ ভাদ্র, ২৪ অগাস্ট, ২০২৫, ৭ ভাদ, সংবৎ ১ ভাদ্রপদ সুদি, ২৯ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৯, অঃ ৬।১। রবিবার, প্রতিপদ দিবা ১১।২৩। পূর্বফাল্গুনীনক্ষত্র রাত্রি ২।৪৫। শিবযোগ দিবা ২।১৯। ববকরণ দিবা ১১।২৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ১১।৩৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বংশোত্তরী শুক্রের দশা, রাত্রি ২।৪৫ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১১।২৩ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ২।৪৫ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনি- পূর্বে, দিবা ১১।২৩ গতে উত্তরে। বারবেলাদি- ১০।৫ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি- ১।৫ গতে ২।২৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।১৫ গতে যাত্রা মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, রাত্রি ২।৪৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরেও নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ১০।৫ মধ্যে সীমান্তোন্নয়ন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট এবং দ্বিতীয়ার সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১৩ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ১।৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩০ গতে ৭।১৬ মধ্যে ও ১১।৫৭ গতে ৩।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৬।১৩ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৫০ মধ্যে।

ব্যবস্থা রেলের

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ট্রেনের কোচ উন্নত করার পাশাপাশি অত্যাধুনিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা চালু করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ১ হাজার ২২৩টি অত্যাধুনিক এলএইচবি বা লিংক হফম্যান বুশ কোচের শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার ভেতর ফায়ার অ্যান্ড স্মোক ডিটেকশন সিস্টেম বসানো হয়েছে। এরোসলভিত্তিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বসানো হয়েছে। অন্যদিকে ৯৫৬টি এলএইচবি এসি কোচেও এরোসলভিত্তিক অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বসানো হয়েছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত সাংসদের গাড়ি

সপ্তর্ষি সরকার

দিল্লি থেকে ফেরার পথে বিপত্তি

ধূপগুড়ির কলেজ মোড় এলাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত সাংসদ নগেন রায়ের গাড়ি।

ধূপগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : সড়কপথে দিল্লি থেকে ফেরার সময় দুর্ঘটনার শিকার হল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্রনাথ রায়ের গাড়ি। শনিবার কাকভোরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে ধাক্কা মারলে একটি মাছ বিক্রির ঠ্যালাগাড়ি সহ মোট তিনটি দোকানের ক্ষতি করে দুমড়ে যায় সাংসদের ব্যক্তিগত গাড়িটি। যদিও দুর্ঘটনার সময় নগেন্দ্রনাথ নিজে গাড়িতে ছিলেন না। দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও অল্পের জন্য রক্ষা পান বছর সত্তরের নিরঞ্জন দত্ত। ঘটনার সময় ধূপগুড়ি কলেজ মোড়ের কাছে একটি মুদির দোকানে তিনি ঘুমোচ্ছিলেন। দোকানটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

নিরঞ্জন বলেন, 'দোকানের ভেতর চৌকির ওপর শুয়েছিলাম। গাড়ির ধাক্কায় তা প্রায় উলটে যায়। চোট পেলেও কীভাবে প্রাণে বেঁচে গেলাম, বুঝিনি। কোনওমতে বেরিয়ে এসে টের পাই, গাড়িটি দোকানের ভেতর ঢুকে গিয়েছে।'

'নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে' ফেলাই দুর্ঘটনার মূল কারণ বলে চালকের দাবি। ঘটনার সময় গাড়িতে চালক ছাড়াও ছিলেন নারায়ণ বর্মন নামে এক তরুণ এবং নিজেকে 'সাংসদের আপ্তসহায়ক' পরিচয় দেওয়া অনন্তপন্থী গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদিকা নমিতা বর্মন। বাদল অধিবেশন চলাকালীন দিল্লিতে থাকার পর শুক্রবার ভোরে তাঁরা গাড়ি নিয়ে কোচবিহারের উদ্দেশে রওনা হন। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কলেজ মোড়ে পৌঁছোয় ধূপগুড়ি ট্রাফিক গার্ড ও থানার পুলিশ। ক্রেন দিয়ে টেনে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থানায় নিয়ে আসা হয়। ধূপগুড়ি থানার তরফে জানানো হয়েছে, গাড়িটির বিরুদ্ধে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে স্বতঃপ্রণোদিত একটি মামলা রুজু হয়েছে।

> চোট পেলেও কীভাবে প্রাণে বেঁচে গেলাম, বুঝিনি। কোনওমতে বেরিয়ে এসে টের পাই, গাড়িটি দোকানের ভেতর ঢুকে গিয়েছে।
>
> **নিরঞ্জন দত্ত**
> *ক্ষতিগ্রস্ত দোকানদার*

ক্ষতিগ্রস্ত তিন দোকান মালিক মোট ৩২ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। দিনভর কয়েক দফায় আলোচনায় কুড়ি হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হন তাঁরা। যদিও তা নিতে চাননি ক্ষতিগ্রস্তরা। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানের মালিক নিরঞ্জনের ছেলে উত্তম দত্ত বলেন, 'থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে ওঁরা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দেন। মাছের খাটিয়া এবং দুই দোকানের মেরামতি মিলে ন্যূনতম খরচ হিসেবে আমরা একটি প্রস্তাব দিই। ওঁরা চরম দরাদরি শুরু করেন। বিষয়টি অপমানজনক মনে হয়েছে।'

শেষপর্যন্ত শনিবার দিনভর ধূপগুড়ি থানায় থাকে একাধিক বড় ব্যাগবোঝাই দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি। ব্যাগ নিয়ে নানা জল্পনা ছড়ালেও সেগুলোয় পোশাক ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু সামগ্রী রয়েছে বলে খবর। ক্ষতিগ্রস্ত তিন দোকানির তরফে রবিবার থানায় লিখিত অভিযোগ জানানো হতে পারে বলে আভাস মিলেছে।

পাত্র চাই

■ পাত্রী কায়স্থ, 29/5'-4", শিলিগুড়িতে রেলে কর্মরত। পিতা-মাতা সঃ কঃ। উপযুক্ত পাত্র চাই। 9733091878. (C/117846)

■ কায়স্থ, 27+/5'-0", B.Tech. (IT) পাশ, একমাত্র সন্তান, পিতা-অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, সুশ্রী পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী/সরকারি চাকরিজীবী (৩০-৩২ মধ্যে) সুপাত্র কাম্য। শিলিগুড়ি/জলপাইগুড়ি/ময়নাগুড়ি নিবাসী অগ্রগণ্য। সরাসরি যোগাযোগ করুন-9002865739, 7478568128. (C/117848)

■ পাত্রী দুই বোন, SC, বড় বোন B.A., Eng.(H), 35/5', SBI স্থায়ী কর্মী। ছোট বোন B.A., Eng.(H), 32/5'-2", PNB স্থায়ী কর্মী। পিতা SBI অবসরপ্রাপ্ত। মা গৃহিণী। উভয়ের জন্য সরকারি পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/117503)

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 26+, একমাত্র কন্যা, সরকারি কলেজে গেস্ট লেকচারার, উপযুক্ত সরকারি পাত্র কাম্য। জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। 8972838426. (C/117851)

■ বারুজীবী, B.A., Eng.(H), 34/5'-2", ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9641837016. (C/117059)

■ বৈশ্য সাহা, 33/5'-2", সুশ্রী, ফর্সা, W.B.Govt.-এ চাকুরে, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, যোগ্য সরকারি চাকুরে বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র চাই। অসবর্ণ চলিবে। অভিভাবক কথা বলবেন। (M) 9339693371. (U/D)

■ ব্রাহ্মণ, 27/5', M.A., B.Ed., বেসরকারি বিদ্যালয়ে কর্মরত, শ্যামবর্ণা। সরকারি চাকরি (উত্তরবঙ্গ), ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 7076008834. (C/117865)

■ পাত্রী রাজবংশী, বয়স ২৭, উচ্চতা ৫'-২", বিএ, এলএলবি, প্র্যাকটিসিং আইনজীবী। ফালাকাটা/আলিপুরদুয়ার/কোচবিহার থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। যোগাযোগ : ৯৭৩৪০৩০৫৪৬. (K)

■ Age 35, বিধবা, নিঃসন্তান, প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা, পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6289645809. (K)

■ বয়স 54, বিধবা, ব্যাংকে কর্মরত, পিতা-মাতা মৃত। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6297679754. (K)

■ কায়স্থ, দেবারি, ৩১/৫'-৩", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, বিবিএ স্কুলে চাকরিরতা, একমাত্র সন্তান, পিতা Retd. ব্যাংক অফিসার, শিক্ষিত, অনূর্ধ্ব ৩৭, উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। 9830119717. (C/117883)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., গানে বিশারদ, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়-এর শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/117921)

■ প্রাথমিক শিক্ষিকা (2010), জলপাইগুড়ি সদরে কর্মরতা, 35/5'-3", সুশ্রী, কায়স্থ, M.A., B.Ed., উপযুক্ত পাত্র চাই। মোঃ 9475895979. (C/117447)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, বয়স ২৯, ঘরোয়া, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/117921)

পাত্র চাই

■ বয়স 28, উচ্চতা 5'-3", রেলওয়েতে কর্মরতা, পিতা ব্যবসায়ী। পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। যোগাযোগ : 6296019989. (K)

■ জন্ম ১৯৯৭, সুন্নি মুসলিম, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী। পিতা ও মাতা অবসরপ্রাপ্ত। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/117921)

■ ৩৫, বাঙালি, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117921)

■ Devorce, 32/5'-4", M.Sc., সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 9635575795. (C/117921)

■ 34+/5'-3", শিক্ষিতা, অবিবাহিত, ভদ্র ফ্যামিলি, পাত্রীর জন্য অবিবাহিত/Divorce পাত্র কাম্য। 9635026555. (C/117921)

■ কায়স্থ, 26+/5'-2", M.Sc., সরকারি উচ্চপদে কর্মরত, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। 8653532785. (C/117921)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, MBA পাশ। বর্তমানে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ সুশ্রী পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9330394371. (C/117921)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮ বছর বয়সি, M.A., B.Ed., প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117921)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৭, M.Tech., MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/117921)

■ জন্ম সাল ১৯৯৫, শিলিগুড়ি নিবাসী, শিক্ষিতা, সুন্দরী। এইরূপ প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/117921)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬, M.Sc., B.Ed., সরকারি স্কুল শিক্ষিকা। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/117921)

■ দেবনাথ, 22/5'-3", ফর্সা, সুন্দরী, দেবগণ, ভালো পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9734488572. (C/117921)

■ কায়স্থ, 23/5'-3", B.A., B.Ed., ভদ্র ফ্যামিলির পরমা সুন্দরী পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 9635924555. (C/117921)

■ 26/5'-3", LLB, কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য ভদ্র ফ্যামিলির যোগ্য পাত্র চাই। 8653243203. (C/117921)

■ EB, 25/5'-3", Convent B.Tech., নামী MNC-তে কর্মরতা, সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9836935367. (C/117921)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, পূঃ বঃ, ৩৮/৫'-৬", প্রাইঃ হাসপাতালে ম্যানেজার, পাত্রের জন্য ৩৪-র মধ্যে শিক্ষিত পাত্রী চাই। 8170028064. (C/117842)

পাত্রী চাই

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, NF Rail, NJP সিনিয়ার ক্লার্ক, 31/5'-3", গুহ কায়স্থর জন্য অনূর্ধ্ব 26-এর সুপাত্রী কাম্য। 6296449813. (C/117812)

■ Dr. Vikash Vaid, 45/5'-5", Palampur HP BP Siliguri, 1.5 Lac. No Caste. 7908738992. (K)

পাত্রী চাই

■ মালদা গাজল নিবাসী, অরুণাচলপ্রদেশে কর্মরত (শিক্ষক), 34/5'-9", পাত্রের জন্য 28 অনূর্ধ্ব, 5'-3", পাত্রী চাই। (M) 6289078487. (C/117860)

■ কায়স্থ, 32+/5'-10", B.Tech., Hydrabad MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9933966545. (U/D)

পাত্রী চাই

■ বাঙালি, 28+/5'-8", সুদর্শন, M.Sc., সরকারি পদে কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9874802904. (K)

■ EB, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, কুম্ভ রাশি, 39/5'-11", সুদর্শন, 40,000/- PM, 18-34, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। 8902552680. (C/117888)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, H.S. পাশ, বৈশ্য সাহা, Job undertaking of G.V., পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। অন্য বর্ণ চলবে। (M) 8101980562, 8250456552. (C/117845)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ওষুধ ব্যবসায়ীর জন্য স্লিম, সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 32 পাত্রী কাম্য, শিলিঃ বাদে। (M) 9531621709. (C/117357)

■ EB ব্রাহ্মণ, অবিবাহিত, ৩৯/৫'-8", বালুরঘাট নিজস্ব বাড়ি, M.A., B.Ed., পেশা-বিজনেস (MCX Govt. of India), ব্রাহ্মণ/কুলীন কায়স্থ পাত্রী চাই, পিতা রিটায়ার্ড হাইস্কুল টিচার। ফোন- ৯৫৬৩৩৪১৪০০, (ঘটক নিষ্প্রয়োজন)। (C/117858)

■ কায়স্থ, 38/5'-6", B.E. (Civil), সঃ চাঃ (অবিবাহিত বোন আছে), পাত্রের উচ্চশিক্ষিতা, অদেবারি, প্রকৃত ফর্সা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। শীঘ্র বিবাহ। মালদা। 9609919160, 8918723719. (C/117861)

■ কায়স্থ, 43/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য 43 থেকে 48-এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য), শিক্ষিতা, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

■ বয়স 52, বিপত্নীক, হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক, নিঃসন্তান পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ : 6296019989. (K)

■ Age 38+, অফিসার-সরকারি Bank, Brahmin, Fair, Divorce, issueless পাত্রের জন্য fair, upto 32 yr., 5 ft. 4 inch., Brahmin/Kayastha, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। 8900048021. (K)

■ দত্ত, 30, B.Tech., 5'-8", ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে জব করে। এই পাত্রের উঃ বঃ/অসমের সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9126261977. (C/117876)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ঘোষ, বিটেক (NIT), 5'-7"/30, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, সুদর্শন পাত্রের জন্য উপযুক্ত, শিক্ষিতা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। 9476138940. (C/117878)

পাত্রী চাই

■ ডাঃ সাহা, BDS, MDS, 32/5'-6", পিতা ডাঃ সাহা, একমাত্র ছেলের সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ কাম্য। (M) 6291238826. (C/117165)

■ বণিক, ২৮/৫'-8", কলকাতা TCS-এ কর্মরত, ২৫-এর মধ্যে সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9434490654.

■ 33/5'-7", কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Asst. Manager পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত, 29 অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। (M) 7602552565 (অভিভাবক) (6 P.M.-10 P.M.). (C/117064)

■ কায়স্থ, 30/5'-2", MBA, শিলিগুড়ি নিবাসী। গুরুগ্রাম-হরিয়ানা MNC-তে কর্মরত পাত্রের জন্য ঘরোয়া, শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M/W : 9434350447. (C/117922)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, পাত্র কুলীন কায়স্থ, H.S. পাশ, নিজস্ব ব্যবসা আছে। নিরামিষাশী। মা-বাবা আছেন। সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8900534619. (C/117889)

■ কোচবিহার নিবাসী, কাশ্যপ গোত্র, 31/5'-7", B.Tech., SBI Bank Manager, নিজ বাড়ি। পাত্রের জন্য কোচবিহার, Alipur এবং জলপাইগুড়ি সংলগ্ন উপযুক্ত সরকারি কর্মরত পাত্রী কাম্য। সরাসরি যোগাযোগ। M.No. 9735909356.

■ দিল্লি নিবাসী, ৩১/৫'-৬", কায়স্থ, স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার (M.Tech./MBA) নিরামিষভোজী পাত্রের জন্য কায়স্থ, সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী (বয়স ২৭-৩০) কাম্য। Ph : 7797680460. (C/117166)

■ কোচবিহার নিবাসী, কায়স্থ, দেবগণ, 31y/5'-6", M.Tech., GHY IIT, বরোদা গুজরাটে কর্মরত, Astt. Mgr.-Design পদে Sheron Engg Ltd.-এ। উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 9893611319. (C/117167)

■ Gene. 43/5'-10", MBA, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, Divorce পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। 8116521874. (C/117921)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 33/5'-8", M.Sc., Cent. Govt. Officer, ভদ্র পরিবারের সুপাত্রের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। 9432076030. (C/117921)

■ পাল, 31/5'-9", M.Tech. IIT, কেন্দ্রীয় সরকারি ইঞ্জিনিয়ার পাত্রের জন্য শিক্ষিত পাত্রী চাই। 9733066658. (C/117921)

■ কায়স্থ, 48/5'-6", সরকারি চাকরি, স্বল্পদিনে ডিভোর্সি, ইস্যুহীন। ফর্সা, সুশ্রী, 40-এর মধ্যে অবিবাহিতা, B.A. পাশ পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/117918)

■ পাত্র ময়নাগুড়ি নিবাসী, বারুই, বয়স 42/5'-3", MBA, রাজ্য সরকারের কর্মরত, পিতা-মাতাহীন পাত্রের জন্য উপযুক্ত সুন্দরী, পাত্রী কাম্য, সরকারি বা বেসরকারি কর্মরতা পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 9933775011. (C/117444)

■ কায়স্থ, 41/5'-7", সরকারি চাকরি, ইঞ্জিনিয়ার, বিপত্নীক, 11 বছরের ছেলে আছে। সন্তানহীন 35 বছরের ডিভোর্সি/বিধবা, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। (M) 7679223151. (C/117441)

■ বয়স ৪৫, বিজ্ঞানের স্নাতক, কম্পিউটার ডিপ্লোমা, নিজ ব্যবসা, নেশামুক্ত, সুচরিত্র পাত্রের জন্য ৩০+ বয়সি, স্নাতক, সুশ্রী, ফর্সা পাত্রী কাম্য। (M) 9434337622. (D/S)

■ সুন্নি মুসলিম, নিঃসন্তান ডিভোর্সি, বয়স ৩৮, স্টেট গভঃ চাকরিরত। পিতা মৃত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/117921)

■ জন্ম ১৯৯০, ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ বাসিন্দা, M.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ-এর ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 9836084246. (C/117921)

■ জন্ম ১৯৮২, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, M.Sc., Ph.D., স্টেট গভঃ চাকরিজীবী। এইরূপ বাঙালি হিন্দু পরিবারের ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 8967180345. (C/117921)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩০+, B.Tech, MBA পাশ। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা হাইস্কুল টিচার। এইরূপ পুত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/117921)

■ রাজবংশী, জলপাইগুড়ি নিবাসী, ২৮, B.Tech., সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 7679478988. (C/117921)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, ৩৩, M.Tech., ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/117921)

■ বয়স ৩৪, জলপাইগুড়ি-এর বাসিন্দা। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট অধীনে অফিসার পদে কর্মরত (RFO) পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। কোনও দাবি নেই। (M) 7596994108. (C/117921)

■ বাঙালি সুন্নি মুসলিম, ২৯, MBA, উত্তরবঙ্গ নিবাসী ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এইরূপ পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9874206159. (C/117921)

■ ব্রাহ্মণ, 49/5'-8", M.Tech., Ph.D., সরাসরি WB Govt.-এর নিজস্ব স্থায়ী রেগুলার পেনশনযোগ্য চাকরি, সিনিয়ার পূর্ণাঙ্গ অধ্যাপক, Gr-A গেজেটেড অফিসার র‍্যাঙ্ক 7th পে-স্কেল, WBHS, কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি, একমাত্র সন্তান, নামমাত্র বিবাহে আইনত দায়হীনভাবে ডিভোর্সি ও নিঃসন্তান (পাত্রীর মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণে একদমই সংসার হয়নি)। কেবলমাত্র 38 অনূর্ধ্বা ও সম্পূর্ণরূপে ঘরোয়া, স্নাতক, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ, নিঃসন্তান পাত্রীই শুধুমাত্র বিবেচ্য। সরাসরি পাত্রপক্ষের সহিত সত্বর যোগাযোগ : M, W/App : 9330595758, 7003202340, 9002434107 (8 P.M. - 10 P.M.). (K)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, M.Tech., সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। দাবিহীন। (M) 9874206159. (C/117921)

■ পূঃ বঃ বারুজীবী, 35/5'-4", এমবিএ, MNC-তে উচ্চপদে কর্মরত, নামমাত্র ডিভোর্সি। উপযুক্ত পাত্রী চাই। উঃ বঃ অগ্রগণ্য। মোঃ নং-9474591756, 9832394342. (C/117921)

■ হিন্দু বাঙালি, ব্রাহ্মণ, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৮, B.Tech., ব্যাঙ্গালোরে নামী কোম্পানিতে কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত, মাতা গৃহবধূ। একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য কর্মরতা পাত্রী কাম্য। (M) 8101254275. (C/117921)

ঘটক চাই

■ শঙ্কর চ্যাটার্জী (ফাটাকেষ্ট) শিব ঘটক, (১০০০ টাকা ফিস), জলেশ্বরী বাজার, শিলিগুড়ি। Ph.No. 9800584841. (M/G)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 799/-. Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/117902)

ALLEN
Be Recognized
Be Rewarded*
Be a TALLENTEX Star
ALLEN's TALENT ENCOURAGEMENT EXAM
FOR CLASS 5th TO 10th STUDENTS
EXAM DATE
12 OCTOBER 2025
Scholarships worth*
₹ 250 CRORE
Cash Prizes*
₹ 2.5 CRORE
Recognized
NATIONAL RANK
*Subject to the scholarship rules and the T&Cs.
Start your journey
www.tallentex.com
0744-3510202, 0744-2750202
SCAN TO REGISTER
Champions Start their Success Journey with TALLENTEX
Rajit Gupta
TALLENTEX 2022
AIR 27
JEE (ADV.) 2025
AIR 1
Saksham Jindal
TALLENTEX 2023
AIR 19
JEE (ADV.) 2025
AIR 2
Keshav Mittal
TALLENTEX 2023
AIR 226
NEET (UG) 2025
AIR 7
ALLEN SILIGURI
95137-84242
allen.ac.in/siliguri
ALLEN KOTA
0744-3556677
allen.ac.in
ALLEN ONLINE
95137 36499
allen.in
Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment for the students to prepare for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examinations. Selection also depends on other factors like preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All the students mentioned here were enrolled on full-time paid courses.

দুই দেশেরই ভোটার

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

কুমারগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের ভোটার তালিকায় নাম এক ব্যক্তির! এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের একটি পোস্ট ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জে। শনিবার নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে দু'দেশের নাগরিক পরিচয়পত্রের ছবি পোস্ট করেন সুকান্ত। সেই পোস্টেই অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন তিনি।

এদিনের পোস্টে সুকান্ত লেখেন, 'বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুমারগঞ্জ বিধানসভার ১০১ নম্বর বুথের ভোটার রাজ্জাক সরকার কি একই ব্যক্তি?' এই প্রশ্ন তোলার পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর কার্যকর হওয়া নিয়েও জোর সওয়াল করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী। তিনি লেখেন, 'আজকের দিনে দাঁড়িয়ে জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে এবং স্বচ্ছ ভোটার তালিকার জন্য এই শনাক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি।'

শুক্রবার রাজ্যে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে রাজ্য সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। সেই সফরের পরদিনই নিজের নির্বাচনি এলাকায় অনুপ্রবেশ নিয়ে সরব হলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির সদ্য প্রাক্তন সভাপতি। এদিকে, বিষয়টি সামনে আসতেই কুমারগঞ্জ ব্লকের সীমান্তবর্তী সমজিয়া পঞ্চায়েতের উত্তরপাড়া গ্রামে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। সুকান্তর অভিযোগ অনুযায়ী, সমজিয়ার বাসিন্দা রাজ্জাক সরকারের বাংলাদেশের ফুলবাড়ি থানার পশ্চিম কাটাবাড়ি এলাকায় একটি বাড়ি রয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁর নামে তৈরি বৈধ বাংলাদেশি জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) থাকারও দাবি করেছেন তিনি। যদিও যে দুটি পরিচয়পত্রের ছবি একই ব্যক্তির বলে দাবি করা হচ্ছে সেই দুটি একই ব্যক্তির কি না তা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। পঞ্চায়েত সদস্য নীলিমা ভুঁইমালির মতে, 'দুটি পরিচয়পত্রে যে ছবি রয়েছে তা এক ব্যক্তির নয়।'

সুকান্তর পোস্ট

রাজ্জাক সরকারের ছেলে রাব্বি সরকারের বক্তব্য, 'আমাদের কাগজপত্র একবার পুলিশ, প্রশাসন যাচাই করেছে। আমাদের কারও নাম বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নেই। পারিবারিক গণ্ডগোলকে হাতিয়ার করে কেউ মিথ্যে রটিয়ে বেড়াচ্ছে।' তাঁর আরও দাবি, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।' স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা সমজিয়া পঞ্চায়েতের প্রধান ধনো রায় জানিয়েছেন, এর আগে একবার তদন্ত হয়েছিল। তবে তখন কিছু মেলেনি। বিএসএফ জানিয়েছে, কয়েকমাস আগে রাজ্জাকের বিরুদ্ধে চোরাচালানের অভিযোগ উঠেছিল। পরে কাগজপত্র যাচাই করে ছেড়ে দেওয়া হয়। কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'একবার অভিযোগ এসেছিল। তখন সমস্ত কাগজপত্র দেখে প্রশাসন সন্তুষ্ট হয়। তবে পরে যদি প্রমাণিত হয়, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' রাজ্জাকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

ডাম্পার চলাচল বন্ধ রাখার দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের

গজলডোবায় আপাতত শুধু ছোট গাড়ি

অনুপ সাহা

জলপাইগুড়ি ও ওদলাবাড়ি, ২৩ অগাস্ট : জরুরি সংস্কার চলছে তিস্তা ব্যারেজ সেতুর। অগাস্ট শেষ হওয়ার আগেই সেতু খোলা হতে পারে বলে জেলা শাসক সম্প্রতি জানিয়েছেন। সেতুর ওপর দিয়ে ছোট যানবাহন চলাচলের অনুমতি আগামী সপ্তাহের যে কোনও দিন দেওয়া হতে পারে। সেতু খুলে দেওয়ার কথা জেলা শাসক বললেও ডাম্পার নিয়ে কোনও মন্তব্য তিনি করেননি। তবে সাধারণ মানুষ চাইছেন ডাম্পার চলাচল বন্ধ থাকুক।

শুক্রবার পুনরায় বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসক শামা পারভিন বললেন, 'গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ সেতু এ মাসে খুলে দেওয়া হবে। টেকনিকাল কমিটির রিপোর্ট এলে কবে খুলবে, তা জানিয়ে দেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ি গেটবাজারের ব্রিজকিষান সিং এই রাস্তা দিয়ে নিয়মিত ক্রান্তি যাতায়াত করেন। তিনি বললেন, 'একবার সেতু সংস্কারের জন্য ১২০-১২৫ দিন ভুগতে হচ্ছে। ভারী ডাম্পার চলার পর পুনরায় সেতুর ক্ষতি হলে তখন যে কতদিন ভুগতে হবে কে জানে? তার চেয়ে ডাম্পার এই মুহূর্তে বিকল্প যে পথে চলছে, সেই পথে চলুক। গুরুত্বপূর্ণ তিস্তা ব্যারেজ সেতু দিয়ে হালকা যানবাহন চলাচল করাই ভালো।'

সেচ দপ্তরের একটি সূত্র জানিয়েছে, আপাতত শুধুমাত্র চার চাকার ছোট গাড়ি পরীক্ষামূলকভাবে ব্যারেজ সেতুর ওপর দিয়ে চলতে দেওয়া হবে। লোডেড ডাম্পার বা অন্য ভারী যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রে পরবর্তীতে সবদিক বিচার করে সিদ্ধান্ত নেবে জেলা প্রশাসন। এতেই আশঙ্কার কালো মেঘ জমতে শুরু করেছে ডাম্পার মালিকদের মধ্যে। তবে এই রাস্তার নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে ছোট গাড়ির চালক সকলেই জানিয়েছেন, সেতুর ভারবহন ক্ষমতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের কথা। চলতি বছর এপ্রিলের ২৭ তারিখ থেকে সেতুর ওপর দিয়ে সমস্ত ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ করে ব্যারেজ সেতুর জরুরি সংস্কার কাজ শুরু করা হয়। সেতুর ওপর দিয়ে ভারী ডাম্পার চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল গতবছর পুজোর আগে থেকে। এদিকে নির্ধারিত ১৪০ দিন সময়সীমার আগেই সেতু সংস্কারের কাজ শেষ হওয়ায় স্বস্তিতে স্থানীয় বাসিন্দারা।

যদিও ওদলাবাড়ি টিপার মালিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রবণকুমার গুপ্তার কথায়, 'গত প্রায় এক বছর ধরে ব্যারেজ সেতু পেরিয়ে বালি, পাথরের ডাম্পার চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি থাকার ফলে অনেকটা ঘুরপথে গন্তব্যে পৌঁছাতে হচ্ছে।' গজলডোবা ডাম্পার মালিকদের সংগঠনের সম্পাদক রঞ্জন বিশ্বাসের বক্তব্য, 'প্রশাসনের কাছে অনুরোধ, সেতু খুলে দেওয়ার সময় গজলডোবা, ওদলাবাড়ির প্রায় পাঁচ শতাধিক ডাম্পার মালিকের দুর্দশার কথাও বিবেচনায় রাখুক প্রশাসন।'

সংস্কার শেষে তিস্তা ব্যারেজ সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর এবিষয়ে যাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন, তিস্তা ব্যারেজের সেই সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার মুখে কুলুপ এঁটেছেন। জেলা প্রশাসনের তরফেও এবিষয়ে এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট করে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

তিস্তা ব্যারেজের ওপর ডাম্পারের সারি। - ফাইল ছবি

> একবার সেতু সংস্কারের জন্য ১২০-১২৫ দিন ভুগতে হচ্ছে। ভারী ডাম্পার চলার পর পুনরায় সেতুর ক্ষতি হলে তখন যে কতদিন ভুগতে হবে কে জানে?
>
> **ব্রিজকিষান সিং**
> স্থানীয় বাসিন্দা

আক্রান্ত মহিলা

কুমারগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : কুমারগঞ্জের বিএলএলআরও অফিসে শুক্রবার জমির রেকর্ড করাতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন বটুনের তহমিনা মণ্ডল। শনিবার কুমারগঞ্জ থানায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

QUOTATION

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited Quotation:
1) Quotation no: 55/2025-26 Memo: 2075/M Date: 22/08/2025
Last date of bidding dated: 29/08/2025 at 3.00 P.M. Details of which are available in the official notice board.

Sd/- Executive Officer,
Jalpaiguri Municipality

নগদ রাশি এবং সরঞ্জামের সংগ্রহ

টেন্ডার নং. ক্যাশ-পিকআপ-০৩-এমএলজি-এনএফআর-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: ০৫ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত ৪০০ (চারশো) টি স্টেশন/স্থানে নগদ ধন এবং সরঞ্জামের সংগ্রহ। টেন্ডার রাশি: ২৩,৮২,৯৯,৬০০/- টাকা। বায়না রাশি: ১৩,৪১,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৩-০৯-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য বাণিজ্যিক প্রবন্ধক/পিএম এণ্ড পিএস, গুয়াহাটি

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

DINHATA-I PANCHAYAT SAMITY
OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DINHATA-I : COOCHBEHAR

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/Bidder for NIT No-Din-I P.S./06/25-26, dated-18.08.2025 & NIT No.-Din-I P.S. /07/25-26, dated-22.08.2025 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 5 nos scheme under PMJVK & BEUP fund. Details are shown in **www.wbtender.gov.in.** The last date for submission of tender upto 30.08.2025 at 5.00 P.M.

Sd/-
Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity
Dinhata : Coochbehar

আজ টিভিতে

সোনার যাত্রা বিকেল ৩.০০ জি বাংলা সোনার

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ খোকা ৪২০, বিকেল ৪.৩০ মহাগুরু, রাত ৮.০০ আই লভ ইউ, ১১.০০ বিবাহ অভিযান

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ ককপিট, দুপুর ১.৪৫ জামাই ৪২০, বিকেল ৪.৩০ অরুন্ধতী, সন্ধে ৭.৩০ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.৩০ হিরোগিরি

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ শত্রু মিত্র, দুপুর ১২.০০ প্রধান, রাত ৯.০০ বহুরূপী, ১২.৩০ বস-টু

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.০০ মস্তান

আকাশ আট : দুপুর ৩.০৫ অনুরোধ

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ গীতাঞ্জলি-টু, বিকেল ৩.০০ বিশাল ইন লাঠিচার্জ, ৫.০০ যোদ্ধা, রাত ৮.০০ বাড়ি, ১০.৩০ সত্যভামা

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫২ হম সাথ সাথ হ্যায়, বিকেল ৩.২০ আরআরআর, সন্ধে ৬.৫৫ পুষ্পা-টু-দ্য রুল, রাত ১১.৩০ আচার্য

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৭ কেদারনাথ, দুপুর ১.৪৫ বিবাহ, বিকেল ৪.৫৬ তেরে নাম, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.২২ আইপিসি ৩৭৬

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১.১০ ডাঙ্কি, বিকেল ৩.৫৫ জাজমেন্টাল হ্যায় কেয়া, ৫.৫৭ স্বতন্ত্র বীর সাভারকর, রাত ৯.০০ ডার্লিংস, ১১.১৭ আলিগড়

মুভিজ নাউ : বিকেল ৩.২১ রাশ আওয়ার, ৫.০১ পিরানহা-থ্রি ডিডি, রাত ৮.৪৫ ব্লু বিটল, ১০.৫৫ রকি-ফোর

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার

বহুরূপী রাত ৯.০০
জি বাংলা সিনেমা

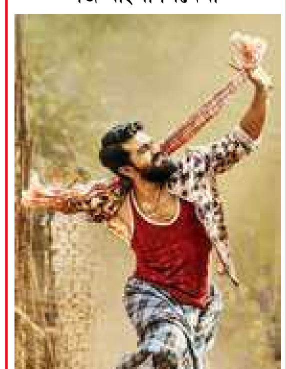

রঙ্গস্থলম রাত ৮.০০
গোল্ডমাইনস

পুষ্পা-টু-দ্য রুল সন্ধে ৬.৫৫ জি সিনেমা

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০০৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০১০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৭০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৭১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Govt. of West Bengal
Office of the Assistant Director of Agriculture (Admn), Soil Conservation, Coochbehar
e-NIT No 07/SOIL/NMEO/2025-26 dated 18/08/2025
(https://wbtenders.gov.in)

E-tender is hereby invited in percentage of rate basis (below/at par/above) in Two Cover System (E-procurement) for different soil conservation works in Two Cover System (E-procurement) as Site Specific Activities of Soil and **Water Conservation** under **NMEO**- Oilseeds on watershed basis of Coochbehar District from resourceful & bonafide agencies. Last date of application for Online tender is 26/08/2025 14:00 Hrs. For Details, please visit the site or Office of the Asstt DA (Admn), Soil Cons, Coochbehar.

JALPAIGURI FOREST CORPORATION DIVISION
NIT No. 01/JFCD/2025-26 dt. 22.08.2025

Work Details	Estimated Amount	Remarks
Repair and Maintenance of Murti (Banani) old building by painting, varnishing, repair of door and window, plumbing works etc. under Jalpaiguri Forest Corporation Division, WBFDC Ltd.	Rs. 12,46,312.00 (Including all Taxes)	Bidding Starting date-23.08.2025 (01:00 pm) Bidding Closing date-06.09.2025 (05:00 pm)

For all details and online submission visit- https://wbtenders.gov.in

Sd/- Divisional Manager, Jalpaiguri Forest Corporation Division, Jalpaiguri
Dated, Jalpaiguri 23rd August, 2025

CINEMA
সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
ধূমকেতু
শ্রেঃ দেব, শুভশ্রী
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
A.C. / Dolby Digital

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি প্রধান শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকট, শিলিগুড়ি -৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭, * ই-মেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-এ (রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রাকৃতিগত দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন, ১৫.০৯.২০২৫ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৮৯,০৮,৬১৬ (টাকা উননব্বই লক্ষ আট হাজার ছয় শত ষোলো মাত্র) (১৯.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি প্রধান শাখার কাছে ১। মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন মালিক- শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার (ঋণগ্রহীতা)- ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ ব্যবসা করেন। ২। শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার, কানাইয়ালাল খটিক (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা)-এর পুত্র ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩ এ বসবাসরত ব্যক্তির বকেয়া রয়েছে।
ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত :

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ :-	২ কাঠা ১২ ছটাক অথবা ০.০৪৫ একর জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের মধ্যে ২ কাঠা ৮ ছটাক অংশ জুড়ে ভবন সমেত এটি মৌজা- শিলিগুড়ি, পরগনা- বৈকুণ্ঠপুর, খতিয়ান নং- ৪৫২/২, প্লট নং- ৪২৭, জে.এল নং- ১১০, তৌজি- ৩ (জেএ), থানা- প্রধাননগর, এডিএসআর এবং মহকুমা- শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি পুর নিগমের অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং- ৩, গুরুং বস্তি, প্রধাননগর, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ অবস্থিত। মূল বিক্রয় দলিলটি, এডিএসআর-এর কার্যালয়ে নিবন্ধিত, শিলিগুড়ি, নিবন্ধিত বুক নং- I, সি.ডি ভলিউম নং- ৬২, পৃষ্ঠা ৬৭ থেকে ৭৬ পর্যন্ত, স্বত্ব নং I- ২১০১, ২০০৬ সালের জন্য, শ্রী পান্নালাল খটিক ওরফে পান্নালাল সোনকারের স্বত্বাধিকরণে রয়েছে। জমিটির সীমানা (দলিল অনুসারে) : উত্তর - শ্রী প্রভু দয়াল আগরওয়ালের জমি। দক্ষিণ- হিমালয়ান ফ্রি চার্চের বিল্ডিং। পূর্ব- ১২ ফিট চওড়া ব্যক্তিগত রাস্তা। পশ্চিম- ছত্র বাহাদুর সন্ন্যাসীর জমি এবং বাড়ি।
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১,২০,০০,০০০/- (টাকা এক কোটি কুড়ি লক্ষ মাত্র)
ইএমডি অ্যামাউন্ট	টাঃ ১২,০০,০০০/- (টাকা বারো লক্ষ মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	টাঃ ১,০০,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৫/০৯/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৫:০০টা পর্যন্ত
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০৫১৬৮৮৩৬৫৭

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য আমাদের ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) এবং আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী PSB Alliance Pvt Ltd.-এ পরিদর্শন করুন। কারিগরি সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০-তে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য অনুগ্রহ করে ই-মেল করুন support.baanknet@psballiance.com-এ।
সম্পত্তিটির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে https://baanknet.com-এ পরিদর্শন করুন এবং এই পোর্টাল সংক্রান্ত ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt Ltd.-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগের নম্বর ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নংটি ব্যবহার করার জন্য।

তারিখ : ২০.০৮.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি
অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড

ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in	ই-অকশন ওয়েবসাইট https://baanknet.com	সম্পত্তির অবস্থান	সম্পত্তির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) অমরেন্দ্র কুমার ঝা, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৪০০৫১১৯৮০

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।
একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

Tuition

■ সিগমাতে স্পোকেন ইংলিশ, ইংলিশ VI-XII, অঙ্ক, বিজ্ঞান, কম্পিউটার, আর্ট বাংলা শেখানো হয়। 98323-41603. (C/117921)

ভাড়া

■ Rent/Lease @ Marwari Patty, Alipurduar. Bank/Office. M : 9641532132. (U/D)

■ 3 BHK flat for rent with Car parking near Khelaghar More, Siliguri. Arun Deep Apartment. Ground floor front side. Call : 94340-57616. (C/117926)

■ Lease/rent 700 sq.ft 1st floor terrace with shed Hakimpara, Siliguri. 94771-80684. (C/117850)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Manisha Lama, D/o Mahindar Lama গ্রাম- বাগবাড়ি, পো: ঝলঝলিয়া রেলওয়ে কলোনি থানা- ইংরেজ বাজার, জেলা মালদা পিন- 732102. গত 22/08/2025 তারিখে উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ নোটারি পাবলিক হইতে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Manisha Lama (হিন্দু) থেকে Ayesha Biswas (মুসলিম) ধর্মে রূপান্তরিত হইলাম। বর্তমানে উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117892)

অ্যাফিডেভিট

■ আমি Kanchana Ghosh, স্বামী- Late Govind Kumar Ghosh, ঠিকানা - নেমারুজোত, লালমান, গোঁসাইপুর, বাগডোগরা, ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ৪ কোর্ট, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, এর Affidavit দ্বারা Kanchan Debi নামে পরিচিত হলাম। অ্যাফিডেভিট তারিখ ১৯/০৮/২০২৫। অতএব Kanchana Ghosh এবং Kanchan Debi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117886)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)- কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C-117920)

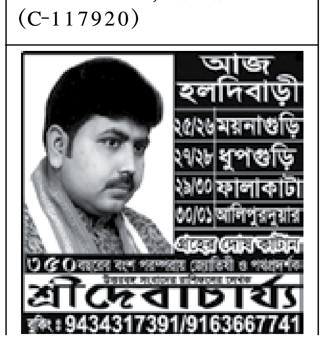

কিডনি চাই

■ কিডনি প্রয়োজন, যে কোনও গ্রুপের। পরিচয়পত্র এবং অভিভাবক সহ যোগাযোগ - 9832028159. (C/117894)

ব্যবসা/বাণিজ্য

■ আপনার চোখের সামনে আপনার স্বপ্নের নতুন বাড়ি নির্মাণ ও Renovation করে থাকি। শিলিগুড়ি - 9733903555. (C/117917)

লোন

■ পার্সোনাল, মর্টগেজ, হাউস-বিল্ডিং, জমি, বাড়ি, ফ্ল্যাট কেনার ও গাড়ির লোন করা হয়। শিলিগুড়ি। M : 9775137242.(C/117921)

ডিস্ট্রিবিউটার

■ গুজরাট base ঔষধ কো : 300+ প্রোডাক্ট, সমগ্র পঃ বঃ জন্য এলাকাভিত্তিক PCD চায়। M : 9051396505. (K)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ির সুভাষপল্লিতে গ্যারাজ সহ Flat বিক্রয়, কেবলমাত্র ক্রেতা যোগাযোগ করবেন। M : 9477076830. (C/117922)

■ বেলাকোবা মেইন রোডে ১৯ ডেসিমাল জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ- ৯৪৩৪৩৭৮৫৮০, ৯৮৩২৫০৯৪০২. (C/117919)

বিক্রয়

■ জমি বাড়ি বিক্রয়, শিলিগুড়ি, ঝংকার মোড়, জ্যোতিনগর ৩ কাঠা এবং ১.৫ কাঠার উপরে। M : No- 9832532596 সত্বর যোগাযোগ করুন। (C/117879)

■ শিলিগুড়ি কর্পোরেশন - অপোজিট দোয়ারিকা রোকমণি প্লাজা-1st floor-570 S.Ft. দোকান বিক্রয়। 7908792654. (C/117886)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭ ১/২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা, পিছনে ৮ ১/২' রাস্তা ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, রাস্তা ৮ ১/২'। M : 9735851677. (C/117917)

■ শিলিগুড়ি ইস্টার্ন বাইপাস থেকে ৫ মিনিটের দূরত্বে আশিঘর থেকে সাহুডাঙ্গি যাওয়ার মেন রাস্তার উপর পাকা রাস্তা, পাকা ড্রেন, সোলার লাইট সহ ছোট ছোট প্লট করে জমি বিক্রি হচ্ছে, 93324-92359. (C/117894)

■ Siliguri Khudiram Pally, Wholesale Medicine Market, 210 sq.ft. Ground floor shop for sale. M : 94344-65060. (C/117920)

■ ২.৮ কাঠা জমির উপরে-G+2 বাড়ি ও দোকান সহ বিক্রয়। কলেজপাড়ায় কমার্শিয়াল এরিয়া। M : 9832378006. (C/117922)

বিক্রয়

■ আলিপুরদুয়ার কলেজ হল্ট মোড়ে মেইন রোডের পাশে দোতলা দোকানঘর বিক্রয় হবে। সরাসরি ক্রেতারা যোগাযোগ করুন। M : 8670928544. (C/117065)

■ জলপাইগুড়ি, রায়কতপাড়ায় চার কাঠা জমি সহ দ্বিতল বাড়ি বিক্রয় হইবে। M : 8918367926, 9734170951. (C117451)

■ বানারহাট আদর্শপল্লি ২ নং কলোনিতে। ২ কাঠা খালি জায়গা বিক্রি। যোগাযোগ M : 9434879550. (C/117920)

■ 230 sft Hill Cart Road Salami shop sale 82 Lakhs. Cont : 9647277731. (C/117922)

কর্মপ্রার্থী

■ গার্ড বা মালির কাজ করতে ইচ্ছুক লোকাল বা বাইরে। Ph. 9883050508. (C/117893)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির লেডিস পার্লারের জন্য সব কাজ জানা বিউটিসিয়ান চাই। সত্বর যোগাযোগ করুন - 9749306120. (C/117922)

■ শিলিগুড়ি সেবক রোডে রেস্টুরেন্টে Chinese, নর্থ & সাউথ ইন্ডিয়ান রান্না জানা Cook চাই। M : 94343-76715/7908575016. (C/117922)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে আয়ুর্বেদিক ফার্মাসিতে B.A.M.S Doctor, Chemist, Marketing, Factory Workers চাই। যোগাযোগ - 7584051017. (C/117882)

■ হোটেলের জন্য Indian Cook চাই। মহিলা/পুরুষ, বেতন: 7K-15K, আলিপুদুয়ার-M: 9830111088. (C/117060)

■ ক্যানভাস-এ Acrylic Painting-এ দক্ষ আর্টিস্ট ও সেলসম্যান চাই। sonaimetals@gmail.com (C/117867)

■ Innova Crysta গাড়ির জন্য অভিজ্ঞ Driver চাই। M - 9434059042.(C/117877)

■ Wanted Sales Officers for Cattle medicines, Bike and rural knowledge mustinfohip16@gmail.com 8279551525.(K)

■ রেস্টুরেন্টের জন্য বিরিয়ানি তন্দুর, চাইনিজ জানা অভিজ্ঞ Cook চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। M - 7001447847.(M/M)

■ Gangtok Mall, Hotel & Dis. Company, বিভিন্নপদে পরিশ্রমী লোক চাই। 9434117292. (C/117921)

■ Reputed CA firm requires a Computer Expert upto age 22, Salary-7000/- M : 8101233334. (C/117922)

কর্মখালি

■ কাউন্টার সেল ও মার্কেটিং এর জন্য কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা প্রয়োজন। বয়স 25 থেকে 35, বেতন : 8-20 K, কমপক্ষে 12 পাশ। যোগাযোগ :- 'মাল্টিলেভেল জুয়েলার্স অ্যান্ড কোং, এন.টি.এস মোড়, দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি। (C/117921)

■ U&T Boutique -এর জন্য সেলাই কাজ জানা অভিজ্ঞ টেইলার চাই। জলপাইমোড়, শিলিগুড়ি। 9933634290. (C/117922)

■ One person urgently required with basic computer knowledge for ReeCab. Contact 7501813331, 9083838330.(C/117924)

Garden Manager and Assistant Manager Required

For an ESTABLISHED TEA ESTATE in Uttar Dinajpur region. Should have efficient knowledge of various field works, Labour Management & excellent pest management skills . Applicants having 15 to 20 years of experience and who have worked in estates of Upper Assam to be preferred . WhatsApp no.9474344444 (only whatsapp application will be accepted) .

কর্মখালি

■ All over North Bengal hiring Akasa Finance Ltd. E-Rickshaw EMI Collection. Teamleader Coochbehar, Alipurduar. WhatsApp-8388951121. Mail - hr@akasafin.com (C/117923)

অফিস বয় চাই

■ শিলিগুড়িতে নামী অফিসে লোকাল ছেলে চাই। বেতন 15000/- to 17000/-, নিজস্ব টুহুইলার আবশ্যক। ইন্টারভিউ সোমবার 25/08/25 4P.M. to 6P.M., যোগাযোগঃ- প্রবীন আগরওয়াল, ন্যাশনাল কমার্স হাউস। 2nd ফ্লোর, চার্চ রোড, শিলিগুড়ি। (C/117921)

APPOINTMENT

Applications invited within 7 days for the post of Accountant for all the units of ASHWINI CHOUDHURY EDUCATIONAL TRUST, having knowledge in accounting software and basic computer with minimum 5 years of working experience including GST, PF, ESIC, PTAX, TDS, IT etc. Eligible shortlisted candidates to be called for interview. Send your resume at iilsappointment@gmail.com or WhatsApp – 62969 03459.

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আলোকে আটকানোর স্পর্ধা ও বাঙালির

পুলকেশ ঘোষ

২৩ অগাস্ট : ছায়া ধরার অভিনব ব্যবসার কথা শুনিয়ে গিয়েছেন সুকুমার রায়। তাঁর 'ছায়াবাজি' কবিতায় রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া সবরকমের পুঁজির হদিস দিয়ে গিয়েছেন তিনি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আলোয় ভরা ভুবনে প্রাণের মাঝে আলোর নাচের কথাও তুলে ধরেছেন। কিন্তু গতিতে যাকে হার মানানো দায়, সেই আলোকে বন্দি করার কথা এতদিন চিন্তার বাইরে ছিল। এর আগে বিজ্ঞানীরা তার গতি কমাতে সমর্থ হয়েছেন। এবার তাকে বন্দি করার দাবি করলেন কয়েকজন বাঙালি বিজ্ঞানী।

সম্প্রতি বিখ্যাত সায়েন্স জার্নাল 'দ্য জার্নাল অফ অপটিক্স'-এ এই সম্পর্কে ওই বিজ্ঞানীদের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এই বিজ্ঞানীদের দলে রয়েছেন রাজশাহি প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক অলোককুমার পাল এবং টেক্সাস টেক ইউনিভার্সিটির সহকারী গবেষক শাহরিয়ার মোস্তাফা। এই গবেষণা দলের নেতৃত্বে ছিলেন হলদিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির ইলেক্ট্রনিক অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর কিশলয় চক্রবর্তী।

কিশলয়বাবু উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'সূর্যের কিরণকে ধরা এক প্রাচীন কবিসুলভ আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা। নিখুঁত গণিত এবং ফোটনিক ক্রিস্টালের মতো মেটামেটিরিয়ালের সূক্ষ্ম প্রকৌশল দিয়ে আলোর জন্য একটি ঘর তৈরি করেছি। আলো সেখানে প্রবেশ করলে তা শুধুমাত্র বাইরে হয় না, সেখানে বন্দি হয়ে যায়। ফোটন নামক ক্ষুদ্র শক্তিকণা জন্ম থেকেই গতিময়। এক অবিশ্বাস্য গতিতে মানুষের একবার হৃদস্পন্দনের মধ্যে সে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে পারে। তাই আলোকে থামিয়ে রাখার কথা বলা মানেই ছিল অসম্ভবের কথা বলা।

কিশলয়বাবুর দাবি, তাঁরা এমন এক পথ আবিষ্কার করেছেন যেখানে আলোকে রাজি করানো যায় থামার জন্য। খালি চোখে অদৃশ্য একটি ক্ষুদ্র কক্ষে তাকে আটকে থাকতেও রাজি করানো যায়। তবে এই বাড়ি ইটপাথরের নয়, এমন একটি অতি ক্ষুদ্র ক্রিস্টাল প্যাটার্ন দিয়ে তৈরি যে ওই ক্রিস্টাল একটি সূচের অগ্রভাগের বেশ কয়েক বিলিয়ন থাকতে পারে। কিশলয়বাবু এই অদ্ভুত মানব নির্মিত গঠনগুলির তরঙ্গের পথকেই বদলে দিয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের নিয়ম ভেঙে দেয়। এটি সৃষ্টি করে এমন প্রভাব যা এর আগে কোনও প্রাকৃতিক স্ফটিক কোনওদিন দেখায়নি। এটি সৃষ্টি করে ঋণাত্মক প্রতিসরণের অস্বাভাবিকতা। কাচ বা জলে প্রবেশ করলে আলো যেভাবে বাঁকে এক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ বিপরীতে বাঁক নেয় আলো। সেখান থেকেই আলোকে ভাঁজ করার ক্ষমতা তৈরি হয়। তা আর মুক্তভাবে দৌড়োয় না। বরং স্থির হয়ে ঘরে থাকে, ভেসে থাকে, ঝুলে থাকে। এটিকেই বলা হয় পজিশন চার্পিং।

কিশলয়বাবুর দাবি, সূর্যের কিরণকে এভাবে ধরতে পারায় তা বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক কাজে আসবে। উন্নত ফাইবার অপটিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এটি ইন্টারনেটের গতি বাড়াতে সাহায্য করবে। ফোন ও টিভি স্ক্রিনকে আরও উজ্জ্বল করবে কম বিদ্যুৎ খরচে। এছাড়া সোলার প্যানেলকে আরও বেশি সূর্যালোক শোষণ করতে সক্ষম করবে, যাতে বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হয়।

সুদীপ্তর বাড়িতে হঠাৎ সিবিআইয়ের তল্লাশি

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের দুর্নীতি কাণ্ডে ফের শুরু হল সিবিআই হানা। এবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৃণমূল বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের বাড়িতে হানা দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

শনিবার দুপুরে সিবিআইয়ের দুই আধিকারিক শ্রীরামপুরের বিধায়কের বাড়ি সংলগ্ন প্রাইভেট নার্সিংহোমে তল্লাশি চালান। যদিও ওই মুহূর্তে বাড়িতে ছিলেন না সুদীপ্ত। সিবিআই সূত্রে খবর, তিনি ফিরলে জিজ্ঞাসাবাদ করা শুরু হতে পারে।

আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান ছিলেন সুদীপ্ত। মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর চেয়ারম্যান পদে সুদীপ্তকে সরিয়ে আনা হয়েছিল শান্তনু সেনকে। সেই সময় থেকেই সিবিআইয়ের নজর ছিল সুদীপ্তর ওপর। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও অভিযোগ করেছিলেন, সুদীপ্ত সরকারি হাসপাতালের যন্ত্রপাতি নিজের নার্সিংহোমে ব্যবহারের জন্য নিয়ে যান। এই বেআইনি কাজের কোনও হিসেব নেই। শুভেন্দু প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়েছিলেন, যে কেউ গিয়ে এই কাজের তথ্য যাচাই করতে পারে। তারপর গত সেপ্টেম্বরে সুদীপ্তর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই। তখন সুদীপ্ত দাবি করেছিলেন, ১৯৮৪ সালে নিজের নার্সিংহোম তৈরি করেছিলেন তিনি। তাঁর পালটা চ্যালেঞ্জ ছিল, যে কেউ তাঁর নার্সিংহোমে এসে যাচাই করে দেখুক তিনি আদৌ বেআইনি কাজের সঙ্গে যুক্ত কি না।

এবার সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদের জেরে আবার কী তথ্য উঠে আসে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে চিকিৎসক মহল। যদিও তৃণমূল কোনও মন্তব্য করেনি।

Anuja Herbaceuticals Pvt. Ltd.
urgently required
TERRITORY EXECUTIVE
For
SILIGURI & MALDA HQ.
Salary-Negotiable.
Candidates must be experienced in Ayurvedic Field (Ethical).
Sent CV at
anujaherbaceuticals@gmail.com
or W'app: 8697020410

মদ্যপানে আপত্তি, মার শিক্ষককে

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : সাতসকালে বাড়ির সামনে বসে মদ্যপান করছিলেন একদল তরুণ-তরুণী। তাঁদের সেখানে দেখে প্রতিবাদ করে ওঠেন পেশায় আঁকার শিক্ষক নিরুপম পাল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ওপর চড়াও হয় ওই মদ্যপের দল। বেধড়ক মারধর শুরু করেন নিরুপমকে। শনিবার বেলঘরিয়ার নন্দননগর এলাকার এই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকা জুড়ে। বহিরাগতদের দাদাগিরির অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। ঘটনায় এলাকার কাউন্সিলার তপন আচার্যের দাবি, এর আগেও এলাকায় কিছু তরুণ-তরুণী রাস্তার ওপরে প্রকাশ্যে মদ্যপান করতেন। তপনের হস্তক্ষেপেই তাঁদের এলাকাছাড়া করা হয়। অবশ্য স্থানীয় সিপিএম ও বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, শাসকদলের প্রশ্রয়ে এলাকায় অসামাজিক কাজকর্ম ক্রমশ বাড়ছে।

আক্রান্ত নিরুপমের অভিযোগ,

রাস্তায় মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় মারধর করা হচ্ছে শিক্ষককে।

অভিযোগ দায়ের হয় ওই ৫ জন তরুণ-তরুণীর বিরুদ্ধে। নিরুপমের দাবি, অভিযুক্তরা তাঁকে মেরে নাক-মুখ ফাটিয়ে দেয়। আঘাত করা হয় চোখে ও বুকে। সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আসতেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে অভিযুক্তদের। তবে ওই ফুটেজের সত্যতা যাচাই করেনি 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'।

কামারহাটি পুরসভার ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ওই এলাকায় এর আগেও 'বহিরাগত'দের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ উঠেছিল। ফের একজন শিক্ষককে এভাবে মারধরের ঘটনায় রাতে কালীপুজোর নিমন্ত্রণ সেরে বাড়ি ফেরার সময় প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে দেখেন তিনি। প্রতিবাদ করতেই কথাকাটাকাটি শুরু হয় ওই দলের এক তরুণের সঙ্গে। তখনই দৌড়ে আসেন দলের এক তরুণী। তাঁর হাতে ছিল জলন্ত সিগারেট। ওই অবস্থাতে তিনি নিরুপমের ওপর চড়াও হলে তরুণীর সঙ্গীরা চড়, ঘুসি চালাতে শুরু করেন। সকাল ৬টায় কীভাবে এমন ঘটনা ঘটে সেই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। যদিও তপনের দাবি, অত সকালে কে কোথায় বসে মদ খাচ্ছেন, তা কোনও জনপ্রতিনিধির পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।

ট্রেন বাতিল

দক্ষিণ পূর্ব মধ্য রেলওয়ের বিলাসপুর ডিভিশনে চাপা ও ঝাড়সুগুদা শাখায় রায়গড় স্টেশনে ৪র্থ লাইনের কানেক্টিভিটি চালু করার জন্য ৩১.০৮.২০২৫ থেকে ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত প্রি-নন-ইন্টারলকিং, নন-ইন্টারলকিং এবং পোস্ট নন-ইন্টারলকিং কাজ করা হবে। ফলস্বরূপ, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি বাতিল থাকবে : (১) ২২৫১২ কামাখ্যা-লোকমান্য তিলক টার্মিনাস কর্মভূমি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২৫) (২) ২২৫১১ লোকমান্য তিলক টার্মিনাস-কামাখ্যা কর্মভূমি সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০২.০৯.২৫) (৩) ১৩৪২৫ মালদা টাউন-সুরাট সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩০.০৮.২৫) (৪) ১৩৪২৬ সুরাট-মালদা টাউন সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২৫) (৫) ১৭৩২১ ভাস্কো দা গামা - জসিডি সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২৫) (৬) ১৭৩২২ জসিডি - ভাস্কো দা গামা সাপ্তাহিক এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.০৯.২৫) (৭) ২২৮৪৩ বিলাসপুর-পাটনা সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ২৯.০৮.২৫) (৮) ২২৮৪৪ পাটনা-বিলাসপুর সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ৩১.০৮.২৫)।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন হুগলী-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 80B 46679 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই স্বল্প পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে আমাকে এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জিততে সাহায্য করার জন্য যা আমাকে জীবনে অনেক বড়ো কিছু অর্জনে সাহায্য করবে। আমি এখন চিন্তামুক্তভাবে আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনার উপর বেশি মনোযোগ দিতে পারবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, হুগলী - এর একজন বাসিন্দা শুভঙ্কর দত্ত - কে 08.05.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

এত বিএলও কোথায়, চিন্তায় কমিশন

১৪ হাজার বুথ বাড়বে পশ্চিমবঙ্গে

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ১২০০-র বেশি ভোটার কোনও বুথে রাখা যাবে না বলে আগেই নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। কিন্তু এই মুহূর্তে রাজ্যের প্রায় ১৪ হাজার বুথে নির্দিষ্ট সংখ্যকের বেশি ভোটার রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে বুথভিত্তিক সমীক্ষা করতে শুরু করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। তার আগে আগামী শুক্রবার মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের অফিসে সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়েছে। ওইদিনই বিকেল ৫টার মধ্যে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনকে এই সংক্রান্ত রিপোর্ট পাঠাতে হবে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিককে। একই সঙ্গে এখন যে প্রায় ৮০ হাজার বুথ রয়েছে, সেখানে বুথ লেভেল অফিসারের তালিকাও চূড়ান্ত করে ফেলতে হবে। কিন্তু এত সংখ্যক বুথ লেভেল অফিসারের তালিকা তৈরি করা এই কয়েকদিনের মধ্যে আদৌ কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছে নির্বাচন কমিশন।

শুক্রবারই কমিশনের পক্ষ থেকে নবান্নে চিঠি দিয়ে অফিসারদের নামের তালিকা চাওয়া হয়েছে। আগামী বুধবারের মধ্যে জেলাভিত্তিক ওই তালিকা চূড়ান্ত করে কমিশনে পাঠাতে হবে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর শুরু করা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নির্দেশ না দিলেও তার প্রস্তুতি নিতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে প্রতিটি বুথের জন্য বিএলও নিযুক্ত করা বাধ্যতামূলক। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর হলে বুথ প্রতি ভোটারের সংখ্যা কমতে বা বাড়তে পারে। অনেক ক্ষেত্রে অনেক ভোটারের মৃত্যু হয়েছে বা ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে। আবার নতুন ভোটারও রয়েছেন। ফলে নতুন করে বুথের সংখ্যা কত দাঁড়াবে, তা ওই সংস্কারের আগে বোঝা সম্ভব হচ্ছে না। বুথের সংখ্যা বাড়লে বিএলও-র সংখ্যাও বাড়াতে হবে। সেক্ষেত্রে আরও অফিসারের প্রয়োজন হবে।

কমিশনের এই সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ নবান্নের কর্তারা। কারণ নির্দিষ্ট সময়ে ভোট হলে এখনও আট মাস বাকি আছে। এখন থেকে জেলাভিত্তিক অফিসারদের নির্বাচন কমিশনের কাজে নিযুক্ত করা হলে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প কার্যকর করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ বঞ্চিত হবেন। পুজোর পরই দুয়ারে সরকার শিবির বসার কথা আছে। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সেখানে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ ও পরিস্থিতি মোকাবিলার কাজে অফিসাররা ব্যস্ত আছেন। এখন থেকে তাঁরা নির্বাচন কমিশনের কাজে নিযুক্ত হলে ওই কাজে ভাটা পড়বে। এই পরিস্থিতিতে নবান্ন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অফিসারদের নামের তালিকা কমিশনে পাঠাবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। ফলে কমিশনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের ফের সংঘাত শুরু হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নবান্নের কর্তারা বলেছেন, 'এই নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিবদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। দপ্তরগুলির কাছে এখনও অফিসারদের তালিকা চাওয়া হয়নি। ফলে বুধবারের মধ্যে কমিশনে তালিকা জমা পড়া নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছে।'

অভিষেকের ক্লাবের সমর্থনে গোটা দল

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : খেলার সঙ্গে রাজনীতি এখন অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ডুরান্ড কাপের ফাইনালে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ডায়মন্ড হারবার এফসি ওঠার পর থেকেই বাঙালি আবেগকে সামনে রেখে মাঠে নেমে পড়েছে গোটা তৃণমূল দল। তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীদের নিজস্ব ক্লাব রয়েছে। তা সত্ত্বেও 'বাঙালি ক্লাব'কে জেতাতে সমাজমাধ্যমে গত তিনদিন ধরে ব্যাপক প্রচার চালিয়েছেন নেতা-মন্ত্রীরা। প্রত্যেকেই সমাজমাধ্যমে 'বাংলার সমর্থনে' যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সকলকে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। শনিবার বিকালে ম্যাচ শুরুর আগে রীতিমতো সংগঠিতভাবে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মাঠে জড়ো করেছেন নেতা-মন্ত্রীরা। সকলে যাতে ম্যাচ দেখতে পারেন, তার জন্য টিকিটের ব্যবস্থাও করেছেন তাঁরা। এত আয়োজন সত্ত্বেও ৬-১ গোলে ধরাশায়ী হয়ে বিফল মনোরথে ফিরতে হয় ডায়মন্ড সমর্থকদের।

ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের হেনস্তা নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে তৃণমূল। এই নিয়ে সংসদেও সরব হয়েছে ঘাসফুল শিবির। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঙালি অস্মিতা যে মূল ইস্যু হতে চলেছে, তার রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাই ডুরান্ড ফাইনালেও বাঙালি অস্মিতাকেই হাতিয়ার করে রীতিমতো ডায়মন্ড হারবার এফসির সমর্থনে গলা ফাটিয়েছেন শাসকদলের নেতা, মন্ত্রীরা। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ মোহনবাগানের কর্মকর্তা। কিন্তু ডায়মন্ড হারবার এফসি ফাইনালে ওঠার পর থেকেই তিনি নিজেকে ডায়মন্ড হারবার এফসির সমর্থক বলে ঘোষণা করে সমাজমাধ্যমে 'বাংলাকে জেতাতে যুবভারতী চলুন' স্লোগান দেওয়া শুরু করেছেন। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের ক্লাব বলে পরিচিত সুরুচি সংঘ কলকাতা লিগ খেলছে। কিন্তু অরূপবাবুও ডায়মন্ড হারবার এফসির সমর্থনে তাঁর এলাকার সমর্থকদের রীতিমতো গাড়ি করে যুবভারতীতে নিয়ে গিয়েছেন।

জট কাটল এমবিবিএস-এ

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : সুপ্রিম নির্দেশের পর এমবিবিএস, এমডিএস ও বিডিএস কোর্সে ভর্তি প্রক্রিয়ার জট কাটায় শনিবার থেকে রাজ্যে শুরু হয়েছে ভর্তি প্রক্রিয়া। সুন্দরবনের কৃষ্ণচন্দ্রপুর হাইস্কুলের সৌমিক মণ্ডল প্রথম রাউন্ডের কাউন্সেলিংয়ে এমবিবিএস পড়ার সুযোগ পেলেন ডায়মন্ড হারবার সরকারি মেডিকেল কলেজে। ওই স্কুলেরই স্নেহা নাটুয়া সুযোগ পেলেন আরামবাগের প্রফুল্লচন্দ্র সেন সরকারি মেডিকেল কলেজে।

মেডিকেল কাউন্সেলিং কমিটি শুক্রবার মেধাতালিকা প্রকাশ করে। শনিবার দুপুর ১২টা থেকে শুরু হল ভর্তি প্রক্রিয়া। সম্প্রতি স্বাস্থ্য দপ্তর জানায়, রাজ্যের ওই কলেজগুলিতে আইনি জটিলতায় স্থগিত থাকবে কাউন্সেলিং সহ সমগ্র ভর্তি প্রক্রিয়া। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ মেনে এদিন বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চলেছে। ২৫ ও ২৬ অগাস্ট সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে পর্যন্ত চলবে বাকি ভর্তি প্রক্রিয়া। দন্ত চিকিৎসার স্নাতকোত্তর ক্ষেত্র বা এমডিএস-এর তৃতীয় রাউন্ডের কাউন্সেলিংয়ের যাচাইকরণ পর্বও শুরু হয়েছে এদিন।

বৃষ্টিতে চিন্তায় থিমশিল্পীরা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : হাতে আর মাত্র এক মাস। সেজে উঠছে তিলোত্তমা। প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত কুমোরটুলি। থিমের পুজোর অর্ডার আসতে শুরু করেছে ডোমপাড়াতেও। এমন সময় পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছে দফায় দফায় বৃষ্টি। গিরীশপার্ক থেকে বিডন স্ট্রিটের দিকে হাঁটলে বাঁদিকে পড়ে রাজা গুরুদাস স্ট্রিট। থিম সাজানোর কাজ সবটাই হয় এখানে। শনিবার পড়ন্ত দুপুরে ওই রাস্তায় ঢুকতেই দেখা গেল জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

তার মধ্যেই ওপরে নীল ত্রিপল খাটিয়ে একমনে বাঁশের কঞ্চি কাটছেন শিল্পী রাকেশ ধাড়া। বললেন, 'অর্ডার এবারে খুব কম। তার মধ্যে এই বৃষ্টি। রং শুকোচ্ছে না মূর্তির। তার ওপর আবার দালালচক্রের রমরমা!'

কয়েক পুরুষ ধরে ডোমপাড়াতেই বাস শিল্পী দিগম্বর মালিকের। বললেন, 'বৃষ্টিতে অর্ডার খুব একটা আসছে না। যে কটা কাজ পেয়েছি, তাও শেষ করতে পারব কি না সেই নিয়ে চিন্তায় রয়েছি। কঞ্চির কাজ শেষ। থার্মোকলের ওপর রংয়ের প্রলেপ দিয়ে রোদে রাখতে

হয়। কিন্তু সপ্তাহভর বৃষ্টির দাপটে সেই কাজও পণ্ড। কাস্টমার তো আর এত বিপদ বুঝবে না!'

শিল্পী সিদ্ধার্থ পাত্র কিছুটা হতাশ স্বরে বললেন, 'বেশিরভাগ শিল্পীই অসম, চেন্নাই, মহারাষ্ট্রে কাজে চলে যাচ্ছে একটু বেশি আয়ের আশায়। এখানে রোজ পাই ৮০০ টাকা। বাইরে গেলে সেটা ১৬০০-১৭০০ টাকা অবধিও ওঠে। এখানে কাস্টমার এক বলে যায়, আর হাতে আরেক দেয়। তারপর যা বৃষ্টি, জিনিসপত্র রাখতেও ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিট হয়ে নতুন সমস্যা তৈরি হচ্ছে।'

manipalhospitals
LIFE'S ON

পেট ও লিভার সমস্যার সম্পূর্ণ চিকিৎসা

মণিপাল হসপিটাল শিলিগুড়ি, গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি বিভাগে পেট সম্পর্কিত সমস্যার নির্ভুল রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা হয়

- অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী ও উন্নত ডায়াগনস্টিকস
- হজম সংক্রান্ত সমস্যা, গ্যাস্ট্রাইটিস, প্যানক্রিয়াটাইটিস এবং পেটের যাবতীয় রোগের চিকিৎসা
- জন্ডিস, লিভার সিরোসিস, ক্রনিক লিভার ডিজিজ, ফ্যাটি লিভার সহ লিভারের যে কোনও সমস্যার চিকিৎসা
- আধুনিক পদ্ধতিতে ইআরসিপি
- এন্ডোস্কোপি, কোলোনোস্কোপি ও এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে রোগ নির্ণয়

আমাদের বিশেষজ্ঞ

ডাঃ পিনাকী সুন্দর কর
কনসালটেন্ট - গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজি এবং হেপাটোলজি
MBBS, DNB (Medicine), DM (Hepatology & Gastroenterology) from I.L.B.S (Institute of Liver & Biliary Sciences) New Delhi, Fellowship - A.A.S.L.D, Associate Fellowship - NAMS Delhi.

মণিপাল হসপিটাল শিলিগুড়ি
মেঘনাদ সাহা সরণি, প্রধান নগর, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০৩, পশ্চিমবঙ্গ

বিশদ জানতে ফোন করুন: 0353 2518667, 92334 89564

INDIAN RAILWAY CATERING & TOURISM CORPORATION LTD.
(A Govt. of India Enterprise - Navratna)
IRCTC

All-inclusive Group Departure
Ex Bagdogra

Domestic Tour Packages
6 Night 7 Days — Kerala Luxe Escape : Rs. 61,330/- Per Person — 11th Oct '25
Munnar • Thekkady • Alleppey • Trivandrum • Kochi

International Tour Packages
5 Night 6 Days — THAILAND SPECIAL : Rs. 51,940/- Per Person — 12th Nov '25
Bangkok-Pattaya

Includes: Return Airfare • Stay in Deluxe Hotels • All Transfers & sightseeing • Travel Insurance • GST.

For Booking: Area office: IRCTC, 1st Floor Platform no 1, NJP Railway Station
Mobile : 6290861590

Regional Office: 4D Mandovi Apartment, GNB Road, Opposite: Rabindra Bhawan, Ambari, Guwahati 781001.
Mobile : 8595936716, 8595936717, 6290861590
Email : tourroghy@irctc.com Website : www.irctctourism.com

ভারত সরকার
আয়ুশ মন্ত্রক
আয়ুশ ভবন
'বি' ব্লক, জিপিও কমপ্লেক্স, আইএনএ, নিউ দিল্লি-১১০০২৩
ওয়েবসাইট : www.ayush.gov.in

Ministry of Ayush, Government of India

জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, আয়ুশ মন্ত্রক, ভারত সরকারের সাক্ষ্য/পূর্বানুমতি ছাড়া কোনও আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধ, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথিক (এএসইউ এবং এইচ) কোম্পানি অথবা এদের ভেষজ উপাদান/ঔষধ যে কোনও আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধ, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথিক (এএসইউ এবং এইচ) প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির প্রস্তুতকারক এগুলি বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্সের অনুমতি পাবে না। এছাড়াও, বর্তমান অনুবিধি ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিক্স অ্যাক্ট ১৯৪০ এবং এর রুল অনুসারে, এএসইউ এবং এইচ-এর কোনও ওষুধ/ভেষজ উপাদান প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স শুধুমাত্র রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ (এসএলএ)-এর অনুমোদনই দেওয়া হবে।

২. আয়ুশ মন্ত্রক জনসাধারণকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সতর্ক করছে :

i) এএসইউ এবং এইচ-এর ভেষজ উপাদান এবং ঔষধগুলির কোনও রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে অলৌকিক অথবা অতিপ্রাকৃত প্রভাব ফেলার বিজ্ঞাপন আইনত নিষিদ্ধ। এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলি জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং এই ধরনের যাচাই বিহীন, অথবা মিথ্যে দাবির প্রচার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

ii) দি ড্রাগস অ্যান্ড ম্যাজিক রেমিডিস (আপত্তিকর বিজ্ঞাপন) অ্যাক্ট, ১৯৫৪ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট যে কোনও রোগ এবং পরিস্থিতির চিকিৎসার ক্ষেত্রে ঔষধ এবং ম্যাজিক রেমিডিস-এর অলৌকিক ক্ষমতা দাবি করে বিজ্ঞাপন দেওয়া কঠোরভাবে নিষিদ্ধি। কোনও ব্যক্তিকে যদি এই অ্যাক্টটি লঙ্ঘন করার জন্য দায়ী বলে খুঁজে পাওয়া যায়, তবে তাকে আইনের দ্বারা বিহিত জরিমানা দিতে বাধ্য হতে হবে।

iii) আয়ুর্বেদিক, সিদ্ধ এবং ইউনানি মেডিসিনস (এএসইউ)-এর অনুসূচির ই(১) যেটি ড্রাগ রুলস ১৯৪৫-এর অন্তর্গত সেটির তালিকাটিতে উল্লেখিত ঔষধগুলি আয়ুশ মেডিসিনের সংশ্লিষ্ট সিস্টেমের অন্তর্গত নিবন্ধিত চিকিৎসকের অধীক্ষা এবং তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে সেবন করতে হবে। এই ধরনের ঔষধের পাত্রের উপর 'Caution- To be taken under Medical Supervision' ('সতর্কতা- চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে সেব্য') - কথাটি হিন্দি এবং ইংরেজি উভয় ভাষায় লেখা থাকবে। জনসাধারণকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, তাঁরা নিবন্ধিত মেডিকেল পরিকল্পক/আয়ুশ সিস্টেমের চিকিৎসকদের সাথে পরামর্শের পরবর্তীতে এই ধরনের ঔষধ ব্যবহার যাতে করেন।

iv) আয়ুর্বেদ, সিদ্ধ, ইউনানি এবং হোমিওপ্যাথি (এএসইউ এবং এইচ)-এর ভেষজ উপাদান/ওষুধগুলির দ্বারা স্ব-রোগ নির্ণয় অথবা স্ব-চিকিৎসা সম্পূর্ণ রূপে এড়িয়ে চলুন। যে কোনও প্রকার স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যার ক্ষেত্রে নিবন্ধিত মেডিকেল পরিকল্পক/আয়ুশ সিস্টেমের চিকিৎসকদের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার আবেদন করা হচ্ছে।

৩. জনসাধারণকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন, এএসইউ এবং এইচ-এর ভেষজ উপাদান/ওষুধগুলির বিষয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারক বিজ্ঞাপনগুলিকে এড়িয়ে চলুন। এই ধরনের আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন, মিথ্যে দাবি, নকল ওষুধ ইত্যাদি সম্পর্কে ড্রাগ পলিশি বিভাগ, আয়ুষ মন্ত্রকে (ইমেল: ayush medicine@gov.in) অথবা সংশ্লিষ্ট রাজ্য লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য রিপোর্ট করতে জনসাধারণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

আয়ুশ মন্ত্রক -
জে-১১০১৯/০১/২০১৭-ডিসিসি (আয়ুশ)

cbc17201/11/0003/2526

অথ সারমেয় কথা

সেই আদিম যুগ থেকেই ওদের সঙ্গে মানুষের সহাবস্থান। সময় গড়ানোর ফাঁকে একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া। দারুণ বন্ধুত্ব গড়ে ওঠা। তবে বেশ কিছুদিন ধরেই সেই বন্ধুত্বে কোথায় যেন একটা ফাঁক দেখা দিচ্ছিল। সেই সুবাদেই মনকষাকষির বাড়বাড়ন্ত। পরিস্থিতি সামাল দিতে একটা সময় দেশের সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দেয়। কিন্তু সেই বন্ধুত্বের খাতিরেই ওই নির্দেশকে নিয়ে গোটা দেশ তোলপাড়। আদালত পরে সেই রায়কে বদলে দেওয়ায় স্বস্তি। কীভাবে পথকুকুরের সঙ্গে মানুষের আদি অনন্তকালের বন্ধুত্ব চিরকাল বজায় রাখা সম্ভব, উত্তর সম্পাদকীয়র আজকের দুটি প্রতিবেদন সেই উত্তর খুঁজল।

কুট্টুস-স্কুবিডু ভালো থাকুক, আমরাও থাকি নিরাপদ

রঙ্গন রায়

খুব ছোটবেলায় একটা সিনেমা দেখেছিলাম, নাম ছিল 'দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ মাইলো অ্যান্ড অটিস'। জাপানি ছবি। মাইলো নামের একটি লাল বিড়াল আর অটিস নামের এক পাগ কুকুরের চমৎকার সারভাইভাল গল্প। গল্পটা বলি। ছোট্ট মাইলো একদিন তার মালিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একখানা কাঠের বাক্সে ঢুকেছিল খেলাচ্ছলে, তারপর ঘটনাচক্রে বাক্স সহকারেই নদীতে ভেসে যায়। আর সেই বাড়িরই কুকুর, মাইলোর বন্ধু অটিস, তাকে বাঁচানোর জন্য প্রাণের তোয়াক্কা না করেই নদীর কিনারা ধরে রওনা দেয়। যাত্রাপথে তাদের কত কত যে অ্যাডভেঞ্চার! শিশুমনের জন্য আদর্শ এক ছবি। সেদিন প্রথম আমার বিড়াল ও কুকুরের প্রতি প্রীতি জন্মেছিল। সিনেমার উদ্দেশ্যও ছিল তাই, পশুপ্রেমকে শিশুদের মধ্যে জাগিয়ে তোলা। তাই পরিচালক মাসানোরি হাতা এবং কন ইচিকাওয়া অ্যানিমেশন ছবি তৈরি করেননি। করেছিলেন লাইভ অ্যাকশন।

যাঁরা নয়ের দশকে জন্মেছেন, তাঁরা সবাই জানেন, আমাদের ছোটবেলায় সোশ্যাল নেটওয়ার্ক ছিল না। ছিল কার্টুন নেটওয়ার্ক। তাতে হত 'স্কুবিডু' নামক একটি গ্রেট ডেন কুকুরের মজাদার কাণ্ডকারখানা। বা টম অ্যান্ড জেরির কথাই ধরুন। তাতেও ছিল বুলডগ স্পাইক। আবার যেদিন প্রথম হাতে পেলাম হার্জ প্রণীত টিনটিন, তাতেও টিনটিনের সর্বক্ষণের সঙ্গী কুট্টুস নামের ফক্সটেরিয়ার আমাদের সকলের প্রিয় হয়ে উঠেছিল। যে না থাকলে তো কতবারই টিনটিনের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হত! অরণ্যদেবের ডেভিল-ই বলুন, বা একটু বড় হয়ে পড়া জ্যাক লন্ডনের 'কল অফ দ্য ওয়াইল্ড'-এর স্লেজ টানা 'বাক'— কুকুরের সঙ্গে আমাদের প্রাণ কিন্তু সবসময়ই জুড়ে ছিল। তাদের প্রতি ভালোবাসাও ছোটবেলাতেই, এভাবেই তৈরি হয়ে যায়। আমাদের শেখানো হয়, কুকুরই মানুষের প্রকৃত বন্ধু। সেই আদিমকালের গুহাবাসী জীবন থেকে সে মানুষের কাছাকাছি থাকে। শিকার থেকে শুরু করে সর্বত্র সাহায্য করে। ভরসা জোগায়। তাহলে আজ হঠাৎ সুপ্রিম কোর্টের এমন রায়দানে আমরা দুই পক্ষে ভাগ হয়ে গেলাম কেন? হলাম, কারণ কিছু ভিডিও সোশ্যাল মাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যাওয়ায়।

একটি শিশু তার বাড়ি থেকে বের হতেই হিংস্র পথকুকুর, যেগুলি নিরীহ বলেই আমাদের ধারণা, তাকে আঁচড়ে কামড়ে নৃশংসভাবে হত্যা করছে– এই ভয়াবহ দৃশ্য চাক্ষুষ করলে আপনার অস্বস্তি হতে বাধ্য। তাছাড়া রাস্তায় প্রায়ই আমরা পথচলতিরাও আক্রান্ত হই তাদের দ্বারা। অনেকেরই কুকুরের প্রতি ফোবিয়া আছে। জলাতঙ্কের মতো ভয়ংকরতম রোগ একবার হয়ে গেলে, আজও তার ঠিকমতো নিরাময়ের ওষুধ আবিষ্কার হয়নি। কাজেই কুকুর নিয়ে আমাদের প্রেমের চেয়েও বেশি সচেতনতা প্রয়োজন।

আমি একজন সাধারণ নাগরিক। কুকুরের প্রতি আমার অবস্থানটি শুনে হয়তো আপনিও আমার সঙ্গে একমত হবেন। আমি কুকুরকে ভালোবাসি। কিন্তু গভীর রাতে একা একা বাড়ি ফেরার পথে যখন এক দঙ্গল কুকুর রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ রব তোলে, তখন আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যায় বৈকি!

এমন অনেকবারই হয়েছে, কুকুর দেখলে মাথা ধরে আদর করে দিয়েছি, দোকান থেকে কিনে খাইয়েছি বিস্কুট। দোকানে খাচ্ছি, সেসময় একটা কুকুর এসে মায়াবী চোখে তাকিয়ে থাকলে আমরা দয়াপরবশ হয়ে, নিজেরই ভাগ থেকে সেটির মুখে খাবার তুলে দিই। কিন্তু সেই 'আমি'ই যখন রাত্রিবেলা মোটর সাইকেল চালিয়ে ফিরি, আর পেছনে কুকুর তাড়া করে, তখন কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে যায়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। ঘটেও অনেকের। এমন নজির অনেক আছে।

তবে আগের তুলনায় ইদানীংকালে রাস্তার কুকুরের হিংস্রতা অনেকটাই বেশি বেড়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনে হয়েছে, মানুষের প্রতি তাদের বিশ্বাস উঠে গিয়েছে যেন। যেভাবে জোরে জোরে সবাই গাড়ি চালায় এবং পিষে দিয়ে চলে যায় তাদের, আহত করে, বিকলাঙ্গ করে, হোটেলের কাছে ঘুরঘুর করলে ছিটিয়ে দেয় গরম জল– তার ফলেই তারা এমনটা হয়ে উঠছে সম্ভবত! আক্রমণ করার একটা বিজ্ঞানসম্মত কারণও আছে। কী কারণ? মানুষ ভয় পেলেই তার শরীর থেকে অ্যাড্রিনালিন ও কর্টিসেল হরমোন ক্ষরণ হয়। এতে ঘামের গন্ধ বদলে যায় আমাদের, শরীরের উষ্ণতা ও শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিও বাড়ে, মাংসপেশি টানটান হয়ে যায়; কুকুর সেটা খুব দ্রুতই বুঝতে পারে। কারণ তাদের ঘ্রাণশক্তি মানুষের থেকে প্রায় ৪০ গুণ বেশি। কুকুরগুলি ভাবে, রিফ্লেক্সের দরুন মানুষটি হয়তো তার ক্ষতিই করে ফেলবে। তাই সে আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে।

তবে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় পূর্বে দিয়েছিল, যার ফলে বিভিন্ন পশুপ্রেমী সংগঠন ক্ষিপ্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিল, তার সংশোধন করে নয়া ফরমান জারি করেছে আদালত। যা আমার মতো সাধারণ মানুষের অনেকাংশে সঠিক বলে মনে হয়। কেন?

সুপ্রিম কোর্ট ২২ অগাস্ট পথকুকুরের বন্ধ্যাকরণের প্রতি জোর দিয়েছে। যদিও সব কুকুরকে ধরে ধরে নির্বীজকরণ করালে একদিন কুকুরই থাকবে না। বিষয়টি নিয়ে তাই আরও সংশোধনের প্রয়োজন থেকে যাচ্ছে। এছাড়া রাস্তা থেকে তাদের নির্দিষ্ট আশ্রয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে, সেখানে সঠিক পদ্ধতিতে প্রতিষেধক দিয়ে, ট্রিটমেন্ট করে, তারপর ফের যেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানেই ফিরিয়ে দিতে বলেছে আদালত। তবে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের কথাও রয়েছে। যেমন, যে সমস্ত কুকুর র‍্যাবিজ আক্রান্ত বা আগ্রাসী, হিংস্র স্বভাবের, তাদের আশ্রয় শিবিরেই রেখে দিতে হবে। রাস্তায় ফেরানো যাবে না। তাছাড়া, রাস্তার ধারে প্রকাশ্যে কুকুরকে খাওয়ানোরও অনুমতি দেয়নি আদালত।

মাঝেমধ্যেই দেখবেন, পশুপ্রেমী সংগঠন থেকে রাস্তায় রাস্তায় একগাদা ভাত-ঝোল মেশানো খাবার দিয়ে যায়। যা খুবই মহৎকর্ম সন্দেহ নেই। কিন্তু কুকুরগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এমনভাবে খায়, যাতে গোটা রাস্তাঘাটই অপরিষ্কার হয়ে যায়। ভাত পচে গন্ধও ছড়ায়। তাদের নির্দিষ্ট জায়গায় খাওয়ালে কিন্তু এই ব্যাপারটা হবে না। সুস্থ একটি সমাজ গড়ে উঠবে। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণীর সমানভাবে বেঁচে থাকার, সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার আছে। মানুষকে তাই সচেতন হতে হবে। প্রেম যেন অন্ধ না হয়। আপনার ভালোবাসা যেন অন্য মানুষের জন্য ক্ষতিকর না হয়, এটা সর্বাগ্রে লক্ষণীয়।

এই রায়ের প্রেক্ষাপটে আরেকটি জিনিসও মনে হয় যে, যাঁরা বাড়িতে কুকুর পোষেন, তাঁরা যখন তাদের বাইরে ঘোরাতে বের করেন, অবশ্যই পোষ্যদের বর্জ্যগুলি রাস্তায় ফেলা বন্ধ করা উচিত। সবাই যদি এক এক ধাপ অগ্রসর হই, ভালোবাসা তাতে কমে না। কুকুর সেই শিকারের যুগ থেকে মানুষের বন্ধু। তাকে ভালোওবাসুন। কিন্তু সচেতনতা বজায় রেখে। যেন আর কোনও শিশুর মৃত্যু না ঘটে। যেন কুকুরও মানুষের প্রতি বিশ্বাস না হারায়। যেন আপনারই বিপদে সত্যিই 'অটিস'-এর মতো মিষ্টি কুকুরটি ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণের ভয় না করে। তবেই তো ভারসাম্য। সহাবস্থান!

(লেখক ভাষাকর্মী)

ছবি : মাজিদুর সরদার

সুষ্ঠু পরিকাঠামো গড়লে সমস্যা মিটতে বাধ্য

অনিমেষ বসু

সে অনেকদিন আগের কথা। শীতকাল। পাড়ার এক মন্দিরে পুজো ছিল। পুজোর পর ভোগ বিতরণ করা হয়। তার দিন দুই-তিন আগে পাড়ারই একটি সারমেয় সবে তিন-চারটে সন্তান প্রসব করেছে। পেটে তার প্রচুর খিদে। পাড়ারই কেউ কেউ তাকে ও তার সন্তানদের পেটপুরে ভোগের খিচুড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়। সম্ভবত পেটে যতটা জায়গা ছিল, ওরা তার চেয়ে কিছুটা বেশিই খেয়েছিল। এরপর একটা ছানা কনকনে শীতে সারারাত নর্দমায় শুয়ে থাকে। খিচুড়ি খেয়ে সেটির এমনই পেট গরম হয়েছিল! সে যাই হোক, সেই থেকে কৃষ্ণবর্ণের ওই চারপেয়ে, যার স্বাভাবিক নামকরণ হতে পারত 'কালু' বা 'কেলটি', তা না হয়ে হল-- 'ভেল্কি'।

শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় ঘুরলে এরকম অনেক 'ভেল্কি' দেখা যায়। বিচিত্র সেগুলির নাম, ততধিক বিচিত্র স্বভাব। কারও হাতের ছোঁয়া পেলে সেগুলি পায়ে লুটিয়ে পড়ে। আবার কাউকে পাড়াছাড়া না করা পর্যন্ত ধাওয়া করতে থাকে। অস্বীকার করার উপায় নেই-- পথকুকুরের বেলাগাম সংখ্যাবৃদ্ধিতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ির কোনও কোনও পাড়ায় তো মারাত্মক অবস্থা। ৩০০ মিটারের মধ্যে ২৬টি কুকুরের সহাবস্থান। আগে একটা নির্দিষ্ট সময়ে কুকুর প্রজনন করত, কিন্তু এখন গোটা বছরই দেখা যাচ্ছে পাড়ার রাস্তায় ছোট-ছোট কুকুরছানা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সারমেয়প্রেমীরা নিয়ম করে খেতে দেওয়ায় বেশ তাগড়াই চেহারা হচ্ছে অল্পদিনেই। কিশোর-কিশোরী বা অনেকক্ষেত্রে বয়স্করা সেগুলির 'হম্বিতম্বি' দেখলে পাশ দিয়ে যেতে পর্যন্ত ভয় পান। পথচারী, সাইকেল আরোহী, বাইকচালক প্রত্যেকে এই সমস্যার কথা বলছেন। রাতে আবার তারস্বরে চিৎকারে ঘুমের বারোটা বাজে অহরহ। সকালে উঠলে দেখা যায়, গোটা রাস্তা বিষ্ঠায় ভর্তি। সমস্যা যেমন রয়েছে, তেমন সমাধানের রাস্তাও খোলা রয়েছে। কিন্তু সেই সমাধানের রাস্তাটা একমুখী নয়। প্রয়োজন বহুবিধ ভাবনার।

প্রথমত, পথকুকুরের পরিসংখ্যান নিয়ে বিস্তর গোলমাল রয়েছে, দেশের সর্বত্রই। শিলিগুড়ি শহরে মোট কত সংখ্যক পথকুকুর রয়েছে, তার নির্দিষ্ট হিসেব প্রশাসনের কাছে নেই। জানতে চাইলে কেউ বলছেন ১০ হাজার, কেউ বলছেন ২০ হাজার। গোটা ব্যাপারটায় পরিসংখ্যানটা একটা বড় ফ্যাক্টর। তবেই পরিকাঠামো তৈরি সম্ভব। পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল— নির্বীজকরণ। শিলিগুড়ি পুরনিগমের যা অপ্রতুল অবস্থা, তাতে দেখা গিয়েছে দু'বছরেও নির্বীজকরণ হয়নি। আর যখন হয়েছে তখন হয়তো সর্বোচ্চ ১০০টা কুকুরের হয়েছে। সবার ক্ষেত্রে সম্ভব হয়নি।

নির্বীজকরণ সত্যিই ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপার। যে কারণে পুরনিগমকে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্য নিতে হচ্ছে। সংগঠনগুলি যখন গাড়ি নিয়ে এলাকার কুকুরদের ধরতে যায়, তখন আবার পাড়ার অনেকে তাদের ঘিরে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বক্তব্য, 'আমাদের পাড়ার লালুকে নিয়ে গিয়ে অন্য পাড়ার ভুলুকে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে।' এনিয়ে বহু ঝামেলা হয়েছে। সংগঠনও ব্যাখ্যা দিয়েছে যে, এখন নির্দিষ্ট 'ট্যাগ' রয়েছে, নির্দিষ্ট এলাকার কুকুরকে সেই এলাকাতেই নির্বীজকরণের পর ছেড়ে আসা হয়।

দ্বিতীয়ত, পুরনিগমের তরফে ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য যে ব্যয়ের কথা বলা হচ্ছে, তার জন্য বিষয়টিকে বাজেটের আওতায় আনা দরকার। নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের খাতিরে কোটি কোটি টাকার প্রকল্প তৈরি হচ্ছে। পথকুকুরদের জন্যও বরাদ্দ করা উচিত। কারণ, এটাও দৈনন্দিন নাগরিক সমস্যা। পথকুকুরদের মলমূত্রে শহর নোংরা হচ্ছে বলে অভিযোগ। দূষণও বাড়ছে। চিকিৎসকরা বারবার একথা স্মরণ করিয়েছেন। কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। এটা মারণ রোগ। একবার হাইড্রোফোবিয়া হলে সেটা মৃত্যু পর্যন্ত গড়ায়। তাছাড়া আমাদের হাসপাতালগুলোতে সবসময় কুকুরে কামড়ানোর ওষুধ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে না। দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। আর সময়মতো টিকা না নিলে আতঙ্কটা থেকেই যায়। গরিব মানুষ বাইরে থেকে দামি অ্যান্টি র‍্যাবিজ ইনজেকশন কিনতে পারে না। হাসপাতালের দিকেই তাকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট নয়াদিল্লি থেকে পথকুকুর সরানোর নির্দেশ দেওয়ার পর দেশজুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। সারমেয়প্রেমী ও ভুক্তভোগী— কার্যত দ্বিধাবিভক্ত সাধারণ মানুষ। বিতর্কের বাতাবরণ আঁচ করে রায় ঘোষণার কয়েকদিনের মধ্যেই ফের নির্দেশ বদল করে শীর্ষ আদালত। বর্তমান রায় অনুযায়ী, রাজধানীর রাজপথ থেকে কুকুরগুলিকে নির্দিষ্ট আশ্রয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে বটে, কিন্তু নির্বীজকরণ এবং প্রতিষেধক দেওয়ার পর আবার যথাস্থানে সেগুলিকে ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে কোনও শর্তেই রাস্তায় প্রকাশ্যে কুকুরকে খাওয়ানোর অনুমতি দেয়নি আদালত। সেক্ষেত্রে প্রশাসনকে দায়িত্ব নিতে বলা হয়েছে। এমনকি যদি কোনও ব্যক্তি রাস্তায় কুকুরকে খেতে দেন তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপও করা হতে পারে।

পথকুকুরের সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সারমেয়প্রেমীদের সংখ্যা। এর নেপথ্যে একটা মনস্তত্ত্ব কাজ করছে। গবেষণা বলছে, মানুষ এখন অনেকটাই নিঃসঙ্গ। পরিবার ছোট হয়েছে। সামাজিকভাবে অন্য মানুষের সঙ্গে সে যতটা না সম্পৃক্ত থাকছে, তার চেয়ে অনেক বেশি একাত্ম হয়ে উঠছে সারমেয়র সঙ্গে। এটা ভাবনার বিষয়। পথকুকুরের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পুরো প্রক্রিয়ায় একটা 'ব্যালেন্স' আনা প্রয়োজন। কামড়েছে বলে কুকুরকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলার ঘটনাও ঘটছে। এভাবে তো মেরে ফেলা যায় না। মানুষে, কুকুরে আক্রোশ তৈরি করা আমাদের কাজ নয়। একটা ঘটনা মনে পড়ে, শিলিগুড়ি হাসপাতালের সামনে ফুটপাথে এক প্রৌঢ়া শুয়ে থাকতেন। তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকত একটা কুকুর। শীতে মহিলার ছেঁড়াফাটা কম্বলের মধ্যেও সেঁধিয়ে যেত। কে যে কার সাহচর্যে বেঁচে ছিল, বলা মুশকিল। তবে দৃশ্যটা দেখে মনের প্রশান্তি হত।

পুরনিগম, প্রশাসন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও সারমেয়প্রেমী প্রত্যেককে এক ছাতার তলায় এসে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজটা করতে হবে। এখানেও বিভাজন দেখা গেলে মুশকিল। সামগ্রিকভাবে, সারমেয়প্রেমীর তুলনায় ভুক্তভোগীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেশি। সুপ্রিম কোর্টও পুরনিগমকেই দায়িত্ব পালন করতে বলেছে। কুকুরদের আশ্রয়স্থলও সঠিকভাবে পরিচালনা করা প্রয়োজন। সবাই হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করলে তবেই শহর পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর থাকবে।

পরিশেষে, আদালতের রায়ের পক্ষে-বিপক্ষে আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, বিদ্বেষ-আবেগ সরিয়ে বাস্তবকে অনুধাবন করে শহরে অতিরিক্ত বেড়ে যাওয়া পথকুকুরের সংখ্যায় রাশ টানতেই হবে। তার জন্য নির্বীজকরণ সহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ প্রশাসন ও পুরনিগমকেই করতে হবে। আর শহরবাসীদের এব্যাপারে সাহায্য ও পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। সামগ্রিক পরিবেশ, প্রাণীকুল ও মনুষ্যকুলের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে চিকিৎসক ও প্রাণী বিজ্ঞানীদের সতর্কবার্তা আমাদের ভুললে চলবে না।

(লেখক সমাজ ও পরিবেশ কর্মী)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar, Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

পথবাতির সমস্যা

ময়নাগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : পথবাতির সমস্যায় জেরবার ময়নাগুড়ি পুরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ড। বেশ কয়েকটি উচ্চ বাতিস্তম্ভ বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে। পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তথা আইএনটিটিইউসি-র ময়নাগুড়ি টাউন ব্লক সভাপতি সুনীল রাউত অভিযোগ করে বলেন, 'ওয়ার্ডের বেশিরভাগ এলাকা সন্ধের পর অন্ধকারে ঢেকে যায়। সাপের উপদ্রব বেড়েছে। এলাকার সাধারণ মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।' উত্তরে ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার রিম্পা রায় বলেন, 'পথবাতির সমস্যা রয়েছে। শীঘ্রই বিকল পথবাতি খুলে অফিস থেকে নতুন বালব সংগ্রহ করে লাগানোর ব্যবস্থা করা হবে।'

৯ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যান সংলগ্ন এলাকায়ও পথবাতির সমস্যা রয়েছে। সন্ধের পর গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তাটি অন্ধকারে ঢেকে যায়। সমস্যা নিয়ে পুরসভার চেয়ারম্যান অনন্তদেব অধিকারী বলেন, 'উচ্চ বাতিস্তম্ভ মেরামতির জন্য মিস্ত্রি পাওয়া সমস্যার। ওয়ার্ডে আলোর সমস্যা থাকলে কাউন্সিলারকে বিকল পথবাতি অফিসে জমা দিয়ে তালিকা অনুযায়ী পথবাতি নিয়ে লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

পুলিশের পদক্ষেপ

ধূপগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে এবারে চৌরঙ্গি গ্রাম সহ আশপাশের এলাকায় টহলদারি বাড়াল পুলিশ। উত্তরবঙ্গ সংবাদে অবৈধ উপায়ে মদের কারবারের খবর প্রকাশিত হয়। শনিবার অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। একইসঙ্গে ধূপগুড়ি থানা, ডাউকিমারি ফাঁড়ির পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সাধারণ মানুষ সরাসরি পুলিশকে মদের কারবার সম্পর্কে জানাতে পারবেন। এতে পরিচয় গোপন রেখে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।

বৈঠক

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : স্বচ্ছভাবে ভোটার তালিকা তৈরির দাবিতে শনিবার জলপাইগুড়ি নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশনে একটি বৈঠক করে ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা কমিটি।

বৈঠকে বিভিন্ন ব্লকের দলীয় কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য নেতা গোবিন্দ রায় বলেন, 'ভোটার তালিকা থেকে কোনও ভোটারের নাম না কেটে, মৃত ভোটারদের বাদ দেওয়া হোক। ভোট এলেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দেয়। বাস্তবে কিছুই হয় না।'

খাদ্যসামগ্রী

ক্রান্তি, ২৩ অগাস্ট : শনিবার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় পাঁচজন দুঃস্থ যক্ষ্মা রোগীকে পুষ্টিকর খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হল লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে। এদিন সেখানে গ্রাম পঞ্চায়েত, স্বাস্থ্য দপ্তর ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আগামীদিনেও তাঁরা এই পরিবারগুলির পাশে থাকার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন।

হাতির দাপট তিন এলাকায়

ক্ষতিপূরণ নয়, চাই ওয়াচটাওয়ার

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ফের হাতির হানা ধূপগুড়ি ব্লকের বগরিবাড়ি গ্রামে। পরপর দুটি বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়ে ফসলের ক্ষতি করেছে তারা। তবে এর জন্য ক্ষতিপূরণ নয়, গ্রামে দুটি ওয়াচটাওয়ার নির্মাণের দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। যাতে হাতি গ্রামমুখী হলে তাদের প্রতিরোধ করা যায়। তবে ক্ষতিপূরণ কেন নয়? কৃষকদের কথায়, গ্রামে প্রায়ই হাতি ঢুকে ফসলের ক্ষতি করছে। বন দপ্তর এসে ক্ষতিপূরণের কথাও বলে। কিন্তু সেটা খুবই সামান্য। একর প্রতি খুব সামান্য টাকা দেওয়া হয়। আর মালচিং করে চাষে একেক বিঘায় ৩০ হাজার টাকারও বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে। তাহলে সামান্য ক্ষতিপূরণ নিয়ে কোনও লাভ হয় না।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক শ্যামল নাগ বলেন, 'একর প্রতি খুব সামান্য টাকা দেওয়া হয়। যা খরচের তুলনায় খুবই সামান্য। তবে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দুটি ওয়াচটাওয়ায় নির্মাণ করা হলে এবং সেখানে পাহারা থাকলে হাতির লোকালয়ে ঢোকা বন্ধ করা যাবে।'

একই কথা বলেন আরেক কৃষক শম্ভু সরকার। তাঁর কথায়, 'এখন সবজি চাষের মরশুম। একইসঙ্গে ধান গাছও বড় হচ্ছে। গত বছরের মতো এবারও হাতির হানা থাকলে চাষের কাজে লোকসান ছাড়া কিছুই হবে না। এই বিষয়ে বন দপ্তরের আধিকারিকদের নজর দেওয়া উচিত।'

শুক্রবার রাতভর তাণ্ডবের খবর পেয়ে নাথুয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলেন। তবে এখনও ক্ষতিপূরণের আবেদন জমা হয়নি। নাথুয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা ক্ষতিপূরণের আবেদন জমা করার পরামর্শ দিয়েছেন। এদিকে, জলঢাকা নদীর পাশে চরের দিকে কিছু এলাকায় চাষাবাদ হচ্ছে। এর আগে জঙ্গলের পাশে বন দপ্তরের জমিতে চাষের ঘটনায় বন দপ্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। এবারে চরের একটা অংশে চাষের অভিযোগ উঠেছে। নাথুয়ার রেঞ্জ অফিসার শ্যামাপ্রসাদ চাকলাদার বলেন, 'জমিতে চাষের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তবে

তাণ্ডব বগরিবাড়িতে

হাতির হানা রুখতে কুইক রেসপন্স টিমও (কিউআরটি) গঠন করা হবে। এতে হাতি বা অন্যান্য বন্যপ্রাণী লোকালয়মুখী হলে দলের সদস্যরা বন দপ্তরকে জানাতে পারবেন। একইভাবে দ্রুত ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডের মদতও মিলবে। স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতির সংখ্যাও কমানো সম্ভব হবে।' এ ব্যাপারে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বিজয় রায় বলেন, 'কৃষকদের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। বিষয়টি বন দপ্তরকেও জানানো হয়েছে। একইভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের থেকে কোনও সুবিধা দেওয়া যায় কি না সেটাও আলোচনা করা হচ্ছে।'

লোকালয়ে হাতির পাল। রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে।

বাড়ি, ধানখেতে হানা

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ২৩ অগাস্ট : রাতেই জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে প্রবেশ করেছিল তারা। সেখানে রীতিমতো রাজত্ব করে তারা। বাড়ি ভাঙচুরের পাশাপাশি বেশ কয়েক বিঘা জমির ধান মাড়িয়ে নষ্ট করে।

এরপর সবশেষে বাড়ি ফেরার সময় হলে পথেই আটকে পড়ে গজরাজের দল। ভোরের আলো ফুটে যাওয়ায় ক্রান্তি ব্লকের একটি চা বাগানে দীর্ঘক্ষণ আস্তানা গাড়ে তারা। ঘটনার খবর পেয়ে বন দপ্তরের আপালচাঁদ, তারঘেরা রেঞ্জের বনকর্মীদের পাশাপাশি ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

বন দপ্তর কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় হাতির পালটিকে জঙ্গলে ফেরাতে সক্ষম হলে স্বস্তি ফেরে এলাকায়। বন দপ্তরের আপালচাঁদ রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার নবাঙ্কুর ঘোষ বলেন, 'জঙ্গলে হাতির পালটিকে সঠিক সময়ে ফেরত পাঠানোয় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। জঙ্গলে হাতির পাল থাকায় পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষকে জঙ্গলে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে।'

শুক্রবার রাতে লাটাগুড়ি জঙ্গল থেকে ১২ থেকে ১৫টি হাতি নেওড়া ও চেল নদী পেরিয়ে মাল ব্লকের কুমলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চেলধুরা গ্রামে ঢোকে। হাতির পালে বেশ কয়েকটি শাবকও ছিল। সেখানে তাণ্ডব চালায় তারা।

হাতির হামলায় স্থানীয় বাসিন্দা সাবিনুর ইসলামের একটি ঘরের ক্ষতি হয়। এরপর স্থানীয়রা গ্রামে হাতি চলে আসার খবর পেয়ে নিজেরাই হাতির দলটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করে। তখন হাতির দলটি ওই গ্রাম ছেড়ে পাশের রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রবেশ করতে করতে ভোর হয়ে যায়। আর সেখানেই আটকে পড়ে হাতির দল।

রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুবর্ণপুর চা বাগান এলাকার বাসিন্দা রাতুল রায়ের কথায়, 'এদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি বাগানের ছয় ও সাত নম্বর সেকশনে একপাল হাতি দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর তাদের দেখতে বহু মানুষ ভিড় জমিয়েছেন।'

খবর পেয়ে পুলিশ ও বনকর্মীরা এসে পটকা ফাটিয়ে প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় সকাল আটটা নাগাদ হাতিগুলোকে আপালচাঁদের জঙ্গলে ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।

গুন্ডাগিরি

লাটাগুড়ি জঙ্গল থেকে ১২ থেকে ১৫টি হাতি নেওড়া ও চেল নদী পেরিয়ে মাল ব্লকের চেলধুরা গ্রামে ঢোকে

সেখানে তাণ্ডব চালায় তারা

বেশ কয়েক বিঘা জমির ধান মাড়িয়ে নষ্ট করে

এরপর রাজাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রবেশ করতে করতে ভোর হয়ে যায়

আর সেখানেই আটকে পড়ে হাতির দল

জঙ্গলে হাতির পালটিকে সঠিক সময়ে ফেরত পাঠানোয় কিছুটা স্বস্তি ফিরেছে। জঙ্গলে হাতির পাল থাকায় পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষকে জঙ্গলে না যাওয়ার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে।

নবাঙ্কুর ঘোষ,
রেঞ্জ অফিসার, আপালচাঁদ

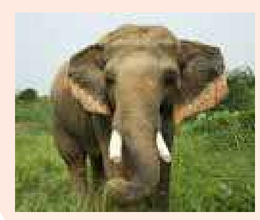

নিরাপত্তা নেই, বিপর্যস্ত স্কুলের হস্টেল

কৌশিক দাস

লাটাগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : একদিকে বেহাল দশা, অন্যদিকে নিরাপত্তাহীনতা। দুই মিলে লাটাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হস্টেলের অবস্থা বেশ দুর্দশাগ্রস্ত। পড়ুয়াদের থাকার ঘরগুলির জীর্ণদশা। শৌচাগারের অবস্থাও বেহাল। চূড়ান্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আবাসিকরা বসবাস করতে বাধ্য হয়। এদিকে, হস্টেলটিতে নিরাপত্তার কোনও বালাই নেই। সিসিটিভি তো দূরের কথা, নিরাপত্তারক্ষীও মাত্র একজন। আবাসিকদের রান্নাবান্না করা এবং রাতে হস্টেলে থাকার জন্য দুজন কর্মী রয়েছেন। তবে কোনও রেজিস্টার নেই। তাই কে কখন আসছে, যাচ্ছে সেইসব তথ্য রাখা সম্ভব হয় না। এছাড়া ছাত্রাবাসটি স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যে হলেও তার একাংশে সীমানা প্রাচীর নেই। ফলে বহিরাগতরাও অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে। এমনকি হস্টেলে কোনও সুপারও নেই। এমন অবস্থায় আবাসিকদের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। তাই স্কুলের প্রাক্তনী থেকে অভিভাবক সকলেরই দাবি, রাজাডাঙ্গা পেন্দা মহম্মদ উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় কিংবা বড়দিঘি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতো লাটাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়েও দরিদ্র পড়ুয়াদের স্বার্থে হস্টেলের পরিকাঠামো ঠিক করা হোক। তবে ছাত্রাবাসটি সংস্কারের জন্য বহুবার আবেদন জানানো হলেও বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ।

একসময় হস্টেলটিতে পড়ুয়ারা গমগম করলেও বর্তমানে ছাত্র সংখ্যা তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। লাটাগুড়ি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হস্টেলে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে বর্তমানে মাত্র ২৩ জন পড়ুয়া রয়েছে। বছর কয়েক আগেও সেখানে পড়ুয়ার সংখ্যা ৫০-এর বেশি ছিল। এনিয়ে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কমলচন্দ্র রায় বলেন, 'দিনকয়েক আগে প্রশাসনের আধিকারিকরা হস্টেলের বিষয়ে খবর নিতে এসেছিলেন। আমরা যাবতীয় সমস্যার কথা খুলে বলেছি। এর আগেও হস্টেলটি সংস্কার ও নিরাপত্তার বিষয়ে একাধিকবার অনগ্রসর শ্রেণি ও শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।' অন্যদিকে, এব্যাপারে অনগ্রসর শ্রেণি ও শ্রেণিকল্যাণ দপ্তরের আধিকারিক দেবী দাস জানান, জেলা থেকে হস্টেলগুলি সম্পর্কে রিপোর্ট পাঠাতে বলা হয়েছিল। সেই মতো রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে। এদিকে, ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়ও সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

ক্রান্তি ব্লকের চা বলয়ের এক পড়ুয়া আগে ওই হস্টেলে থাকতেন। এখন বাড়ির কাছাকাছি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে সে পড়াশোনা করছে। তার বক্তব্য, 'উঁচু ক্লাসের দাদাদের অনেক বন্ধু রাতের দিকে এসে আড্ডা দিত। হস্টেল সুপার কিংবা দেখার সেরকম কেউ না থাকায় কিছু বলার থাকত না। তখন আমাদের অসুবিধা হত।' ওই স্কুলেরই আরেক প্রাক্তনী ইন্দ্রজিৎ বৈদ্য-র মতে, 'আগে অনেক পড়ুয়া থাকলেও জীর্ণদশার কারণে আবাসিক পড়ুয়া অনেক কমেছে। তাই প্রশাসনের উচিত হস্টেলটি দ্রুত সংস্কার করা।'

জ্বর নিয়ে ভিড় স্বাস্থ্য শিবিরে

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ২৩ অগাস্ট : ল্যাপ্টোস্পাইরা ও হেপাটাইটিস-এ আক্রান্ত গ্রামগুলির স্বাস্থ্য শিবিরে শনিবারও প্রচুর ভিড় দেখা গেল। এদিন কুতাবগছের কালীতলা স্বাস্থ্য শিবির, চেকরমারি স্বাস্থ্য শিবির এবং কোয়ালিগছ স্বাস্থ্য শিবিরে প্রায় ৩০০ মানুষ জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ নিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে ৩২ জনের উপসর্গ দেখে সন্দেহ হওয়ায় তাঁদের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এদিন নতুন করে চেকরমারি গ্রাম থেকে এই রোগের উপসর্গ নিয়ে দুজন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

শুক্রবার রাতে কোয়ালিগছের আইসিডিএস ওয়ার্কার রুনা সরকারের রক্তের নমুনায় ল্যাপ্টোস্পাইরা পজিটিভ আসায় তিনি রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি জ্বর নিয়ে কায়েদগছে পাড়ায় সমাধান শিবিরে কাজ করেছিলেন। ল্যাপ্টোস্পাইরা ও হেপাটাইটিসের উপসর্গ নবগ্রাম

ল্যাপ্টোস্পাইরা আক্রান্তের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করছেন প্রধান।

গাডরা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ায় ছাত্রছাত্রী সংখ্যা কমেছে এলাকার স্কুলগুলিতে। গাডরা প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ভাগ্যধর রায় বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে খুব কম আসছে। আগামী সোমবার থেকে দ্বিতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরু। চিন্তায় আছি, পরীক্ষার দিনগুলিতেও সব ছাত্রছাত্রী স্কুলে আসবে কি না। কারণ আমার স্কুলের আশপাশেও ল্যাপ্টোস্পাইরা এবং হেপাটাইটিস-এ'র সংক্রমণ দেখা দিয়েছে।' নতুন করে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি গ্রাম চতুরাগছের হেপাটাইটিস-এ সংক্রমণের খবর পাওয়া গিয়েছে। চেকরমারি গ্রামে গিয়ে এদিনও দেখা গিয়েছে বেশ কিছু পুকুরে আবর্জনা রয়েছে। সেই পুকুরগুলিতে ব্লিচিং পাউডার ছড়ানো হয়নি। যার ফলে সেখান থেকে জীবাণু ছড়ানোর আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রুবা খানম বলেন, 'দু-একদিনের মধ্যেই আমরা ওই পুকুরগুলিতে ব্লিচিং পাউডার দেওয়ার ব্যবস্থা করব। এই রোগটি যে ছোঁয়াচে নয় তা বোঝানোর জন্য আমরা শনিবার ল্যাপ্টোস্পাইরা আক্রান্তদের বাড়ি গিয়ে খাওয়াদাওয়া করেছি। সবাই যেন বুঝতে পারেন এই রোগ মানুষ থেকে মানুষের ছড়ায় না। আমার সঙ্গে রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকও ছিলেন।'

শনিবার জলপাইগুড়ির মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অসীম হালদারকে ফোন এবং মেসেজ করা হলেও তিনি কোনও উত্তর দেননি। রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রাহুল রায়কেও একাধিকবার ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠানো হলেও তার উত্তর দেননি।

এলাকা পরিদর্শনে মাল মহকুমা শাসক

বড়দিঘিতে ডেঙ্গি আক্রান্ত আরও ২

চালসা, ২৩ অগাস্ট : মাটিয়ালি ব্লকের লাটাগুড়ি বনাঞ্চল সংলগ্ন বড়দিঘি চা বাগানে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। যদিও বেশিরভাগই সুস্থ হয়ে বাড়িতে রয়েছেন। শুক্রবার বাগানের আরও দুজন ডেঙ্গি আক্রান্তের হদিস পাওয়া যায়। এ নিয়ে বড়দিঘি চা বাগানে মোট ১৩ জন ডেঙ্গিতে আক্রান্ত হলেন। ওই চা বাগানে কর্মরত চালসা এলাকার এক শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের সহায়িকাও ডেঙ্গিতে আক্রান্ত। বড়দিঘি চা বাগানের একজন মাল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও বাকিরা চালসার মঙ্গলবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসাধীন সকলেই বর্তমানে সুস্থ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

এদিকে, চা বাগানে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ায় চিন্তিত ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসন। শনিবার বড়দিঘি চা বাগানের ডেঙ্গি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে এলাকায় যান মাল মহকুমা শাসক শুভম কুন্ডল, মাটিয়ালির বিডিও অভিনন্দন ঘোষ সহ অন্যরা। এদিন বাগানের ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে মহকুমা শাসক স্বাস্থ্যকর্মী, বাগান কর্তৃপক্ষ সহ স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। বাগানের বেশ কয়েকটি বাড়ি ঘুরে দেখেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত বাগানে আসছেন কি না, সে বিষয়েও বাসিন্দাদের থেকে খোঁজখবর নেন মহকুমা শাসক। ডেঙ্গি রোধে বাগান কর্তৃপক্ষ সহ সকলেই যাতে মিলিতভাবে কাজ করে সেই বার্তা দেন তিনি।

শুভমের কথায়, 'ডেঙ্গি পরিস্থিতিতে সতর্ক রয়েছি আমরা। এলাকা পরিদর্শন করে যৌথভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

ডেঙ্গি রোধে বড়দিঘি চা বাগানে যাবতীয় পদক্ষেপ করা হচ্ছে। সোমবার বাগানে ফগিং করা হবে। ওই চা বাগানের শ্রমিক মহল্লায় মশারি দেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে।

বড়দিঘিতে শ্রমিক মহল্লা ঘুরে দেখছেন মাল মহকুমা শাসক।

স্বাস্থ্যকর্মী সহ ব্লক প্রশাসনের কর্মীরা নিয়মিত ওই চা বাগানে গিয়ে যাবতীয় কাজ করছেন। মাইকিং-এর মাধ্যমে জনগণকে সচেতনও করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিডিও।

চালসা ডিইসিপাড়ায় ডেঙ্গি আক্রান্ত মহিলার বাড়ি যান মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপা মিঝার সহ গ্রামীণ সম্পদকর্মীরা। তাঁরাও সংলগ্ন এলাকার জনগণকে সচেতন করেন। বড়দিঘি চা বাগানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান, মাটিয়ালি-বাতাবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ফুলমণি ওরাওঁ প্রমুখ।

দুর্ঘটনা

ক্রান্তি, ২৩ অগাস্ট : ক্রান্তি ব্লকের ধনতলায় দুর্ঘটনায় এক বাইক আরোহীর মৃত্যু হল। মৃতের নাম গোবিন্দ রায় (৬৩)। বাড়ি চাপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাবুড়িপাড়ায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার ধনতলায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রলিতে এসে বাইক আরোহী ধাক্কা মারেন। স্থানীয় বাসিন্দারা গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করান। সেখানে তিনি মারা যান। ক্রান্তি ফাঁড়ির পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

সংঘাতের আবহ চা বাগানে

নাগরাকাটা ও বানারহাট, ২৩ অগাস্ট : রাজ্যের তরফে ২০ শতাংশ বোনাস ঘোষণার পর আরও কঠোর অবস্থান নিল বানারহাটের বন্ধ আমবাড়ি চা বাগান কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার রাতে জনৈক চৌকিদারকে বাগানের মূল গেটে তালা মারার কথা জানায় মালিকপক্ষ। শনিবার আন্দোলনের হুমকি দিয়ে থানার দ্বারস্থ হয় বাগানের শ্রমিক সংগঠনগুলি।

এদিকে, কেন্দ্রের আওতাধীন অ্যান্ড্রিউ ইউলের কারবালা, নিউ ডুয়ার্স, চুনাভাটি ও বানারহাট-চারটি বাগান কর্তৃপক্ষ দু'কিস্তিতে পুজোর বোনাস দেওয়ার প্রস্তাব জানিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে চিঠি দিয়েছে।

আমবাড়ির শ্রমিকরা জানান, শুক্রবার রাতে মূল গেটে তালা মারার নির্দেশ আসার বিষয়টি জানাজানি হতেই শ্রমিক মহলে উত্তেজনা ছড়ায়।

আশঙ্কা, গেটে তালা মারা হলে শ্রমিক মহল্লায় পানীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাবে। শ্রমিকদের সমস্যা বাড়বে। এরপর সমস্ত শ্রমিক সংগঠন এক ছাতার নীচে এসে বানারহাট থানায় একটি স্মারকলিপি জমা দেয়।

তারা জানায়, প্রশাসন যদি পুজোর আগে বাগান খোলার উদ্যোগ না নেয় তাহলে বড় আন্দোলনে হবে।

চৌকিদার আস্ফির ওরাওঁ বলেন, 'আমাকে রাতে ফোন করা হয়, বাগানের মূল গেটে তালা মারার নির্দেশ দিয়ে। ফলে ফ্যাক্টরির ভেতরে কেউ যাতায়াত করতে পারবেন না। আমি বিষয়টি শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বকে জানাই।' শ্রমিক সংগঠনগুলির পক্ষে হীরেন বিশ্বকর্মা বলেন, '৪৫ দিন পরেও বাগান খোলার কোনও উদ্যোগ নেই। সামনে পুজো। বাগান না খুললে শ্রমিক পরিবারগুলি অন্ধকারে থাকবে। তার ওপর বাগান কর্তৃপক্ষের এমন ফরমান। এসব মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।'

যদিও মালিকপক্ষের সংগঠন, ডিবিআইটিএ-র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পরিচালকমণ্ডলীর সর্বোচ্চ স্তরে বিষয়টি জানিয়েছি। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের আলোচনার মাধ্যমে পুজোর আগে বাগান খোলার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

বোনাস নিয়ে চাপ বাড়ছে

এদিকে, অ্যান্ড্রিউ ইউলের বাগানগুলি দু'কিস্তিতে বোনাসের যে প্রস্তাব দিয়েছে তাতে পুজোর আগে বিধিবদ্ধ হারের অর্থাৎ ৮.৩৩ শতাংশ ও চুক্তি হওয়ার পর যে হার ঠিক হবে সেই বাকি অংশ চলতি অর্থবর্ষে মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়।

ডিবিআইটিএ-র সচিব বলেন, 'অ্যান্ড্রিউ ইউল কেন্দ্রের আওতাধীন বাগান। ওদের আর্থিক পরিস্থিতি একেবারেই ভালো নয়। সে কারণে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রককে অ্যান্ড্রিউ ইউলের বোনাস নিয়ে যে চুক্তি হবে, দু'কিস্তিতে তা মেটানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।'

আহ কী স্বাদ...

ধূপগুড়ির রাস্তায় শনিবার সপ্তর্ষি সরকারের তোলা ছবি।

দুই প্রতিবেশীর বিরোধে পুলিশ ফাঁড়িতে দাদাগিরি

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : পুলিশ ফাঁড়িতে ঢুকে একই পরিবারের ছয় সদস্যের দাদাগিরিতে রীতিমতো উত্তাল হয়ে উঠল ডাউকিমারি ফাঁড়ি। মূলত জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে একই পরিবারের ছয় সদস্য ও গ্রামের কিছু বাসিন্দা পুলিশ ফাঁড়িতে চড়াও হন। গত কয়েক মাস আগে চরচরাবাড়ি এলাকায় দুই প্রতিবেশী পরিবারের মধ্যে জমি নিয়ে বিবাদ শুরু হয়েছিল। দুইপক্ষই পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল। এরপরই ঝামেলা কমাতে পুলিশ আইন মেনে নোটিশ পাঠায়। পাশাপাশি জমিজট রয়েছে বলে আদালতের কাছেও রিপোর্ট পাঠায়। এরপরেই শুক্রবার রাতে আচমকা পূর্ণেশ্বর রায় ও তাঁর দুই ছেলে এবং তিন ভাই সহ গ্রামের কিছু লোক মিলে ডাউকিমারি পুলিশ ফাঁড়িতে আসেন। প্রথমে পুলিশ শান্ত হয়ে কথা বলার অনুরোধ জানালেও কেউ শুনতে চাননি। উলটে পুলিশ কেন জমিজটের রিপোর্ট দিল, সেই প্রশ্ন তুলে পুলিশকেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকেন।

এমনকি তাঁরা পুলিশের ওপর চড়াও হন বলেও অভিযোগ ওঠে। এরপরই ফাঁড়ি থেকে তাঁদের বের করে আনা হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষপর্যন্ত ধূপগুড়ি থানার আইসি অনিন্দ্য ভট্টাচার্য ও বিশাল পুলিশবাহিনী ময়দানে নামে। তবুও তাণ্ডব চালানো পরিবারের সদস্য সহ বাকিদের বোঝানো সম্ভব হয়নি। তাঁরা পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করেন। শেষপর্যন্ত ছয়জনকে আটক

ডাউকিমারি ফাঁড়িতে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি।

করে জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের অভিযোগ, গ্রামের কয়েকজন লোক ফাঁড়িতে তাণ্ডব চালান। এতে পুলিশের কয়েকজন কর্মীও আহত হয়েছেন। পুলিশের তরফে এও জানানো হয় যে, জমি বিবাদের ঘটনার তদন্ত করে নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং আইনি পরামর্শ নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু অভিযুক্ত পরিবারের সদস্যরা পরামর্শ তো দূর, উলটে লোকজন নিয়ে ফাঁড়ি এবং ওসিকে টার্গেট করে ঝামেলা বাধাতে এসেছিলেন। এনিয়ে ধূপগুড়ি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গেলসেন লেপচা বলেন, 'ফাঁড়িতে এসে কয়েকজন অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। এতে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছিল। এরপরই পুলিশ আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে। সুয়োমোটো মামলা রুজু করা হয়েছে।'

ঘটনার সময় ঝাড়আলতা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান রাজকুমার রায়ও উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'রাতের দিকে বাজারে ছিলাম। হঠাৎই ফাঁড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ শুনি। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখি চরচরাবাড়ির কিছু বাসিন্দা থানায় এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছেন। পুলিশের সঙ্গে তাঁরা ধস্তাধস্তি করেন। পরে ওই ছয়জনকে পুলিশ আটক করে।'

ফাঁড়িতে এসে কয়েকজন অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিল। এতে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হচ্ছিল। এরপরই পুলিশ আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে। সুয়োমোটো মামলা রুজু করা হয়েছে।

গেলসেন লেপচা
পুলিশ আধিকারিক

পোস্ট অফিসে আগুন

চালসা, ২৩ অগাস্ট : পোস্ট অফিসে আগুন লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার মাটিয়ালি ব্লকের বাতাবাড়ি দিঘিরপাড়ের পোস্ট অফিসের ঘটনা। এদিন সকালে পোস্ট অফিসের কর্মীরা অফিসে এসে দেখেন অফিসের কাঠের বেড়ায় আগুন লেগে পুড়ে গিয়েছে। অফিসের বোর্ডটি পুড়ে গিয়ে নীচে পড়ে রয়েছে। এরপর কর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। মেটেলি থানায় খবর দেওয়া হয়। কীভাবে এই কাণ্ড ঘটল তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

আহত ১

বানারহাট, ২৩ অগাস্ট : স্কুটার ও ছোট চারচাকার গাড়ির সংঘর্ষে আহত হলেন স্কুটিচালক। শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে রেডব্যাংক ও দেবপাড়া চা বাগানের মাঝে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। আহত স্কুটিচালক নাগরাকাটার সুলকাপাড়ার বাসিন্দা। ঘটনাস্থলে বানারহাট থানার পুলিশ এসে, স্কুটিচালককে বানারহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁকে মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এদিন স্কুটিচালক নাগরাকাটার দিক থেকে আসার সময় বানারহাটের দিক থেকে আসা ছোট গাড়িটি স্কুটিকে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারায়।

কর্মশালা

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : সাধারণ মানুষ কীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেতে পারেন সে বিষয়ে জলপাইগুড়িতে একদিনের একটি কর্মশালা হয়ে গেল। যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের 'মেরা যুবা ভারত' বিভাগের তরফ থেকে এবং একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় শনিবার পান্ডাপাড়ায় একটি বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুষ্মান ভারত, মুদ্রা যোজনা, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, স্কিল ইন্ডিয়া, জল জীবন মিশন, স্বচ্ছ ভারত মিশন সহ বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে আলোচনা করা হয়।

ছাত্রীকে সাহায্য

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মেধাতালিকায় থাকা কচুয়া বোয়ালমারি গ্রামের কোয়েল গোস্বামীর কলেজে ভর্তি থেকে শুরু করে পড়াশোনার যাবতীয় খরচের দায়িত্ব নিলেন সদর বিডিও ও তাঁর দপ্তরের কর্মীরা। কোয়েল কলকাতার লেডি ব্র্যাবোর্ন কলেজে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে পড়বে। অর্থের অভাবে কোয়েলের পড়াশোনা যাতে মাঝপথে বন্ধ না হয় সেইজন্য খরচের দায়িত্বভার নিলেন বিডিও মিহির কর্মকার এবং তাঁর দপ্তরের কর্মীরা।

পাহাড়ি পথে আচমকা ব্রেক, জখম ২৭ পড়ুয়া

ট্রাকে স্কুলযাত্রায় দুর্ঘটনা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৩ অগাস্ট : বাস আসেনি। অগত্যা ট্রাকে করে স্কুলে পাঠানো হচ্ছিল একদল ছাত্রীকে। বেহাল রাস্তায় হঠাৎ করে ব্রেক কষার কারণে একে অপরের ওপরে পড়ে গিয়ে জখম হয় ওই পড়ুয়ারা। সবমিলিয়ে সংখ্যাটি ২৭। ঘটনাটি ঘটে শনিবার সকালে নাগরাকাটার জিতি চা বাগানে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায় সেখানকার শ্রমিক ও অভিভাবক মহলে। তাঁরা বাগানের অফিসের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভও প্রদর্শন করেন। এর জেরে জিতিতে এদিন আর কোনও কাজকর্ম হয়নি।

সূত্রে খবর, জিতি চা বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া যে স্কুলবাস রয়েছে তা হঠাৎ করে এদিন খারাপ থাকার কারণ দেখিয়ে আসেনি। এদিকে পড়ুয়ারা সকালে স্কুলে যাওয়ার জন্যে জড়ো হয়েছিল। অনেকের এদিন পরীক্ষাও ছিল। যে ছাত্রীদের ট্রাকে করে পাঠানো হয় তারা প্রত্যেকেই চম্পাগুড়ির একটি স্কুলে পড়াশোনা করে। জিতির পাহাড়িপথে থালঝোরার সামনে ট্রাকটি আচমকাই ব্রেক কষলে ওই ছাত্রীরা একে অন্যের ওপর পড়ে যায়। এরপর তাদের স্কুলে নামিয়ে আসার পর স্কুল কর্তৃপক্ষ বাগান পরিচালকদের এই ঘটনার খবর পাঠায়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেককে প্রথমে জিতির হাসপাতালে ও পরে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসার পর ছাত্রীদের মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী ওই হাসপাতাল থেকে একজন বাদে বাকি সবাইকে পরীক্ষানিরীক্ষা সহ চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। একজন পর্যবেক্ষণে রয়েছে। জিতির শ্রমিক কল্যাণ আধিকারিক পার্থ ভাদুড়ি বলেন, প্রতিদিন সবাইকে স্কুলবাসেই পাঠানো হয়। এদিন হঠাৎ করেই বাসটি খবর না দিয়ে আসেনি। ছাত্রীদের চিকিৎসা সহ সমস্তকিছুর প্রতি আমরা সারাদিন নজর রেখেছিলাম। নাগরাকাটার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ মোল্লা ইরফান হোসেন বলেন, 'ওই পড়ুয়াদের কারও সেরকম কোনও আঘাত লাগেনি। তবুও আরও উন্নতমানের পর্যবেক্ষণের জন্য মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।' এক অসুস্থ হয়ে পড়া ছাত্রীর বাবা অনিল মিঞ্জ বলেন, 'বাস খারাপ হয়েছিল বলে শুনেছিলাম। স্কুলে পাঠাত না। ডাম্পারে চড়িয়ে পাঠানোর বিষয়টি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই দায় বাগানেরই।' পিংকু চিকবড়াইক নামে আরেক অভিভাবক বলেন, 'ছাত্রীরা সবাই সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর বাগান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসব।' জিতি টিজি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জীবন কুজুর বলেন, 'প্রতিদিনই ঠাসাঠাসি করে ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠানো হয়। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা প্রয়োজন। তাছাড়া বাগানে যে সমস্ত সরকারি স্কুল রয়েছে, সেখানেই যদি অভিভাবকরা তাঁদের সন্তানকে ভর্তি করতেন তাহলে এরকম পরিস্থিতি তৈরি হয় না।'

জিতি চা বাগানের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। নতুন করে নির্মাণের কাজ জমিজটে আটকে আছে। বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের কাজটি করার কথা। চলাচলের অযোগ্য হয়ে ওঠা ওই রাস্তায় দুর্ঘটনা এখন প্রায় নিত্যদিনের ঘটনা। রাস্তা নিয়েও সেখানে তুমুল অসন্তোষ রয়েছে।

সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে অভিভাবকদের জটলা।

কী ঘটেছিল

- জিতি চা বাগান কর্তৃপক্ষের দেওয়া যে স্কুলবাস রয়েছে, তা এদিন খারাপ থাকার কারণ দেখিয়ে আসেনি
- এদিকে পড়ুয়ারা সকালে স্কুলে যাওয়ার জন্যে জড়ো হয়েছিল। যে ছাত্রীদের ট্রাকে করে পাঠানো হয় তারা প্রত্যেকেই চম্পাগুড়ির একটি স্কুলে পড়াশোনা করে
- জিতির পাহাড়িপথে থালঝোরার সামনে ট্রাকটি আচমকাই ব্রেক কষলে ওই ছাত্রীরা একে অন্যের উপর পড়ে যায়

হঠাৎ বাঁক।। *এনজেপি থেকে নিউ কোচবিহারের পথে ছবিটি তুলেছেন বিভূতিভূষণ নন্দী।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বিল নিয়ে তোপ চন্দ্রিমার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত জনপ্রতিনিধিদের গদিচ্যুত করতে কেন্দ্রের আনা সংবিধান সংশোধনী বিল নিয়ে তোপ দাগলেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থ প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, ওই ব্যবস্থা ২০০০ সাল থেকে কার্যকর করা হোক। তাহলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির অনেক তাবড় নেতারই গদি চলে যাবে। শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের হলঘরে জেলা তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস আয়োজিত কর্মশালায় নিজের ভাষণে এই মন্তব্য করেন চন্দ্রিমা। এছাড়া বাংলা ভাষার অপমান এবং রাজ্যের বাইরে বাঙালি হেনস্তার দায়ও বিজেপির ঘাড়ে চাপিয়ে চন্দ্রিমা বলেন, 'বাংলার মহিলারা আসন্ন বিধানসভা ভোটে দশভুজা হয়ে বিজেপিকে গঙ্গায় ছুড়ে ফেলে দেবেন।'

কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে নতুন আইন আনতে চাইছে। যেখানে কোনও মন্ত্রী এক মাস জেলে থাকলেই তাঁর মন্ত্রীপদ চলে যাবে। চন্দ্রিমা এই প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'ওই বিলের প্রস্তাবনায় মন্ত্রীদের কেন সাম্প্রতিক সময়কাল থেকে ধরা হচ্ছে? ২০০০ সাল থেকে ধরা হোক। তাহলেই দেখবেন নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির আরও অনেকে গোধরা হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে জেলে যাবেন।'

এদিন জেলা পরিষদ হলঘরে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ করে বাঙালিদের ওপর ভিনরাজ্যে হেনস্তা থেকে বাংলা ভাষাকে অপমান করার প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায় মহিলাদের। চন্দ্রিমার সংযোজন, 'এর আগে বিজেপি বাংলার দুর্গাপুজো নিয়ে কটাক্ষ করেছিল। বাংলার দুর্গোৎসব বিশ্ববন্দিত। যার কৃতিত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।' পুজো, ধর্ম এবং বাংলা ভাষা নিয়ে বেশি বাড়াবাড়ি না করারও হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

এদিনের বক্তব্যে অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গও টেনে আনেন চন্দ্রিমা। বলেন, 'কেন্দ্রের সরকার বলছে অনুপ্রবেশ হচ্ছে। তাহলে সীমান্তে কেন্দ্রের বিএসএফ কী করছে। যাঁরা বাংলার বাসিন্দা, তাঁরা তো দেশের নাগরিক। এই বাংলায় ভিনরাজ্যের অনেক মানুষ বাস করেন। আমরা কি তাঁদের অনুপ্রবেশকারী বলি? কখনোই না। ভিনরাজ্যে কর্মরত বাংলার মানুষকে ঘুসপেঠিয়া বললে এই রাজ্যের প্রতিবাদ দিল্লি পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া হবে।' বাংলার মানুষকে অপমান করার ফল বিজেপি আসন্ন ভোটে হাড়েহাড়ে টের পাবে বলেও মন্তব্য করেন মন্ত্রী।

এদিন হলঘরে মহিলাদের তিলধারণের জায়গা ছিল না। জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ ও জেলা তৃণমূল মহিলা সভানেত্রী নুরজাহান বেগম, দুই বিধায়ক প্রদীপ বর্মা ও খগেশ্বর রায় ছাড়াও সভাধিপতি ও সহকারী সভাধিপতি এবং ব্লক নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

মঞ্চে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও জেলা তৃণমূল সভানেত্রী মহুয়া গোপ।

> কেন্দ্রের আনা বিলের প্রস্তাবনায় মন্ত্রীদের কেন সাম্প্রতিক সময়কাল থেকে ধরা হচ্ছে? ২০০০ সাল থেকে ধরা হোক। তাহলেই দেখবেন নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপির আরও অনেকে গোধরা হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে জেলে যাবেন।
>
> **চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য**
> *অর্থ প্রতিমন্ত্রী*

ছোট্ট তারা

মৌপ্রিয়া সরকার
ফেরান্ডো প্রিপারেটরি স্কুলের এলকেজি-র ছাত্রী। পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকা ও বক্তৃতায় পারদর্শী।

অর্ডারে ফোনের বদলে এল প্রদীপ

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেখে অর্ডার করেছিলেন একটি কিপ্যাড ফোন। শনিবার ডেলিভারি বয়ের দেওয়া বাক্স খুলেই চক্ষু চড়কগাছ শীতল বসাক গোপের। তিনি দেখেন ৩টি প্রদীপ ও সঙ্গে কিছু কাগজ। জলপাইগুড়ি শহরের নয়াবস্তি এলাকায় এমন ঘটনা জানাজানি হতেই কৌতূহলী মানুষ আসেন ওই প্রদীপ দেখতে। শীতল বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেখে একটি কিপ্যাড ফোন অর্ডার করেছিলাম। ৭৯০ টাকা দাম নিয়েছে। কিন্তু ফোনের বদলে প্রদীপ এসেছে। আর কখনও সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেখে জিনিস অর্ডার করব না।' অন্যদিকে ডেলিভারি বয় জানান, তিনি বিষয়টি কুরিয়ার সার্ভিস অফিসে জানাবেন। তাঁর সংযোজন, সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দেখে কোনও জিনিস অর্ডার না করে রেজিস্টার্ড সাইট থেকে করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

যক্ষ্মারোগীর খাদ্যের দায়িত্ব

মৌলানি, ২৩ অগাস্ট : যক্ষ্মা নির্মূল করতে 'নিক্ষয় মিত্র' প্রকল্পের আওতায় মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ জন যক্ষ্মারোগীর ৬ মাসের খাদ্যের দায়িত্ব নিলেন মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রঞ্জিত রায় ও তাঁর স্ত্রী রূপালি রায়। এদিন একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওই ৬ জন যক্ষ্মারোগীর হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন তাঁরা।

জঙ্গলের পথে নয়া রুট

ফের মোষ পাচারের রমরমা

কুমারগ্রামে গ্রামীণ পথ ধরে চলছে মোষ পাচার।

নিউজ ব্যুরো

২৩ অগাস্ট : পুলিশের নজর এড়িয়ে অসমে সহজে মোষ পাচার করতে ভরসা নদী ও জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের পথ। বৃষ্টির কারণে সংকোশ নদীর জলস্তর বেড়েছে। আগে হাতে বৈঠা বাওয়া নৌকায় বেঁধে মোষগুলিকে নদী পার করানো হত। একসঙ্গে বাঁধা ২০-২৫টি মোষ নদীতে সাঁতার কাটত। এতে সময়ও লাগত বেশি। এক ট্রিপে কম করেও ৪০-৫০ মিনিট সময় লেগে যেত। সম্প্রতি নদীর জল বেড়ে যাওয়ায় এভাবে মোষগুলিকে নদী পার করানো কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তাই মাসখানেক হল কৌশল বদলে হাতে বৈঠা টানা নৌকার বদলে যন্ত্রচালিত বড় নৌকা ব্যবহার করছে মোষ পাচারকারীরা। ১৪-১৫টি মোষ মেশিনচালিত বড় নৌকার পাটাতনে চাপিয়ে ১৫-২০ মিনিটে নদী পার করে দেওয়া যাচ্ছে। এতে নদী পারাপারে আগের তুলনায় অনেক কম সময় লাগছে। এভাবেই রাতের অন্ধকারে একাধিক ভুটভুটিতে সংকোশ নদীপথে অবাধে কয়েকশো মোষ অসমে পাচার হচ্ছে।

সম্প্রতি কোচবিহার জেলা পুলিশের ধরপাকড়ে অসম-বাংলা সীমানার বিভিন্ন গ্রামের পথে মোষ পাচারের ঘটনা কিছুদিন বন্ধ ছিল। গত সোমবার কুমারগ্রাম ব্লকের ভল্কা বারবিশা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব শালবাড়িতে গ্রামবাসীরা মোষবোঝাই দুটি পিকআপ ভ্যান আটকেছিলেন, যা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে, মোষ পাচার পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা তো বটেই, সাধারণ গ্রামবাসীরাও বলছেন, আলিপুরদুয়ার জেলার সড়ক ও নদীপথ দিয়ে ফের রমরমিয়ে চলছে মোষ পাচার। কোচবিহার পুলিশের হাতের নাগালের বাইরে দিয়ে অসমে মোষ পাচারের জন্য আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের চ্যাংমারি, ভল্কা বারবিশা-১ ও ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বনবস্তি লাগোয়া বিভিন্ন গ্রামীণ পথকে করিডর করেই চলছে মোষ পাচার।

এনিয়ে বিরোধীরা, বিশেষ করে বিজেপির নেতা-কর্মীরা গলা ফাটালেও কোনও হেলদোল নেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের।

রাধানগরের এক বাসিন্দা জানিয়েছেন, কখনও কনটেনারে, কখনও ট্রাকে আবার কখনও পিকআপ ভ্যানে চাপিয়ে রাতের অন্ধকারে মোষ বারবিশা লাগোয়া বিভিন্ন এলাকায় আনা হয়। তারপর একেক দিন একেক গ্রামের পথ ধরে মোষগুলিকে কয়েক কিমি হাঁটিয়ে সংকোশ নদীর বিভিন্ন ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। মোষ পাচারের জন্য বনবস্তি লাগোয়া জঙ্গলের পথকেই নিরাপদ করিডর হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। রাধানগর থেকে লেফরাগুড়ি, ব্যাংডোবা, ইন্দুবস্তি, খুঁটিমারি দিয়ে বালাপাড়া হয়ে অসমটাপুতে সহজেই শয়ে-শয়ে মোষ পৌঁছে দেওয়া হয়। কখনও বারবিশা সেলস ট্যাক্স গেট এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের আশপাশে বা ভল্কা হাইস্কুলের সামনে মোষের গাড়ি খালি করা হয়। এরপর গ্রামের পথ ধরে সংকোশ নদীর জোঙ্গামারি ঘাটে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

বধূর মৃত্যুতে গ্রেপ্তার স্বামী

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : মেয়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্বামী সহ পরিবারের বেশ কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে মহিলা থানায় অভিযোগ করল বধূর পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে মৃতার স্বামীকে এদিন গ্রেপ্তারও করা হয়। শুক্রবার প্রিয়া ঝা নামে এক বছর ২৫-এর মহিলার অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুকান্তনগর কলোনি এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মৃতার বাবার বাড়ি বিহারের সহসপুর এলাকায়। এদিন এবিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি মৃতার স্বামীর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

এদিন মৃতার বাবা মনোজকুমার ঝা বললেন, 'শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে জামাই সমিত ঝা আমাদের ফোন করে জানায় যে, আমাদের মেয়ে অসুস্থ। আমরা যেন তাড়াতাড়ি আসি। এর কিছুক্ষণ পরই ফের ফোন করে জানানো হয় যে, মেয়ে নাকি আত্মহত্যা করেছে। ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক প্রিয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আমার স্থির বিশ্বাস, আমাদের মেয়ে আত্মহত্যা করতে পারে না।' প্রিয়ার পরিবার আরও জানায়, প্রায় সাত বছর আগে প্রিয়ার সঙ্গে সমিতের বিয়ে হয়। তাঁদের দুই মেয়ে। বিয়েতে দেড় লক্ষ টাকা নগদ সহ অলংকার, ফার্নিচার ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল। তারপরেও তাঁদের মধ্যে বিবাদ লেগেই ছিল। বাবার বাড়ি থেকে আরও টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দেওয়া হত বলেও জানানো হয়। তাই শ্বশুরবাড়ির মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার সহ্য করতে না পেরেই প্রিয়ার এমন পরিণতি বলে অভিযোগ করছে বধূর পরিবার। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ করে দোষীর উপযুক্ত শাস্তির দাবি করছেন তাঁরা। মৃতের মা ববিতা ঝা বলেন, 'খবর পেয়ে আমাদের বিহার থেকে আসতে সময় লেগেছে। এসে শুনি মেয়ের দেহ ময়নাতদন্তও হয়েছে। তবে দাহ করা হয়নি। মেয়ের সঙ্গে বৃহস্পতিবার রাতেও কথা হয়েছিল। তখন স্বামীর সঙ্গে ওর ঝগড়া কথা শুনতে পেয়েছিলাম।' অন্যদিকে, পুলিশের উপস্থিতিতে বোনের দাহকাজ সম্পন্ন হয় বলে জানান মৃতার মামাতো দাদা নিখিল ঝা।

হস্টেলে ছাত্রীর মৃত্যুতে অভিযুক্ত প্রাক্তন ছাত্র

কোচবিহার, ২৩ অগাস্ট : ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুতে কলেজেরই এক প্রাক্তন ছাত্রের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলল মৃতার পরিবার। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হস্টেলের ঘর থেকে তৃতীয় বর্ষের পড়ুয়া অন্বেষা ঘোষের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। শুক্রবার রাতে ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা দুর্গাপুর থেকে কোচবিহারে এসে পৌঁছান। শনিবার দুপুরে তাঁর বাবা কোতোয়ালি থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। পরিকল্পিতভাবে ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে বলে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছেন। মৃত্যুর ঘটনায় মালদার কালিয়াচকের বাসিন্দা আনিসুল গনি নামে সদ্য কলেজের প্রাক্তন এক ছাত্রের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তাঁরা।

যদিও অভিযোগ নিয়ে আনিসুল বলেছেন, 'আমি কলেজের কাজে কোচবিহারে এসেছিলাম। যেহেতু মেয়েটি পূর্বপরিচিত তাই আমার সঙ্গে কথা হয় এবং দেখাও হয়, অন্যদের সঙ্গেও কথা হয়। আমি বৃহস্পতিবার ট্রেনে করে ফিরে আসি। ওর সঙ্গে একটা সুসম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ফোনেও কথা বলেছি। বাড়ি পৌঁছেও আমি ওর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছি। পরে যখন ওকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না, সেসময় ওর সহপাঠীদের জানিয়েছি বিষয়টা। কিন্তু তার পরে কি হয়েছে সেটা আমার জানা নেই।'

এদিকে, পুলিশি তদন্তে সন্তুষ্ট না হলে প্রয়োজনে সিবিআই তদন্তের দাবি করা হবে বলে ছাত্রীটির পরিবার জানিয়েছে। মৃতার মামা অরুণাভ ঘোষের কথায়, 'রহস্য কিছু লুকিয়ে রয়েছে। আমরা পুলিশকে রিপোর্ট দিয়েছি। তদন্ত করার পরে যদি সন্তুষ্ট না হই তাহলে আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানাতে বাধ্য হব।' তাঁদের আরও অভিযোগ, ঘটনার দিন বিকেলে আনিসুল অন্বেষার সঙ্গে দেখা করেছিল। সেই ঘটনার পর সন্ধে থেকেই অন্বেষা তাঁর বাবাকে ফোন করে হস্টেল থেকে নিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, আনিসুলের সঙ্গে অন্বেষার সেদিন কী এমন হয়েছিল যার জন্য সে হস্টেল থেকে চলে যেতে চাইছিল? আনিসুল কোনওভাবে অন্বেষাকে ভয় দেখিয়েছিল কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে পুলিশকে দ্রুত তদন্ত করার দাবি জানিয়েছে মৃতার পরিবার।

মহাকাশ দিবস

নাগরাকাটা, ২৩ অগাস্ট : মহাকাশ সম্পর্কে পড়ুয়াদের আরও কৌতূহলী করে তুলতে শনিবার জাতীয় মহাকাশ দিবসে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করল নাগরাকাটার পিএমশ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয়। ২০২৩ সালে ২৩ অগাস্ট এই বিদ্যালয়ে চন্দ্রযানের চাঁদের দক্ষিণ মেরু ছোঁয়ার ঐতিহাসিক দৃশ্য বড় পর্দায় ছাত্রছাত্রীদের দেখানো হয়। এদিন বিদ্যালয়ে ছিল পড়ুয়াদের হাতে তৈরি মহাকাশকেন্দ্রিক নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক মডেল ও চার্টের প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। তিনি বলেন, 'মহাকাশে ভারতের সাফল্য ও সেইসঙ্গে নতুন প্রজন্মের কাছে মহাকাশ গবেষণাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতেই প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে ৩ বছর ধরে দিনটি পালিত হয়ে আসছে।' এদিন মহাকাশ দিবসের অনুষ্ঠানে নবোদয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন মালবাজারের পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ দয়াল দাস। স্কুলের অধ্যক্ষ রাজীব সাক্সেনা বলেন, 'মহাকাশের মতো একটি বিষয় সবসময়েই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। ছাত্রছাত্রীদের কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিতেই এদিনের এই উদ্যোগ।'

ঢাকের বোলে বছরভর মেতে থাকে দুই ব্লক

মা আসছেন

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : পুজোর আগে বাকি আর হাতেগোনা ৩৫ দিন। 'পুজো আসছে... পুজো আসছে' আমেজে যখন মশগুল কাকদ্বীপ থেকে কোচবিহার, তখন ছবিটা একেবারেই আলাদা ময়নাগুড়ি ব্লকের রাখালহাট, দোমোহনি, আমগুড়ি কিংবা ক্রান্তি ব্লকের চক মৌলানি গ্রামে। কারণ, উত্তরবঙ্গের এই এলাকায় কান পাতলে বারোমাস শোনা যায় ঢ্যাংকুড়াকুড় ঢাকের বোল। পূর্বপুরুষদের পেশা আঁকড়ে দশকের পর দশক ঢাক তৈরি ও বাজানোর কাজ করে চলেছেন দুই ব্লকের জনাসত্তর ঢাকি।

চক মৌলানি গ্রামের বাসিন্দা ভবেন হাজরা জানালেন, বাবা শটু হাজরার কাছ থেকে ঢাক তৈরি ও বাজানোর তালিম নিয়েছিলেন। আগের মতো তেমন চাহিদা না থাকলেও পুজো এলে ঢাক এবং ঢাকির খোঁজ পড়বেই। আজকের দিনে পুজোমণ্ডপে আধুনিকতা আর থিমের ছোঁয়া লাগলেও, ঢাকের বিকল্প নেই। পুজো আসতে এখনও এক মাসের বেশি সময় বাকি। শেষ ভাদ্রে ধীরে ধীরে বায়না আসা শুরু করবে গ্রাম, মফফসল, শহর থেকে। তাই এখনও হাল ছাড়েননি ভবেন।

বাবার দেখানো পথে পেশা বেছেছেন ভবেনের দুই ছেলে বিপুল ও বিপ্লব। দুজনেই ঢাক তৈরি ও বাজাতে পারদর্শী। সারাবছর ঢাক বানিয়ে ও বাজিয়ে আয় তেমন একটা হয় না। তাই পুজোর মরশুমের দিকে তাকিয়ে থাকেন তাঁরা।

ভবেনের মতো প্রায় একই কথা জানালেন ময়নাগুড়ির রাখালহাটের ঢাকি সরেন ঋষি। বাবা ঝড়ু ঋষির থেকে ঢাক তৈরির কাজ শিখেছেন ছোট বয়সে। জানা গিয়েছে, ১০ থেকে ১২ হাজার টাকায় আম গাছের গুঁড়ি কিনে আনেন ঢাকিরা। এমন একটি বড় গুঁড়ি দিয়ে অন্তত পাঁচটি ঢাক তৈরি হয়, যাতে সময় লাগে প্রায় দু'মাস। দিনে ১০ ঘণ্টা কাজ করেন কারিগররা। পাইকারদের মাধ্যমে সেই ঢাক উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের পাশাপাশি পাড়ি দেয় অসমে। একেকটি ঢাক বিক্রি হয় ১২-১৩ হাজার টাকায়।

ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ি চাপঘর এলাকার ঢাকি সজেন রায় দিনকয়েক আগেই একটি ঢাক তৈরির কাজ শেষ করেছেন। এদিন সেই ঢাক বাজিয়ে আওয়াজ পরীক্ষা করে নিচ্ছিলেন। বাজাতে বাজাতে তাঁর সারা গা ঘামে ভেজা। কোমরের গামছা টেনে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে তিনি জানালেন, তিনটি ঢাক তিনি তৈরি করেছিলেন এবছর। বিক্রি হয়নি কোনওটি। ঢাক বাজানোর বায়না পাননি এখনও পর্যন্ত।

তবে ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রান্তিক এলাকা রামশাইয়ের প্রবীণ ঢাকি শ্রীবাস দাস জানান, প্রজন্ম আর এই পেশায় আসতে চাইছেন না। পুজোর ক'টা দিন সবাই যখন পরিবার-পরিজনকে নিয়ে আনন্দ করেন তখন পূর্বপুরুষদের পেশা বাঁচিয়ে রাখতে ঢাকিরা কোনও না কোনও মণ্ডপে ব্যস্ত থাকেন বোল তুলতে।

ঢাক তৈরিতে ব্যস্ত ভবেন হাজরা।

প্রাণীদের মধ্যে বাদুড় হল ঘুমে চ্যাম্পিয়ন। ওদের কেউ কেউ তো দিনে ২০ ঘণ্টা পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়।

শিশু কিশোর আসর

উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৪ অগাস্ট ২০২৫

আলোর উৎসবে আমার মতে সবচেয়ে ভালো হল... লেখালেখি

এ নিয়ে ১০ লাইনে তোমার কথা লিখতে হবে। সঙ্গে থাকবে তোমার নাম, স্কুলের নাম, আর তোমার বাড়ির ফোন নম্বর। তারপর পাঠিয়ে দাও আমাদের কাছে। তোমার লেখা মনোনীত হলেই সেটা ছাপা হবে।

ছোটরা গল্প (অনধিক ৩০০ শব্দ), কবিতা, ছড়া ও ছবি পাঠাতে পারো। তোমাদের সৃষ্টি প্রকাশিত হবে এই পাতায়। লেখার সঙ্গে নাম, স্কুলের নাম, ক্লাস, ফোন নম্বর থাকতে হবে। শুধুমাত্র নিজের লেখা ও আঁকা ছবি পাঠাতে হবে।

লেখা ও ছবি হোয়াটসঅ্যাপ করতে হবে 9800788836 নম্বরে অথবা মেল করো ubssishukishor@gmail.com-এই ঠিকানায়

শিশু কিশোর আসরের ডাকে পড়ুয়াদের কাছ থেকে বিপুল সাড়া পেয়ে আমরা অভিভূত। এবার নির্বাচিত দশজন পড়ুয়ার লেখা প্রকাশিত হল। খুব ভালো লাগছে এটা ভেবে যে, পড়ুয়ারা নিজের মাকে নিয়ে নিজের মতো করে অনেক কিছু ভেবেছে। সব কথা সবাই সব সময় মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারে না। তা না পারলেও তাদের ভাবনাটা মিথ্যে হয়ে যায় না। একজন শিশু বা কিশোর-কিশোরীদের মনে তার প্রিয়জন সম্পর্কে আনকোরা ভাবনা আমাদের কাছে মূল্যবান। তাই আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে তোমাদের আরও কিছু লেখা প্রকাশিত হবে।

দশ পড়ুয়ার চোখে
মা দশভুজা

আমাদের লেখালেখি

সবার বন্ধু

মা মানে হল আদর, ভালোভাসা আর শাসন। মা আমার বন্ধু, বাবারও বন্ধু। সব সময় আমাদের পরিবারের সকলের মঙ্গল চান। মা আমার সকাল-বিকাল। মা মানে বাবার ব্যস্ততাকে কমিয়ে দেওয়া। মা মানে সংসারের ফুটো সেলাই করা মেশিন। মা মানে নির্ভয়ে পরীক্ষা দেওয়া। মা মানে হল নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারা। মা মানে হল আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। মাকে আমার দেবী মনে হয়। মায়ের প্রতি অন্তরের প্রণাম।

-সুমি বাস্কে,
নাজিরপুর উচ্চবিদ্যালয় (উঃমাঃ)

খেলার সাথি

দেবী দুর্গার মতোই আমার মা আপনাদের দুই বোনকে দুই হাতে সামলান। সারাদিন বাড়ির সব কাজ সেরে আমরা কখন কী করব সেই রুটিন তৈরি করে দেন। মা পাশে বসে থাকলে পড়া, আঁকা, হাতে কাজ- সব করে নিতে পারি। ছুটির দিনে মা ভালো ভালো গল্প শোনান। আমাদের সঙ্গে লুডো আর রান্নাবাটিও খেলেন। আমার যখন জ্বর হয় তখন গান শুনিয়ে কপালে হাত বুলিয়ে দেন। ভুল করলে শাসন করেন, ঠিক জিনিস শিখিয়ে দিয়ে আদরও করেন। অনুষ্ঠানের আগে সুন্দর করে সাজিয়ে দেন। যখন দুঃখ, কষ্ট, রাগ অভিমান সব শোনার জন্য সময় বের করে বসে থাকেন। তাইতো আমার মা আমার দুর্গা।

-প্রতিভা সরকার,
সরস্বতী বিদ্যামন্দির, ইসলামপুর

সেরা শিক্ষক

পৃথিবীতে সবার কাছেই মা সবচেয়ে আপনজন। আমার কাছেও আমার মা সবচেয়ে প্রিয়। মাকে ছাড়া আমি একটি দিনের কথাও ভাবতে পারি না। মাকে আমি খুব ভালোবাসি এবং শ্রদ্ধা করি। মা আমাকে খুব স্নেহ করেন। সব সময় আমাকে নিয়ে ভাবেন। সব সময় খুবই ভোরে ঘুম থেকে উঠেন। আমাকে রোজ সকালে খাবার তৈরি করে দেন। স্কুলে যাওয়ার সময় আমার বইপত্র গুছিয়ে দেন। মা আমার সেরা শিক্ষক। মা আমাকে পড়া শেখান, কঠিন বিষয়গুলো খুব সহজ করে বুঝিয়ে দেন। মা যেন দশ হাতে দুর্গা। সব কিছু নিজেই সামলে নিতে পারেন। মায়ের অনেক ভালো গুণ আছে। আমি সেগুলো অনুসরণ করার চেষ্টা করি। মা আমার জীবনের আলো এবং আমার সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।

-অঙ্কুশ ঘোষ,
ডেফোডিলস ইংলিশ অ্যাকাডেমি, মালদা

খুব ভালো লাগে

আমার মা হলেন সেই ব্যক্তি, যাঁকে আমি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি। যদিও তিনি ব্যস্ত থাকেন, তিনি সব সময় আমার সঙ্গে খেলা এবং কথা বলার জন্য সময় বের করেন। মা আমার দেখাশোনাও করেন। তিনি আমার জামাকাপড় এবং বইখাতা গুছিয়ে দিয়ে আমাকে স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত করেন। আমি জানি তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন, কিন্তু তিনি কখনও অভিযোগ করেন না। তাই মাকে আমার খুব ভালো লাগে।

-শুভায়ু ঘোষ,
এপিক পাবলিক স্কুল, কোচবিহার

দেখে মনে হয় মা'ই যেন দুর্গা

সকাল সাতটা। আমার মা ওয়াশরুম থেকে বেরিয়ে ভেজা চুলে টাওয়াল জড়িয়ে সুরেলা কণ্ঠে আমার উদ্দেশ্যে বলে ওঠেন উঠে পরো মা, তাড়াতাড়ি তৈরি হও। তারপর ঠাকুরঘর থেকে ছোট ঘণ্টার টিংটিং আওয়াজ। সঙ্গে – কৃষ্ণায় বাসুদেবায় মন্ত্র উচ্চারণের মাঝে আমার উদ্দেশ্যে একটু কড়া সুর চড়িয়ে 'করে কথা কানে গেল না?' আবার মন্ত্র যে শ্রাবণের বারিধারা। ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়, ওম নমঃ শিবায়। আমি ঘুমে তখনও বালিশ জড়িয়ে ভারী সকালটা কেন যে এত তাড়াতাড়ি চলে আসে বুঝিনা। সকালের চোখে কি ঘুম নেই? ভাবি আমার স্কুলটা যদি আমাদের বাড়ির পাশের বাড়িতে হত তাহলে আরও একটু শান্তিতে ঘুমোতে পারতাম। কিন্তু আমার স্কুলটা একটু দূরে মায়ের সঙ্গে টোটোতে যেতে প্রচণ্ড যানজটের মধ্যে পড়তে হয়। মা আমার জন্য দু'হাতে খাবার তৈরি, টিফিন তৈরি করতে করতে ঘাড়ে মোবাইল ফোন রেখে মাথা দিয়ে চেপে টোটোওয়ালাকে ফোন। তাড়াতাড়ি গেটে এসে দাঁড়াও। গুনগুন তৈরি হচ্ছে। আবার আমার উদ্দেশ্যে চিৎকার – ' কিরে এখনও ঘুমোচ্ছিস?' দেখলাম মা চোখ গোল গোল করে আমার দিকে তাকিয়ে কী সব বিড়বিড় করে বলছে। আর রক্ষে নেই, এবার বিছানা ছেড়ে উঠতেই হবে। ওদিকে বাবা নিশ্চিন্তে গুমোচ্ছে, বাবা জানে মা আমাকে স্কুলে পৌঁছে ফেরার পথে সবজি বাজার করে ফিরে রান্না করবে। শুধু তাই নয়, আমার ছোট বোনের জন্য আলাদা রান্না। তার পরিচর্যা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর মোছা, সঙ্গে আবার অফিশিয়াল কাজ করে দেওয়া থেকে বাবার কাজের লোকজনদের চা করে দেওয়া আত্মীয়স্বজনদের আপ্যায়ন সবকিছুই দৈনন্দিন মাকে করতে হয়। আর তা দেখেই আমার মনে হয় দুশভুজা দুর্গা বাস্তবে স্বয়ং আমার মা।

-দেবাঙ্গী দাস,
টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুল, বালুরঘাট

সবচেয়ে আপনজন

আমার জীবনের শুরুই হয়েছে মায়ের কোল থেকে। মা আমাকে ভালোবাসেন নিঃস্বার্থভাবে। আমি দুঃখ পেলে মা কষ্ট পান। মা সব সময় আমার ভালো চান। তিনি আমাকে শিখিয়ে দেন সঠিক পথ। বকাও দেন আবার জড়িয়ে ধরে আদর করেন। মায়ের মুখে হাসি মানে আমার শান্তি। মা না থাকলে পৃথিবীটা অন্ধকার লাগে। তিনি আমার বন্ধু, পথপ্রদর্শক আমি আমার মাকে খুব ভালোবাসি।

-হৃদ্ধিমা রায়,
শিশু বিতান কেজি স্কুল, ধূপগুড়ি।

বিদ্যা রূপেণ

মা আমাদের এই পৃথিবীটার আলো দেখায়। ছোট থেকে বড় করে। শিশুশিক্ষাও আমরা মায়ের কাছেই পাই। আমার মা পেশায় শিক্ষিকা। মা আমাকে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আঁকা এবং অন্যান্য বিষয়ে সাহায্য করে। দুষ্টুমি করলে আমাকে বকা দেয়। কিন্তু অন্য কেউ আমার নামে কিছু বললে মা দুর্গা যেমন মহিষাসুর বধের সময় রেখে গিয়েছিলেন সেরকমই আমার মা তার উপর রেগে যায়। তাই মা আমার কাছে মা দুর্গার চেয়ে কিছু কম নয়। মা দুর্গা যেমন দশ হাতে সব সামলান আমার মা দু'হাতেই সেসব কাজ নেয়। আমি বড় হয়ে আমার মায়ের মতো হতে চাই।

-দৃশানা নন্দী,
সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল, মাটিগাড়া

অভয়া শক্তি

সারাদিন পর যখন এসে মায়ের কোলে মাথা রেখে একটু বিশ্রাম নিই তখন মনে হয় যেন পৃথিবীর অমৃত সুখ লাভ করেছি। একজন 'মা' সব কিছু বিসর্জন দিয়ে তাঁর সন্তানকে আনন্দে রাখার চেষ্টা করেন। নিজের জীবনের ইচ্ছেগুলোকে তাঁর সন্তানের মাধ্যম দিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। 'মায়ের' এই ত্যাগ না থাকলে শিশু পৃথিবীতে তার আপন ঠিকানাই খুঁজে পেত না। দেবী দুর্গা যেমন দশ হাতে সমস্ত সন্তানকে রক্ষা করেন, আবার যেন সেই হাতেই অসুরও বিনাশ করেন। তেমনভাবেই আমার মা সব কিছু সামলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেই ভয় পান না।

-জয়িতা কর্মকার,
বালুরঘাট গার্লস হাইস্কুল

সদাহাস্যময়ী

আমার মা একজন কর্মঠ মহিলা, যিনি দশভুজা দেবী দুর্গার মতো সবকিছু একা হাতে সামলান। তিনি সংসার ও কর্মজীবনের সমস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য একহাতে একনিষ্ঠভাবে পালন করেন। মা দু'হাতে দশটা কাজ করলেও তার মধ্যে কখনওই ক্লান্তিবোধ আসে না। তাঁর একমুখ হাসি আর কর্মক্ষমতা আমার অনুপ্রেরণা। দশভুজার মতো, মা ও আমাদের জীবনে সকল সমস্যার সমাধান করে চলেছেন, তার বদলে তার কোনও আবদার ও আক্ষেপ নেই। তার আত্মবিশ্বাস এবং কাজের উদ্যম দেখে আমি গর্বিত। মায়ের কাছে কোনও কাজই কঠিন নয়, সব কিছুই তিনি হাসতে হাসতে সামলে নেন। দশভুজা দুর্গার মতো মা-ও আমাদের জীবনে সুরক্ষা ও আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। আমি মায়ের কাছে কৃতজ্ঞ, কেননা তিনি আমার ও পরিবারের জন্য এতকিছু করেন।

-স্বাধ্যায়ী সরকার,
সেন্ট পলস স্কুল, পাহাড়পুর

বিপদে শান্ত

আমার মা রোজ ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে দশভুজার মতো বাড়ির সমস্ত কাজ করে আমাকে উঠে দশভুজার মতো বাড়ির সমস্ত কাজ করে আমাকে নিয়ে পড়তে বসায়, আমাকে রোজ স্কুলের টিফিন বানিয়ে দেয়, স্কুলের পোশাক পরিয়ে দেয়। আমার ঠিকমতো খাওয়া হচ্ছে কিনা মা সেটা নজর রাখেন, স্কুলের ঠিকমতো পড়া পারছি কিনা মা সেটা খেয়াল করেন এবং পড়া বুঝিয়ে সেটা তৈরি করে দেন। আমার শরীর খারাপ হলে মায়ের উদ্বেগের শেষ থাকে না, আমাকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাওয়া, সময় মতো ওষুধ খাওয়ানো এবং সারারাত জেগে আমার সেবা করা- সব মা হাসিমুখে করেন। আমার মায়ের কাছ থেকে শেখা যায় কী করে বিপদে মাথা ঠান্ডা রেখে হাসিমুখে তার মোকাবিলা করতে হয়।

-সায়ন কুণ্ডু,
বালুরঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়

অক্ষর সাজাও

- বাদিক্রচলক
- উপতিতিঠড়
- তগুবর্জিপাব
- হাহাসরিপস্য
- সলতলিখাস্ব
- চাড়পষোশোর
- সসারংক্ষিপ্ত

শব্দের অক্ষরগুলি উলটে-পালটে আছে। যেমন রমানন্দববি - এরকম কোনও কথা হয় না। আসল কথাটা হল বিমানবন্দর। তোমাদের কাজ হল এরকমভাবে সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করে আমাদের কাছে তাড়াতাড়ি পাঠানো। এর মধ্যে প্রথম তিনজন সঠিক উত্তরদাতার নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গত সংখ্যার উত্তর : অগ্নিসংযোগ, হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞান, সুবর্ণ সুযোগ, সংবাদদাতা, শবসৎকার, লালনপালন, মূলোৎপাটন

তিমির হাড় থেকে প্রাচীন হাতিয়ার

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় জানা গিয়েছে যে, প্রায় ২০,০০০ বছর আগে মানুষ তিমির হাড় দিয়ে হাতিয়ার তৈরি করত। এই সময়টা ছিল তুষার যুগের শেষ পর্যায়। তখন সমুদ্রতটে ভেসে আসা মরা তিমির বড় বড় হাড় সংগ্রহ করত তখনকার মানুষ। পাথরের মতো শক্ত ও টেকসই হওয়ায় এই হাড় থেকে তারা নানা অস্ত্র তৈরি করত।

তারও আগে মানুষ কাঠের ডগায় ধারালো পাথরের ফলক দিয়ে বর্শা বানাত। মানুষের তৈরি এই ধরনের অস্ত্রের বয়স অনেক। আর বর্শার পাথরের ডগা সারা বিশ্বে পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত সবচেয়ে প্রাচীনতমটির সন্ধান মিলেছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেই অস্ত্র তৈরি হয়েছে আনুমানিক ৬৪,০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে।

বুদ্ধি-শুদ্ধি

গত সংখ্যার উত্তর
তাপমাত্রা, ভাইরাস, জিভ, চোখ

আমি বাতাসে ভেসে আছি। আমাকে তুমি চোখে দেখতে পাও না। আমি আছি বলেই তুমি আছ। বলো তো আমি কে?

আমি এক অঙ্কের একটি সংখ্যা। আমাকে আমার সংখ্যা দিয়ে গুণ বা ভাগ করলে আমার কোনও পরিবর্তন হবে না। বলতো আমি কত সংখ্যা?

আমরা তোমার সঙ্গেই থাকি। সবকিছু শুনতে পাই। কিন্তু কারও কথার কোনও জবাব দিই না। বলোতো আমরা কে?

এমন একটা জিনিস যা সব সময় তোমার মাথার উপরেই থাকে, কখনও তাকে নীচে নামতে দেখা যায় না। বলোতো কী?

আঁকিবুকি

আঁখি সাহা, প্রথম শ্রেণি,
সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল, মাটিগাড়া

মানালী পাল, নবম শ্রেণি,
সেন্ট্রাল গার্লস উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি

মাফুজা মাসুদা, ষষ্ঠ শ্রেণি,
পুঁটিমারি সারদা বিদ্যামন্দির, জলপাইগুড়ি

জিনিয়া ভৌমিক, তৃতীয় শ্রেণি,
শিলিগুড়ি পাঠভবন, দেশবন্ধুপাড়া

প্রবল বৃষ্টিতে হড়পায় বিধ্বস্ত চামোলি

উত্তরাখণ্ডে আবার ধস, মৃতের সংখ্যা ১

দেরাদুন, ২৩ অগাস্ট : দুর্যোগের বিভীষিকা আবার ফিরে এল উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে। শুক্রবার রাতে চামোলি জেলার থারালি এলাকায় ভয়াবহ মেঘভাঙা বৃষ্টিতে একজনের মৃত্যু হয়েছে। আরও দু'জন নিখোঁজ। বৃষ্টির জেরে পাহাড়ে ধস নামায় বহু বাড়িঘর, দোকানপাট এবং একাধিক সরকারি ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রশাসন সূত্রে খবর, থারালি বাজার ও থারালি তহশিল কমপ্লেক্স ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ে গিয়েছে। এসডিএম-এর সরকারি বাসভবন, দোকানপাট ও অনেক গাড়ি ভেসে গিয়ে চাপা পড়েছে কাদামাটির নীচে। পাশের সাগওয়ারা গ্রামে একটি ভবনের ভিতর ধ্বংসাবশেষে চাপা পড়ে এক কিশোরী আটকে পড়েছে। এতে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

চেপডন বাজারের বহু দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত। ভারী বৃষ্টি ও বন্যায় বন্ধ থারালি-গ্বালদাম ও থারালি-সাগওয়ারা সড়ক। এতে ব্যাহত হয়েছে যান চলাচল। গভীর রাতের বিপর্যয়ের আতঙ্কে ঘরবাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। রাত থেকেই এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-এর উদ্ধারকারী দল কাজ শুরু করেছে।

চামোলির জেলা শাসক সন্দীপ তিওয়ারি জানিয়েছেন, 'মেঘভাঙা বৃষ্টিতে থারালি এলাকা কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বিরাট আয়তনের পাহাড়ি ধসে বহু ঘরবাড়ি, এমনকি এসডিএম-এর বাসভবনও সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।' অতিরিক্ত জেলা শাসক বিবেক প্রকাশ জানান, 'ইতিমধ্যে ত্রাণশিবির খোলা হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিপন্ন লোকজনকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে আনা হচ্ছে। উদ্ধারকাজে সেনাবাহিনীও নেমেছে। তারা মেডিকেল টিম, অনুসন্ধানী কুকুর ও উদ্ধারকারী দল নিয়ে ঘটনাস্থলে কাজ করছে। তবে রাস্তাঘাট ভেঙে যাওয়ায় অবর্ণনীয় দুর্ভোগের মধ্যে পড়েছেন সাধারণ মানুষ।'

> চামোলির থারালি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির খবর পেয়ে আমি খুব উদ্বিগ্ন। জেলা প্রশাসন, এসডিআরএফ ও পুলিশ ত্রাণকাজে লেগে গিয়েছে। আমি সবার নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।
>
> **পুষ্কর সিং ধামি**

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানিয়েছেন, তিনি পরিস্থিতির ওপর ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখছেন। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'চামোলির থারালি এলাকায় মেঘভাঙা বৃষ্টির খবর পেয়ে আমি খুব উদ্বিগ্ন। জেলা প্রশাসন, এসডিআরএফ ও পুলিশ ত্রাণকাজে লেগে গিয়েছে। আমি সবার নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি।'

ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তর ২৫ অগাস্ট পর্যন্ত উত্তরাখণ্ডে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে। বিশেষ করে দেরাদুন, তেহরি, উত্তরকাশী, পিথোরাগড়, নৈনিতাল ও বাগেশ্বর জেলায় প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে।

যেন ধারালির পুনরাবৃত্তি। বিধ্বস্ত উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার থারালি গ্রাম। শনিবার।

লাফিয়ে হই পার... মঙ্গল বা চাঁদ নয়, খানাখন্দে ভরা রাস্তায় বাইক আরোহী। শনিবার রাজকোটে।

অনিল আম্বানির বাসভবনে সিবিআই হানা

মুম্বই, ২৩ অগাস্ট : সময়টা মোটেই ভালো যাচ্ছে না রিলায়েন্স এডিএজি গোষ্ঠীর কর্ণধার শিল্পপতি অনিল আম্বানির। ৩০৭৩ কোটি টাকার একটি ব্যাংক জালিয়াতি মামলায় শনিবার সকালে তাঁর বাসভবনে হানা দেয় সিবিআই। সকাল সাতটা নাগাদ মুম্বইয়ের সিউইন্ড, কাফে প্যারেডের বাংলোয় পৌঁছোয় সিবিআইয়ের ৭-৮ জন আধিকারিক। সূত্রের খবর, সিবিআই তল্লাশির সময় বাড়িতেই ছিলেন অনিল আম্বানি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা।

অনিল আম্বানির মালিকানাধীন রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস লিমিটেড

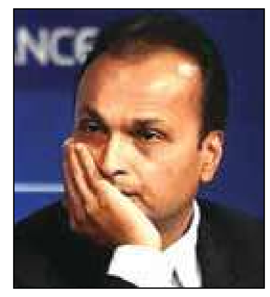

বা আরকমের বিরুদ্ধে মোট ৩০৭৩ কোটি টাকা জালিয়াতির অভিযোগ তুলেছে এসবিআই। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অনিল আম্বানি, তাঁর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং অন্যদের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে নতুন করে এফআইআর দায়ের করেছে সিবিআই।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী লোকসভায় জানিয়েছিলেন, আরকম এবং তার প্রোমোটার ডিরেক্টর অনিল আম্বানিকে সরকারিভাবে জালিয়াত বলে ঘোষণা করেছে এসবিআই। গলা পর্যন্ত দেনায় ডুবে রয়েছেন ভারতের অন্যতম শীর্ষ ধনকুবের মুকেশ আম্বানির ভাই অনিল আম্বানি। সম্প্রতি ইডি দপ্তরে জেরার মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি। ১৭ হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতির মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

বাংলাদেশে ভারতের চাল রপ্তানি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ২৩ অগাস্ট : গত ১৫ এপ্রিল থেকে বন্ধ থাকার পর বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বাংলাদেশে ফের চাল রপ্তানি শুরু করেছে ভারত। গত কয়েক মাসে বাংলাদেশের বাজারে চালের দাম লাফিয়ে বেড়েছে। ভারত থেকে চাল আমদানি শুরু হওয়ায় সেই দাম কমবে বলে আশা ব্যবসায়ীদের। ভারতের ৯টি ট্রাকে মোট ৩১৫ মেট্রিক টন চাল বেনাপোল বন্দরে ঢুকেছে। বেনাপোলের আমদানিকারক সংস্থা মেসার্স হাজি মূসা করিম অ্যান্ড সন্স-এর কর্তা আব্দুস সামাদ জানান, মঙ্গলবার থেকে চাল বোঝাই ৯টি ট্রাক ৩১৫ মেট্রিক টন চাল নিয়ে ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে অপেক্ষা করছিল। বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ ট্রাকগুলি বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করে। রবিবার থেকে আমদানি আরও বাড়বে বলে আশা ব্যবসায়ীদের। এই অবস্থায় বাজারে চালের দাম কেজিতে ৫ থেকে ৭ টাকা পর্যন্ত কমার কথা জানান ব্যবসায়ীরা।

বেনাপোলে উপ-সহকারী আধিকারিক শ্যামল কুমার নাথ জানালেন, ১৫ এপ্রিল শেষবার ভারত থেকে চাল আমদানি হয়েছিল। এরপর বৃহস্পতিবার আবার চাল আমদানি শুরু হয়েছে।

ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর

ওয়াশিংটন, ২৩ অগাস্ট : বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্যে ভারতে নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগের কথা ঘোষণা করলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার ট্রুথ সোশ্যালে এক পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ভারতে আমেরিকার পরবর্তী রাষ্ট্রদূত হিসাবে আমি সার্জিও গোরকে মনোনীত করেছি। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় তিনিই হবেন আমার বিশেষ দূত।'

বর্তমানে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্সিয়াল পার্সোনেল ডিরেক্টরের দায়িত্বে রয়েছেন গোর। দীর্ঘদিন ধরে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ বলয়ে রয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর গোরকে ফেডারেল প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মী নিয়োগের দায়িত্ব দেন ট্রাম্প। সেই কাজ শেষের পথে

বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। তিনি বলেন, 'গোরের নেতৃত্বাধীন বাছাই-দল ফেডারেল দপ্তরগুলির ৯৫ শতাংশ শূন্যপদ পূরণ করেছে। গোর শুধু আমার খুব ভালো বন্ধু নন, তিনি দীর্ঘদিন ধরে আমার পাশে রয়েছেন। বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় এমন কাউকে দরকার ছিল, যাঁর ওপর পুরোপুরি ভরসা করা যায়।' ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক মজবুত করতে নতুন রাষ্ট্রদূত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন বলে আশাপ্রকাশ করেন ট্রাম্প।

যদিও গোরকে নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে বিরোধ বেধেছিল টেসলা-কর্তা এলন মাস্কের। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সরকারে অংশ নিয়েছিলেন মাস্ক। কিন্তু প্রশাসনের একাংশের সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধে। গোরের বিরুদ্ধে নিরাপত্তাবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছিলেন তিনি। সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার সময় গোরকে সাপের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন টেসলা প্রধান।

জেপিসিতে বাদ তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিল সংক্রান্ত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে (জেপিসি) কোনও প্রতিনিধি পাঠাবে না তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি। তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'সংসদের দ্বিতীয় বৃহত্তম বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সংবিধান বিলের জন্য গঠিত যৌথ সংসদীয় কমিটিতে কোনও সদস্যকে মনোনীত না করার।' শনিবার এক বিবৃতিতে তৃণমূল কংগ্রেস বলেছে, 'আমরা ১৩০ তম সংবিধান সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করছি। আমাদের মতে, এই যৌথ সংসদীয় কমিটি পুরোপুরি প্রহসন। তাই এই কমিটিতে আমাদের কেউ থাকছে না।'

রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায় কর্মহীন ১ লক্ষ

বেসরকারিকরণের ধাক্কা

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : বিকশিত ভারতের কথা প্রায়ই শোনা যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে। দেশের অর্থনীতি বিশ্বের মধ্যে চতুর্থ বৃহত্তম বলেও দাবি করা হয় গেরুয়া শিবিরের তরফে। কিন্তু যে দাবিই করা হোক, বেসরকারিকরণ এবং বিলগ্নিকরণের দাপটে ক্রমশ বিবর্ণ হচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির জেল্লা। সংসদে সম্প্রতি সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, গত পাঁচ বছরে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার (সিপিএসই) ১ লক্ষেরও বেশি কর্মচারী কাজ হারিয়েছেন।

সিপিএমের লোকসভার সাংসদ সচিথানাথম আর জানতে চেয়েছিলেন, গত পাঁচ বছরে সিপিএসই-গুলিতে বেসরকারিকরণের দাপটে কতজন কাজ হারিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কতজন এসসি, এসটি এবং ওবিসি সম্প্রদায়ের তাও জানতে চেয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার তার জবাব দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী বিএল

ভার্মা লোকসভায় এক লিখিত জবাবে জানিয়েছেন, ২০১৯-২০-তে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিতে কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৯.২ লক্ষ। কিন্তু বিলগ্নিকরণ এবং বেসরকারিকরণের জেরে ২০২৩-২৪-এ সেই সংখ্যাটা কমে দাঁড়িয়েছে ৮.১২ লক্ষে। অর্থাৎ ১ লক্ষেরও বেশি কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী চাকরিচ্যুত হয়েছে গত পাঁচ বছরে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যে হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির নিয়মিত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা ২০১৯-২০ সালে ৯.২ লক্ষ থেকে কমে ২০২০-২১ সালে ৮.৬ লক্ষ হয়েছিল। ২০২১-২২ সালে সেটা আরও কমে দাঁড়ায় ৮.৩৯ লক্ষে। ২০২৩-২৪ সালে নিয়মিত কর্মচারীর সংখ্যা আরও কমে দাঁড়ায় ৮.১২ লক্ষে। কেন্দ্রের তরফে এও জানানো হয়েছে, পাঁচ বছরে এসসি, এসটি কর্মীদের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। তবে ওবিসি কর্মচারীদের সংখ্যাটা ১.৯৯ লক্ষ থেকে বেড়ে ২.১৩ লক্ষ হয়েছে। পিরিওডিক লেবার ফোর্স সার্ভের মাসিক রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১৫ বছর বা তার বেশি সময়ে দেশে বেকারত্বের হার ছিল ৫ শতাংশের বেশি।

২০২২-২৩ সালের রিপোর্টে গড় বার্ষিক বেকারত্বের হার ছিল সবচেয়ে কম, ৩.২ শতাংশ। এই অবস্থায় অভিযোগ উঠেছে, লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণের মাধ্যমে সরকার কোষাগার ভরাতে চাইছে। তবে কর্মীস্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কেন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ করা হচ্ছে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

গ্রেট নিকোবরে পরিবেশ নিয়ে শঙ্কায় জয়রাম

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : গ্রেট নিকোবরের মেগা পরিকাঠামো প্রকল্পকে মহা-পরিবেশ বিপর্যয় বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন পরিবেশমন্ত্রী জয়রাম রমেশ। তাঁর অভিযোগ, 'এই প্রকল্পকে জোর করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার ভাবছে না যে, এতে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হবে।' রমেশ জানান, এই বিষয়ে তিনি আগেই কেন্দ্রীয় পরিবেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং প্রকল্প নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু সেই আলোচনা থেকে কোনও বাস্তব ফল মেলেনি বলে তাঁর আক্ষেপ। তিনি আরও বলেন, সাম্প্রতিক কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে যে, ওই প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার এখনও বনাধিকার আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি হয়নি।

অনলাইন বেটিংয়ে ধৃত কং বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : অনলাইন গেমিং রুখতে মোদি সরকার নড়েচড়ে বসতেই সাফল্যের মুখ দেখল ইডি। দু-দিন ধরে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালানোর পর একটি বেআইনি বেটিং চক্রের হদিস পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তারই সূত্র ধরে শনিবার সিকিম থেকে কংগ্রেসের বিধায়ক কেসি বীরেন্দ্র পাপ্পিকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। তাঁকে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ট্রানজিট রিমান্ডে বেঙ্গালুরুর আদালতে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেন। তল্লাশি চালিয়ে তাঁর থেকে ১ কোটি টাকা মূল্যের বিদেশি মুদ্রা সহ মোট ১২ কোটি টাকা নগদ, ৬ কোটি টাকার সোনার অলংকার, ১০ কেজি রুপোর থালাবাসন এবং চারটি বিলাসবহুল গাড়ি বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা।

এর পাশাপাশি বীরেন্দ্রর ভাই কেসি নাগরাজ এবং তাঁর ছেলে পৃথ্বী এন রাজের থেকে বিভিন্ন সম্পত্তির নথিপত্রও উদ্ধার করেছে ইডি। ১৭টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এবং ২টি ব্যাংক লকার ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। তদন্তে নেমে ইডি জানতে পেরেছে, কর্ণাটকের চিত্রদুর্গের বিধায়ক কিং ৫৬৭ এবং রাজা ৫৬৭ নামে একাধিক বেটিং প্ল্যাটফর্ম চালাচ্ছিলেন। দুবাইয়ের একাধিক আন্তর্জাতিক ক্যাসিনো এবং গেমিং অপারেশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন ওই কংগ্রেস নেতা। শুক্রবার থেকে সিকিম, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান

এবং গোয়ার বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযানে নামে ইডি। পাপ্পিস ক্যাসিনো গোল্ড, ওসান রিভার্স ক্যাসিনো, পাপ্পিস ক্যাসিনো প্রাইড, ওসান ৭ ক্যাসিনো এবং বিগ ড্যাডি ক্যাসিনো নামে পাঁচটি ক্যাসিনোকে নিশানা করেছিল ইডি।

বাংলাদেশে সাংবাদিকের মৃত্যুতে রহস্য

ঢাকা, ২৩ অগাস্ট : বাংলাদেশের প্রথমসারির সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকারের মৃত্যু ঘিরে ধোঁয়াশা বাড়ছে। শনিবার মুন্সিগঞ্জ জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর তাঁর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই বলে ময়নাতদন্তের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসক শেখ মহম্মদ এহসানুল ইসলাম জানিয়েছেন। তবে মৃত্যুর কারণ নিয়ে রিপোর্টে নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। হাসপাতালের তরফে জানানো হয়েছে, 'মৃতের দাঁত, চুল, লিভার, কিডনি, পাকস্থলীর নমুনা পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট পাওয়ার পর নির্দিষ্ট করে কিছু জানানো সম্ভব হবে।'

বৃহস্পতিবার ঢাকায় বাড়ি থেকে বার হওয়ার পর নিখোঁজ হয়ে যান আজকের পত্রিকায় জ্যেষ্ঠ সহকারী সম্পাদক বিভুরঞ্জন সরকার। শুক্রবার মুন্সিগঞ্জের মেঘনা নদীতে হিন্দু সাংবাদিকের দেহটি ভাসতে দেখা যায়। কীভাবে ঢাকার এক সাংবাদিকের দেহ মুন্সিগঞ্জের নদী থেকে উদ্ধার হল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তাঁর পরিজনেরা।

সভাপতি বাছাই ঘিরে বিজেপিতে জট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অঙ্কে পরবর্তী বিজেপি সভাপতি বাছাইয়ের সমীকরণ করতে চাইছে বিজেপি। আরএসএস করে উঠে আসা সিপি রাধাকৃষ্ণানকে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এনডিএ-র পদপ্রার্থী করে পদ্মশিবির বুঝিয়ে দিয়েছে, সংঘের পছন্দে সায় রয়েছে তাদের। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে যেমন আরএসএসের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি, তেমনই জাতীয় সভাপতি নির্বাচনেও মোদি-শা জুটি এবার নিজেদের ঘনিষ্ঠ কাউকে দলের শীর্ষ আসনে বসানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তবে বিজেপির অন্দরের খবর, মোদি-শা জুটি যেখানে নিজেদের প্রভাব ধরে রাখতে ঘনিষ্ঠ নেতৃত্বকে সামনে আনতে চান, সেখানে আরএসএস চাইছে নিজেদের পছন্দের কোও 'সংঘপন্থী' নেতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মোদি-শা-কে চাপে রাখতে আরএসএস তাই নিজেদের পছন্দের লোককেই বিজেপি সভাপতির আসনে বসাতে মরিয়া। কিন্তু যেহেতু উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আরএসএসের পছন্দ মেনে নেওয়া হয়েছে, তাই বিজেপি সভাপতি বাছাইয়ে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

এক বিজেপি সাংসদ বলেন, 'বিহার ভোটের আগেই নতুন জাতীয় সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে।' ইতিমধ্যে পরবর্তী সভাপতি হিসেবে কাকে বেছে নেওয়া হবে, সেই ব্যাপারে দলের শীর্ষনেতা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীদের থেকে মতামত চেয়েছেন বিজেপি শীর্ষনেতৃত্ব।

অফবিট

তালাক চাইলে আগে 'লকআপ হানিমুন'

রোমানিয়ার ট্রান্সিলভেনিয়ার ছোট্ট গ্রাম বিয়ারটানে ছিল এক অদ্ভুত রীতি। এখানে নাকি প্রায় ৩০০ বছরে মাত্র একবারই তালাক হয়েছে। রহস্যটা কী জানেন? তালাক চাইলেই সঙ্গে সঙ্গে আদালত বা কোর্টে যাওয়ার সুযোগ

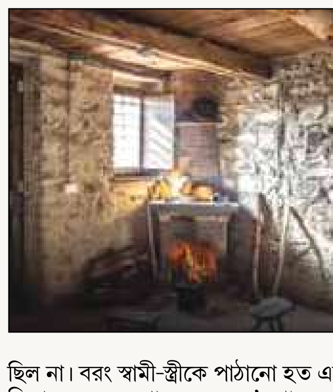

ছিল না। বরং স্বামী-স্ত্রীকে পাঠানো হত এক বিশেষ কক্ষে, যেখানে অন্তত দু'সপ্তাহ ধরে একসঙ্গে বন্দি থাকতে হত। একে বলা হত 'লকআপ হানিমুন'।

বন্দি মধুচন্দ্রিমার সেই ঘরটাও ছিল চমকপ্রদ। ঘরের ভিতরে থাকত একটি মাত্র খাট, একটি প্লেট, এক সেট চামচ-ছুরি, একটি চেয়ার আর একটি টেবিল। রান্না, খাওয়া, ঘুম, গল্প, ঝগড়া, মারামারি—সব কিছু দম্পতিকে করতে হত একসঙ্গে একই জায়গায়। বোঝাই যাচ্ছে লকআপ হানিমুনের লক্ষ্যটা ছিল শাস্তি দেওয়া নয়, বরং ঝগড়া থামিয়ে, জোর করে হলেও দু'জনকে মুখোমুখি বসানো। কথা হোক বা চুপচাপ বসে থাকা—কোনও না কোনওভাবে সম্পর্কটা নিয়ে ভাবার সুযোগ পেতেন দু'জনেই।

ফলাফল? ভাঙতে বসা সব দাম্পত্য সম্পর্কই আবার জোড়া লেগে যেত। এই টোটকা বিফলে যেত না। তিনশো বছরে ব্যতিক্রম বলতে একটিই। ওই নিভৃতবাস থেকে বেরিয়ে আসার পর বিচ্ছেদের সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে দেখা গিয়েছে একটি মাত্র দম্পতিকে। বাকিদের লকআপ হানিমুনে থাকতে থাকতে মন পরস্পরের প্রতি নরম হয়ে যেত। অবসান হত ভুল বোঝাবুঝির।

কেউ কেউ মজা করে বলতেই পারেন, আজকের দিনে কাউন্সেলিং সেন্টার বা বিবাহবিচ্ছেদ পরামর্শদাতার বদলে এই পদ্ধতি ফের চালু করা গেলে অনেক বিবাহই হয়তো বাঁচত! হয়তো!

দুবাইয়ের এআই-শেফ

বিদেশে বেড়াতে গিয়ে আপনি রেস্তোরাঁয় ঢুকলেন। আর তৎক্ষণাৎ সামনেই হাজির এক বিশাল হলোগ্রাফিক বাবুর্চি। নাম তার, ধরা যাক, 'শেফ আইমান'। তবে এই ভদ্রলোক রক্তমাংসের কোনও মানুষ নন মোটেই। বরং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই-চালিত এক সুপার-শেফ! কল্পবিজ্ঞানের গপ্পো নয়, নিরেট সত্যি এটা। খুব শিগগিরই দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার একেবারে নাকের ডগায় খুলতে চলেছে 'উহু' নামের এই রেস্তোরাঁ। যেখানে মেনু বানানো থেকে শুরু করে লাইট, সাউন্ড, মিউজিক, এমনকি পুরো ডাইনিংয়ের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে কৃত্রিম মেধার এই শেফ আইমান'কে। মানে, এআই-শেফের হাতের ছোঁয়ায় ডিজিটাল তথ্য আর রান্নার গন্ধের মিশেলে রেস্তোরাঁর কুঠুরিতে তৈরি হবে একেবারে আলাদা জগৎ।

তবে ভয় পাবেন না, রান্না করবেন এখনও মানুষই। এআই শুধু বলবে, 'আজ মলিকিউলার গ্যাস্ট্রোনমির সঙ্গে একটু ফিউশন ট্রাই করুন!' অথবা বলবে, 'অ্যাম্বিয়েন্সে একটু লাইট ব্লু দিন, কাস্টমারের মুড

ভালো হয়ে যাবে।'

সোজা কথায়, খাবার আর প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এমন রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছে, যেখানে আপনার খাবারই শুধু নয়, পুরো অভিজ্ঞতাই হবে 'ওয়াও'।

বিহারে মাখনা চাষিদের সঙ্গে আলাপচারিতায় রাহুল গান্ধি। শনিবার কংগ্রেস নেতার এক্স-পোস্ট।

ট্রাম্পকে চ্যালেঞ্জ জয়শংকরের ■ মার্কিন সৌজন্যে প্রশ্ন

ভারতের তেল কিনবেন না

নয়াদিল্লি ও ওয়াশিংটন, ২৩ অগাস্ট : পরিশোধিত জ্বালানি তেল কেনার জন্য কাউকে অনুরোধ করেনি বা চাপ দেয়নি ভারত। ক্রেতারা তাদের প্রয়োজন মতো ভারত থেকে তেল আমদানি করছে। চাইলেই তারা সেই আমদানি বন্ধ করে দিতে পারে। রাশিয়া থেকে তেল আমদানি ইস্যুতে শনিবার কার্যত এই ভাষাতেই আমেরিকা এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নকে বার্তা দিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর।

তিনি বলেন, 'বাণিজ্য বাড়াতে মরিয়া মার্কিন প্রশাসনের কর্তারা অন্য দেশের ব্যবসা পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এটা ক্রমশ হাস্যকর পর্যায়ে যাচ্ছে। যদি ভারত থেকে পরিশোধিত তেল কিনতে আপনাদের আপত্তি থাকে তাহলে কিনবেন না। এজন্য কেউ আপনাদের বাধ্য করবে না।' বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে চলতি টানাপোড়েনের মধ্যে এই প্রথম প্রকাশ্যে আমেরিকাকে আক্ষরিক অর্থে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিল ভারত। দিনকয়েক আগে ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করেছে ট্রাম্প সরকার। তারপরেও রাশিয়া থেকে তেল আমদানি জারি রেখেছে ভারত।

দৃশ্যত ক্ষুব্ধ আমেরিকার বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো শুক্রবার ভারতকে নিশানা করেন। তাঁর কথায়, 'নিজের লাভের জন্য ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনছে। রাশিয়া থেকে আমদানি করা তেল পরিশোধিত করে বিক্রি করছে ওরা।

> মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্তগুলি এখন আগে সমাজমাধ্যমে চলে আসে। তারপর তা সংশ্লিষ্ট দেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। গোটা বিশ্ব এই অদ্ভুত অবস্থার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে।
>
> **এস জয়শংকর**

এটা ছাড়া রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনার কোনও কারণ নেই।' কারও নাম না করলেও জয়শংকরের বক্তব্য যে নাভারোর সেই মন্তব্যের জবাব, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। শুধু তাই নয়, ট্রাম্প সরকারের কূটনৈতিক শিষ্টাচার নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'এর আগে আমরা কোনও মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এত খোলামেলাভাবে বিদেশনীতি পরিচালনা করতে দেখিনি। শুধু ভারত নয়, গোটা বিশ্বের কাছে এটা ব্যতিক্রমী পন্থা। অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক সব ক্ষেত্রে ট্রাম্প একটি স্বতন্ত্র পন্থা অনুসরণ করছেন। যা প্রচলিত নীতি-পদ্ধতি থেকে একেবারে আলাদা। আমেরিকার দীর্ঘদিনের কূটনীতির সঙ্গে যার কোনও মিল নেই।' জয়শংকর জানান, ট্রাম্প শুল্ককে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছেন। অতীতে আমেরিকা এই ধরনের কৌশল প্রয়োগ করেনি। বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য, 'মার্কিন সরকারের সিদ্ধান্তগুলি এখন আগে সমাজমাধ্যমে চলে আসে। তারপর তা সংশ্লিষ্ট দেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। গোটা বিশ্ব এই অদ্ভুত অবস্থার মোকাবিলা করার চেষ্টা করছে।'

ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তলানিতে পৌঁছে যাওয়া নিয়ে মার্কিন সরকারের বহু প্রাক্তন আধিকারিক উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে, ট্রাম্প সরকারের ভুল নীতি ভারতকে ক্রমশ রাশিয়া-চিনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। ভবিষ্যতে যার খেসারত আমেরিকাকে দিতে হবে। আমেরিকার প্রাক্তন বিদেশসচিব জন কেরি বলেন, 'আমরা উদ্বিগ্ন। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং প্রধানমন্ত্রী মোদির এই লড়াই দুর্ভাগ্যজনক। আগে সহযোগিতা এবং শ্রদ্ধার মাধ্যমে আলোচনা করা হত। কিন্তু এখন নির্দেশ, চাপ, টানাপোড়েনই যেন বেশি হচ্ছে। ট্রাম্পের প্রাক্তন সহযোগী জন বোল্টনের মূল্যায়ন, শুল্ক নিয়ে টানাপোড়েনের ফলে রাশিয়া ও চিনের থেকে ভারতকে দূরে সরিয়ে রাখার কয়েক দশকের মার্কিন চেষ্টাকে বিপন্ন করে তুলেছে। ট্রাম্পের চিনপন্থী পক্ষপাত একটি বিরাট ভুলে পরিণত হতে চলেছে।

গণকবর কাণ্ডে গ্রেপ্তার অভিযোগকারী সাফাইকর্মী

বেঙ্গালুরু, ২৩ অগাস্ট : কর্ণাটকের ধর্মস্থানে গণকবর মামলার তদন্তে নতুন মোড়। যাঁর জন্য ঘটনাটি সামনে এসেছিল, শনিবার সেই প্রাক্তন সাফাইকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে কর্ণাটক পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)। তাঁর নামও প্রকাশ করা হয়েছে। ধৃতের নাম সিএন চিননায়া ওরফে চিন্না। সিটের তরফে জানানো হয়েছে, মিথ্যা বলা এবং অপপ্রচারের অভিযোগে চিন্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে স্পষ্ট, ধৃতের যাবতীয় দাবি ভুয়ো। শুরু থেকে মিথ্যা বলেছেন তিনি।

গত জুলাইয়ে একটি খুলি নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন চিন্না। তিনি জানান, তাঁর গ্রামে শতাধিক মৃতদেহ কবর দেওয়া হয়েছে। দেহগুলি মাটি চাপা দিতে তিনি নিজে সাহায্য করেছিলেন বলে চিন্না জানান। এখন অপরাধবোধ থেকে বিষয়টি প্রকাশ্যে এনেছেন। গোটা ঘটনায় আগাগোড়া মুখে মুখোশ পরে প্রকাশ্যে এসেছিলেন চিন্না। জানিয়েছিলেন, নিরাপত্তার কারণে পরিচয় গোপন করতে তিনি মুখোশ

কর্ণাটক

পরে রয়েছেন। গোটা ঘটনায় স্থানীয় এক মন্দির কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে। চিন্না অভিযোগ করেন, মন্দির কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নাকি বহু মানুষকে খুন করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। মন্দিরের তরফে অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করা হয়।

এদিকে সুজাতা ভাট নামে এক মহিলা পুলিশে অভিযোগ করেন, তাঁর এমবিবিএস পড়ুয়া মেয়ে অনন্যা ভাটের খোঁজ মিলছে না। পরে আবার এক ইউটিউব চ্যানেলে তিনি জানান, অনন্যা নামে তাঁর কোনও মেয়ে নেই। চাপের মুখে তিনি অভিযোগ দায়ের করেছেন। কীসের চাপ তা খোলসা করেননি সুজাতা। এদিকে সুজাতার অভিযোগকে সমর্থন করে চিন্না দাবি করেন, অনন্যাকে ধর্ষণ করে খুন করে ওই গণকবরে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। তবে চিন্না ও সুজাতা দু'জনের অভিযোগই ভুয়ো বলে জানিয়েছে পুলিশ।

ঘটনায় কর্ণাটকে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসকে নিশানা করেছে বিজেপি। তাদের দাবি, মন্দির কর্তৃপক্ষকে বদনাম করতে চাইছে কংগ্রেস। বিজেপি বিধায়ক ভরত শেট্টি বলেন, 'মুখোশধারী ব্যক্তি ও সুজাতা আসলে পুতুল। ওঁদের দিয়ে ভুয়ো অভিযোগ করানো হয়েছে। এর পিছনে বড় মাথারা রয়েছে। বিশাল অর্থের লেনদেন হয়েছে।' সিট গঠনের পিছনেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে বলে জানান তিনি। রাজ্য সরকার অবশ্য সেই অভিযোগ মানতে রাজি হয়নি।

শনিবার চিন্নাকে স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর তোলা হয় আদালতে। সূত্রের খবর, সিটের জেরায় চিন্না যেসব দাবি করেছিলেন, তাতে বহু অসংগতি পাওয়া গিয়েছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে, তাঁর অভিযোগগুলি মিথ্যা। সাক্ষী নিরাপত্তা প্রত্যাহার করার পর চিন্নাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঢাকায় পাক উপপ্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ২৩ অগাস্ট : তিনদিনের সফরে শনিবার বাংলাদেশে এলেন পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী তথা বিদেশমন্ত্রী ইসহাক দার। ঢাকা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান, অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশসচিব আসাদ আলম সিয়াম। সেখানে উপস্থিতি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইমরান হায়দর সহ দূতাবাসের একাধিক আধিকারিক। রবিবার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস এবং বিদেশ উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে বৈঠক করবেন দার। দেখা করবেন বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গেও। জামায়াতে ইসলামির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা রয়েছে ইসহাক দারের। চলতি সফরে ৬টি মউ ও একটি চুক্তি স্বাক্ষরের কথা রয়েছে তাঁর। এর মধ্যে রয়েছে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সরকারি আধিকারিক এবং কূটনীতিকদের ভিসাহীন ভাবে যাতায়াতের সুবিধা সংক্রান্ত চুক্তিটি। এছাড়া দু'দেশের বাণিজ্য সংক্রান্ত জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন, সাংস্কৃতিক বিনিময়, দু'দেশের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমির মধ্যে সমন্বয় স্থাপন, দুই রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ মউ চুক্তি।

শ্রীকৃষ্ণ মাখন চোর নন, মন্তব্য মোহনের

ভোপাল, ২৩ অগাস্ট : যশোদা-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের মাখন চুরির কাহিনী শোনেননি এমন মানুষ ভূ-ভারতে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। নটখট নন্দলাল বা হাতেমুখে মাখন লেগে থাকা বালগোপালের ছবি বহু কৃষ্ণভক্তের ঠাকুরঘরে শোভা পায় বহু যুগ ধরে। অথচ শ্রীকৃষ্ণের এই দুষ্টুমিষ্টি ছবি ও গল্পে এবার রাজনীতির বজ্রাঘাত শুরু হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব তীব্র আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, 'কৃষ্ণকে কিছুতেই মাখন চোর বলা যাবে না। কারণ, কৃষ্ণের এই মাখন চুরি করে খাওয়া আসলে কংসের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।' শ্রীকৃষ্ণকে এক বিদ্রোহীর সঙ্গে তুলনা করে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'যা কিছু কৃষ্ণের প্রাপ্য ছিল সেইসব কংস দখল করে নিয়েছিল। সেই ক্রোধ থেকেই কৃষ্ণ তাঁর গোয়ালা বন্ধুদের সঙ্গে মিলে হাঁড়ি ভেঙে মাখন খেতেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহ করা। কিন্তু সেটা না জেনে আমরা ওঁর বিদ্রোহকে মাখন চোরের মতো উপাধি দিয়েছি।'

স্বাভাবিকভাবেই মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর এহেন মন্তব্যে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। কংগ্রেসের বক্তব্য, ইতিহাসের পর এবার শ্রীকৃষ্ণের জন্মবৃত্তান্ত এবং জীবনকাহিনীও বিকৃত করতে চাইছে বিজেপি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতা উমঙ্গ সিংহার বলেন, 'ইতিহাসের নিজস্ব সংস্করণ লিখতে চাইছেন মোহন যাদব। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কৃষ্ণের লীলাখেলা লিপিবদ্ধ ও উদযাপিত হয়েছে। এবার কি উনি সনাতন ধর্মের প্রাচীন গল্পগাথাগুলিকেও বদলে ফেলতে চাইছেন?' মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ভালো চোখে দেখছেন না কৃষ্ণভক্তরাও।

পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে হত দুষ্কৃতী

লখনউ, ২৩ অগাস্ট : উত্তরপ্রদেশের আজমগড়ে শুক্রবার গভীর রাতে পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীর। তার মাথার দাম ছিল একলক্ষ টাকা। ২০১১ সাল থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল শংকর কনোজিয়া।

বারাণসী পুলিশের এসটিএফ গোপন সূত্রে খবর পায়, আজমগড়ে দলবল নিয়ে হাজির হয়েছে শংকর। বড় কোনও কাণ্ড ঘটানোর পরিকল্পনা ছিল আজমগড়ে। খবর পেয়েই ইনস্পেকটর পুনীত সিং পরিহারের নেতৃত্বে আজমগড়ে পৌঁছোয় বারাণসী পুলিশের এসটিএফ। তাদের দাবি, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়েই তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে শংকর। হামলার

মুখে পড়ে পালটা গুলি চালায় পুলিশও। দু'পক্ষের মধ্যে কয়েক রাউন্ড গুলির লড়াই চলে। সেই সংঘর্ষে গুরুতর জখম হয় শংকর। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ইন্দিরাপুরমের অ্যাডিশনাল ডেপুটি পুলিশ কমিশনার অভিষেক শ্রীবাস্তব জানিয়েছেন, শংকরের দলের বাকি দুষ্কৃতীদের খোঁজ চলছে। শংকরের কাছ থেকে একটি ৯ এমএম কার্বাইন, ৯ এমএমের একটি পিস্তল, একটি কুকরি এবং প্রচুর কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। ২০১১ সাল থেকে পুলিশের নজর এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল ওই দুষ্কৃতী। ওই বছরেই দোহরিঘাট এলাকায় লুটপাটের সময় বিন্ধাচল পান্ডে নামে এক ব্যক্তির গলা কেটে খুন করে দেহ লোপাট করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। তারপর থেকে একের পর এক লুট, অপহরণ, খুনের মামলায় নাম জড়ায় শংকরের। তার মাথার দাম একলক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল বারাণসী পুলিশ।

দুষ্কর্মে মৃত্যুদণ্ডই 'সাধারণ সাজা' সৌদিতে

রিয়াধ, ২৩ অগাস্ট : অপরাধীর নিস্তার নেই। প্রায় সব অপরাধের শাস্তি একটাই, মৃত্যুদণ্ড। এমনই ঘটে চলেছে সৌদি আরবে। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি ক্রমাগত উচ্চ হারে বাড়ছে সেখানে। বিগত ছয় মাসে ১৮০ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এমনকি একদিনে আটজনের সর্বোচ্চ সাজা হয়েছে এমন উদাহরণও রয়েছে। তাজির নামে একটি ব্যবস্থার অধীনে বিচারকদের সাজা ঘোষণার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সৌদিতে। এর মাধ্যমে আদালতগুলি ধারাবাহিকভাবে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করে চলেছে।

অতীতে যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি সীমিত করা হবে। কিন্তু জুলাইতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রকাশিত রিপোর্ট এবং স্থানীয় একটি সংবাদ সংস্থার তথ্য বলছে, ২০১৪ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত ১,৮১৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে সৌদি আরবে।

বিদেশি নাগরিক, যাঁরা কাজের খোঁজে সেদেশে পাড়ি দিয়েছেন, আইনি লড়াইয়ের সামর্থ্য নেই, রয়েছে ভাষাগত সমস্যা, তাঁদের এই চূড়ান্ত সাজা হওয়ার প্রবণতা তুলনায় বেশি। বিগত ১০ বছরে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড পেয়েছেন পাকিস্তানিরা। ১৫৫ জন। পিছিয়ে নেই সিরিয়া (৬৬ জন) ও জর্ডন (৫০ জন) থেকে আসা নাগরিকরা।

অন্যদিকে, মাদক বিরোধী অভিযানও জারি রেখেছে মধ্য এশিয়ার দেশটি। দেশকে মাদকমুক্ত রাখতে মাদক-অপরাধীদের জন্য প্রতিনিয়ত ঘোষণা হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডের সাজা। বিগত ১০ বছরে মৃত্যুদণ্ড প্রাপকদের বেশিরভাগের বিরুদ্ধে মাদক সংক্রান্ত অপরাধে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন এলাকা থেকে বাজেয়াপ্ত হচ্ছে বিপুল পরিমাণ মাদক। জাতিসংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী, সৌদি আরবের বিভিন্ন এলাকায় সক্রিয় মাদক পাচার চক্র।

আমেরিকায় পার্সেল আর পাঠাবে না ভারতীয় ডাক বিভাগ

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানোর ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করল ভারতীয় ডাক বিভাগ। আপাতত আমেরিকায় কোনও চিঠি বা পার্সেল পাঠানো যাবে না। চলতি মাসের শেষ থেকেই কার্যকর হচ্ছে নয়া নিয়ম। তবে কিছু ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি আমেরিকা শুল্কনীতিতে বড় পরিবর্তন করেছে, যা চলতি মাসের শেষের দিক থেকে কার্যকর হবে। সেই আবহে এবার ভারতও আমেরিকার সঙ্গে ডাক যোগাযোগ আপাতত সীমিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গত ৩০ জুলাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন একটি নির্দেশিকা জারি করে জানায়, এতদিন ৮০০ মার্কিন ডলার মূল্য পর্যন্ত কোনও সামগ্রী আমেরিকার বাইরে পাঠানোর ক্ষেত্রে শুল্ক গুনতে হত না। তবে এবার সেই নিয়ম পালটে যাচ্ছে। শুল্কমুক্ত পরিষেবা স্থগিত করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তারপরেই ভারতীয় ডাক বিভাগ পরিষেবা সাময়িক স্থগিতের কথা জানিয়েছে।

ডাক বিভাগ বলেছে, আগামী ২৯ অগাস্ট থেকে আমেরিকায় পাঠানো সমস্ত ডাক পণ্যে তাদের মূল্যের ভিত্তিতে শুল্ক আরোপ করা হবে। সেই শুল্ক নির্ধারণ করা হবে 'আন্তর্জাতিক জরুরি অর্থনৈতিক শক্তি আইন'-এর অধীনে। বলা হয়েছে, শুধুমাত্র ১০০ মার্কিন ডলার পর্যন্ত মূল্যের উপহার সামগ্রী শুল্কমুক্ত থাকবে।

ভারতীয় ডাক বিভাগ ২৯ অগাস্ট থেকে পরিষেবা স্থগিতের কথা জানালেও ২৫ অগাস্টের পর থেকেই আমেরিকায় পাঠানোর ক্ষেত্রে কোনও চিঠি বা সামগ্রীর বুকিং হবে না। বিমান সংস্থাগুলি জানিয়েছে, ২৫ অগাস্টের পরে তারা আর আমেরিকায় পাঠানো কোনও পার্সেল নিয়ে যেতে পারবে না। সেই কারণেই ভারতীয় ডাক বিভাগ আমেরিকার জন্য সব ধরনের সামগ্রীর বুকিং স্থগিত রাখছে।

যেসব গ্রাহক ইতিমধ্যে আমেরিকায় পার্সেল পাঠানোর জন্য বুকিং করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও নতুন নিয়ম বলবৎ হচ্ছে। ওই সব গ্রাহকের পার্সেল পাঠানো যাবে না বলেই জানিয়েছে ডাক বিভাগ। তবে বুকিংয়ের জন্য গ্রাহকেরা যা খরচ করেছেন, তা ফেরত দেওয়া হবে। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে

যত দ্রুত সম্ভব আমেরিকায় পরিষেবা সম্পূর্ণভাবে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শুধু ভারত নয়, অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, বেলজিয়ামের মতো দেশগুলিও আমেরিকায় ডাক পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রেখেছে। মস্কোর সঙ্গে নয়াদিল্লির বাণিজ্যিক সম্পর্কের কারণে আমেরিকা এবং ভারতের মধ্যে কূটনৈতিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের ওপর অতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী ২৭ অগাস্ট থেকে তা কার্যকর হওয়ার কথা।

ইউক্রেনে কিম-বাহিনী

পিয়ং ইয়ং, ২৩ অগাস্ট : ইউক্রেনে রুশ সেনাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে উত্তর কোরিয়ার বাহিনী। কয়েকমাস ধরে এমনই দাবি করছিল ভোলোদিমির জেলেনস্কির সরকার। কিন্তু এতদিন তাদের সেই দাবির সত্যতা স্বীকার করেনি রাশিয়া বা উত্তর কোরিয়া। শেষপর্যন্ত অবশ্য ইউক্রেনে সেনা পাঠানোর কথা মেনে নিলেন উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন। সম্প্রতি ইউক্রেন যুদ্ধে নিহত ১০১ জন উত্তর কোরীয় সেনার ছবির সামনে বসে প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন তিনি। উত্তর কোরিয়ার সরকারি সংবাদমাধ্যম সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি কিমের সেই শ্রদ্ধা জানানোর ছবি প্রকাশ করেছে।

নিহত সেনা সদস্যদের শহিদ ঘোষণা করে উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট তাঁর শোকবার্তায় লিখেছেন, 'আমাদের দেশের ওই সাহসী তরুণদের অমূল্য জীবন রক্ষা করতে না পেরে আমার খারাপ লাগছে। নিহতদের পরিজনদের কাছে আমি ক্ষমা চাইছি।'

বিবাহ-জালিয়াতি

জম্মু, ২৩ অগাস্ট : ভুয়ো বিবাহের ফাঁদ পেতে বরপক্ষের থেকে মোটা অঙ্কের টাকা হাতানোর চক্র ভালোই কাজ করছিল। আখনুরে তিনটি এবং নাগরোটায় দুটি সহ মোট পাঁচটি ঘটনা সামনে এসেছিল। শনিবার অবশেষে ওই চক্রের ৫ জনকে গ্রেপ্তার করে সেই চক্রের পর্দা ফাঁস করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের একজন মহিলাও রয়েছেন। সম্প্রতি ধানা চাপরির বাসিন্দা দীপক কুমার বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলেন দোরি দাগের রসপাল চাঁদকে। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বাইরে বিবাহের অনুষ্ঠান করানোর জন্য তাঁর থেকে ৩ লক্ষ টাকা দাবি করেছিলেন। বিবাহের পর নববধূ পালিয়ে যান।

নতুন ঠিকানায় কেন্দ্রের সদর দপ্তর

নবনীতা মণ্ডল

নর্থ ও সাউথ ব্লকের দিন শেষ

নয়াদিল্লি, ২৩ অগাস্ট : ভারতের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু, দিল্লির ঐতিহ্যবাহী রাইসিনা হিলসের দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যাচ্ছে। নর্থ ব্লক ও সাউথ ব্লকের সুউচ্চ, ঐতিহাসিক ভবনগুলি থেকে একে একে সরে যাচ্ছে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের নীরব সাক্ষী এই ভবনগুলি এখন রূপান্তরিত হতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম জাদুঘরে– 'যুগে যুগে ভারত জাতীয় সংগ্রহশালা'য়। এই স্থানান্তর একদিকে যেমন নতুন যুগের সূচনা করেছে, তেমনই পুরোনো সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে জাগিয়ে তুলেছে গভীর নস্টালজিয়া।

নর্থ ব্লকের খালি হচ্ছে করিডর

নর্থ ব্লকের নির্মাণ ১৯৩১ সালে শেষ হয়েছিল। গত ৯৪ বছর ধরে স্বরাষ্ট্র, অর্থের মতো গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকগুলির প্রাণকেন্দ্র ছিল সেটি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্র থেকে স্বাধীন ভারতের নীতি নির্ধারণের পীঠস্থান হয়ে ওঠা এই ভবন এখন অনেকটাই নিঝুম। করিডর ধরে এখন আর কর্মব্যস্ততার সেই চিরচেনা গুঞ্জন শোনা যায় না। ফাইলপত্র, স্টেশনারি এবং কম্পিউটার যত্ন সহকারে বাক্সবন্দি করা হচ্ছে। এমনকি, মহাত্মা গান্ধির ছবি থেকে শুরু করে অন্যান্য শিল্পকর্মও সযত্নে মোড়ানো হচ্ছে। কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া এক মাস আগে শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন মন্ত্রকের একজন করে নোডাল অফিসার এই কাজটি সমন্বয় করছেন।

কর্মকর্তারা বলছেন, ই-অফিস পোর্টালের কারণে অধিকাংশ ফাইল ডিজিটাল হয়ে যাওয়ায় স্থানান্তরের কাজটি অনেকটাই সহজ হয়েছে। তবে কিছু সংবেদনশীল ফাইল এখনও হাতে-কলমে সরানো হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এরই মধ্যে 'কর্তব্য ভবন ৩'-এ তাদের নতুন কার্যালয়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। ৬ অগাস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন। তবে অর্থমন্ত্রকের স্থানান্তরের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

সাউথ ব্লকের নতুন যাত্রা

অন্যদিকে সাউথ ব্লকে ছিল প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় (পিএমও), প্রতিরক্ষা এবং বিদেশ মন্ত্রকের সদর দপ্তর। সেপ্টেম্বরে ওই মন্ত্রকগুলিও স্থানান্তরিত হবে। পিএমও উঠে যাচ্ছে বিজয় চকের কাছে নতুন নির্মিত 'এগজিকিউটিভ এনক্লেভ'-এ। এটি সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের অধীনে নির্মিত একটি অত্যাধুনিক ভবন। এর কাছেই প্রধানমন্ত্রীর নতুন বাসভবন, ক্যাবিনেট সচিবালয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা সচিবালয়ও তৈরি হচ্ছে। এই বিন্যাসটিকে অনেকে সাম্রাজ্যবাদী অতীত থেকে ভারতের মুক্তির প্রতীক হিসেবে দেখছেন। নতুন ভবনগুলিতে অত্যাধুনিক সুবিধা যেমন কাঁচের কেবিন এবং অ্যাকসেস কন্ট্রোল সিস্টেম রয়েছে।

সুবিধা বনাম ঐতিহ্য

নতুন দপ্তরগুলিতে স্থান সংকুলানের সমস্যা কমবে বলে কর্মকর্তারা আশা করছেন। বহু বছর ধরে পুরোনো ভবনগুলিতে জায়গার অভাবে ছোট ছোট কক্ষগুলিকে ভাগ করে অতিরিক্ত কর্মীর জায়গা করা হয়েছিল। কর্মীরা জানান, নতুন ভবনগুলির ক্যান্টিন এবং কর্মপরিবেশ ভালো হওয়ায় তাঁরা খুশি। তবে নতুন 'ওপেন-প্ল্যান' লেআউট নিয়েও কিছু বিতর্ক রয়েছে। সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট সার্ভিস ফোরামের পক্ষ থেকে পিএমও-তে একটি চিঠি পাঠিয়ে গোপনীয়তার অভাব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রাক্তন কর্মকর্তারা এই পরিবর্তনের সঙ্গে মিশে থাকা নস্টালজিয়া ভাগ করে নিচ্ছেন। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব জিকে পিল্লাই বলেন, 'সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা এই ভবনগুলিতে কাজ করেছেন। পুরোনো কর্মচারীরা সেই সব ঐতিহাসিক মিটিংয়ের গল্প বলতেন। নতুন প্রজন্ম সেই ইতিহাসের অনুভব থেকে বঞ্চিত হবে।' তবে সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রাক্তন আইএএস অফিসার দুর্গা শংকর মিশ্র, মনে করেন নতুন ভবনগুলি দক্ষতা ও সমন্বয়ের দিক থেকে সরকারের কার্যকারিতা বাড়াবে।

সন্তানকে উপহার দিন ‘চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড’

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

উচ্চশিক্ষার খরচ দিনদিন বাড়ছে। সন্তানের উচ্চশিক্ষার খরচ জোগাতে হিমসিম খেতে হয় বাবা-মাকে। এই সমস্যার সমাধানে বড় ভূমিকা নিতে পারে চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড। সন্তানের জন্য আজই লগ্নি করুন এই ফান্ডে। যা ভবিষ্যতে আপনার সন্তানের জন্য বড় উপহার হয়ে উঠবে।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড কী?

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড হল এমন একটি মিউচুয়াল ফান্ড যা সন্তানের ভবিষ্যৎ প্রয়োজন যেমন উচ্চশিক্ষা, বিয়ে ইত্যাদি পূরণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়। এক কথায় সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে সাহায্য করে অভিভাবককে।

এদেশের অধিকাংশ চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড ইকুইটি এবং ডেট উভয় ইনস্ট্রুমেন্টের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। অভিভাবকের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং কতদিন লগ্নি করতে চান, এই দুই বিষয় বিবেচনা করে এই ফান্ড নির্বাচন করতে হয়। সাধারণত ৫ বছরের লক-ইন পিরিয়ড থাকলেও সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত এর মেয়াদ বাড়ানো যেতে পারে।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য কী?

এই ফান্ডের উদ্দেশ্য হল ভবিষ্যতে সন্তানের উচ্চশিক্ষা, বিয়ে বা অন্য কোনও বড় খরচের জন্য অর্থের উৎস তৈরি করা। এছাড়াও এটি একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের বিকল্প, যেখানে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভালো রিটার্ন পাওয়া যায় যা সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়তে সাহায্য করবে।

কারা বিনিয়োগ করবেন?

এই ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড তৈরিই করা হয়েছে পিতা-মাতার জন্য। কন্যাসন্তানের জন্য ডাকঘরে সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা বা পুত্রসন্তানের জন্য বিভিন্ন ফিক্সড ডিপোজিট এবং পিপিএফ সহ একাধিক নিশ্চিত আয়ের প্রকল্প রয়েছে। তবে এই ধরনের প্রকল্পে রিটার্ন পূর্ব নির্ধারিত এবং সীমিত হয়। বড় কর্পাস এবং উঁচু হারে রিটার্ন পেতে চাইলে এবং ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে সন্তানের জন্য অবশ্যই বিনিয়োগ করতে পারেন পিতা-মাতারা।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের বৈশিষ্ট্য

■ এই ধরনের ফান্ডের ন্যূনতম লক-ইন পিরিয়ড ৫ বছর। প্রয়োজনে তা সন্তানের ১৮ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে।

■ এই ফান্ডগুলি ডেট এবং ইকুইটির সংমিশ্রণে তৈরি হয়। ফলে ঝুঁকি এবং রিটার্নের ভারসাম্য বজায় থাকে।

■ সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক হলে ফান্ডে বিনিয়োগের মালিকানা তার কাছে হস্তান্তর করা যায়।

■ এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করলে আয়করে ছাড় পাওয়া যায়।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের সুবিধা

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের একাধিক সুবিধা রয়েছে।

■ **দীর্ঘমেয়াদি বৃদ্ধি :** এই ধরনের ফান্ডে দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ করা যায়। সন্তানের উচ্চশিক্ষা বা বিয়ের মতো লক্ষ্যগুলির জন্য যা আদর্শ। অন্যান্য অনেক বিকল্পের তুলনায় এই ফান্ডে রিটার্নও বেশি হয়।

■ **সুশৃঙ্খল সঞ্চয় :** নিয়মিতভাবে এই ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করলে পিতা-মাতার যেমন আর্থিক শৃঙ্খলা তৈরি হয়, তেমনই সন্তানও দীর্ঘমেয়াদে সঞ্চয়ের সুফল শিখতে পারবে।

■ **পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য :** লগ্নিকারীদের পোর্টফোলিওতে এই ফান্ড বৈচিত্র্য এবং ভারসাম্য আনবে। এর পাশাপাশি ঝুঁকি কমিয়ে রিটার্ন বাড়াতে সাহায্য করবে।

■ **ফান্ডের বৈচিত্র্য :** চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড ইকুইটি এবং ডেট ইনস্ট্রুমেন্টের সংমিশ্রণে তৈরি। যাঁদের ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বেশি তাঁরা সেই ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন, যেখানে ইকুইটিতে লগ্নির পরিমাণ বেশি। যাঁরা স্থিতিশীল রিটার্ন আশা করবেন, তাঁরা সেই ফান্ড বেছে নিতে পারেন, যেখানে ডেট ইনস্ট্রুমেন্টে বেশি লগ্নি করা হয়।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের করযোগ্যতা

■ এই ফান্ডে বিনিয়োগ করলে ৮০সি ধারায় আয়কর ছাড় পাওয়া যায়। এই ধারায় ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় পাওয়া যায়।

■ এই ফান্ড থেকে অর্জিত সুদ করমুক্ত হয়।

■ সুদ বাবদ আয় বার্ষিক ৬৫০০ টাকার বেশি হলে প্রতি সন্তানের জন্য ১৫০০ টাকা বার্ষিক ছাড় পাওয়া যায়।

■ মেয়াদ পূর্তির পর প্রাপ্য মুনাফায় কর ধার্য করা হয়।

চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ডের অসুবিধা

■ যে কোনও মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নির মতো এখানেও লগ্নিতে ঝুঁকি রয়েছে।

■ লক-ইন পিরিয়ডের আগে টাকা তুলে নিলে বড় অঙ্কের জরিমানা দিতে হয়।

বিনিয়োগের আগে জানতে হবে

আপনার আর্থিক লক্ষ্য স্থির করার পর ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা বিচার করতে হবে। তারপরই বেছে নিতে হবে বাজারে চালু থাকা কোনও চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড। তবে যাচাই করতে হবে-

■ সংশ্লিষ্ট মিউচুয়াল ফান্ড সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য।

■ ফান্ডে লগ্নির খরচ।

■ ফান্ড ম্যানেজারের ট্র্যাক রেকর্ড।

■ ফান্ডের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের অঙ্ক।

■ নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফান্ডের অতীত পারফরমেন্স।

এছাড়াও প্রয়োজন হলে আর্থিক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া যেতে পারে।

সেরা কয়েকটি চিলড্রেন্স মিউচুয়াল ফান্ড	৩ বছরে বার্ষিক রিটার্ন (শতাংশ)
■ এসবিআই ম্যাগনাম চিলড্রেন্স বেনিফিট ডিরেক্ট গ্রোথ	২০.৪৬
■ আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল চাইল্ড কেয়ার	১৬.০২
■ এইচডিএফসি চিলড্রেন্স ফান্ড	১৫.৮৫
■ টাটা ইয়ং সিটিজেন্স ডিরেক্ট	১৩.২২
■ এসবিআই ম্যাগনাম চিলড্রেন্স বেনিফিট প্ল্যান ডিরেক্ট	১২.১৭
■ আদিত্য বিড়লা সান লাইফ বাল ভবিষ্য যোজনা	১২.০৮
■ এলআইসি এমএফ চিলড্রেন্স	১১.৭৩
■ ইউটিআই চিলড্রেন্স ইকুইটি ফান্ড	২০.৭০

সতর্কীকরণ : লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

২৭ অগাস্ট থেকে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক?

প্রভাব পড়তে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজারে

বোধিসত্ত্ব খান

১৫ অগাস্ট আলাস্কায় পুতিন-ট্রাম্প সাক্ষাৎকারের পর মনে হয়েছিল, বরফ বোধহয় সত্যিই গলল। শুধু বিশ্ব বাজার নয়, ভারতীয় শেয়ার বাজারে পরপর ছয়দিন লাগাতার উত্থান হয়। যে সেক্টরগুলো বড় আঘাত পেয়েছিল, তাদেরই অন্তর্গত বিভিন্ন কোম্পানিতে ভালো উত্থান আসে। উপরন্তু প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে যে সেক্টরগুলোর উল্লেখ ছিল, সেই সেক্টরগুলোও ভালো পারফরমেন্স দেখায় এই সময়কালে। এর মধ্যে রয়েছে সেমিকনডাক্টর, নিউক্লিয়ার এনার্জি, ডিফেন্স, এনার্জি প্রভৃতি।

তবে যে ঘোষণা বিনিয়োগকারীদের দারুণ উজ্জীবিত করে তোলে, তা জিএসটি সংক্রান্ত। দীপাবলির সময় থেকে বিভিন্ন পণ্যের ওপর জিএসটি মূলত দুটো ভাগে বসানো হবে বলে প্রস্তাবনা রয়েছে। একটি ৫ শতাংশ এবং অন্যটি ১৮ শতাংশ। কেন এমনটি হবে এবং এর ফলে কী সুবিধা হবে? প্রথমত, যে পণ্যগুলির ওপর ২৮ শতাংশ জিএসটি বসত, সেগুলোর প্রতি আকর্ষণ থাকলেও বহু মানুষ সেই পণ্যগুলিকে এড়িয়ে যেতেন, তা শহর হোক বা গ্রামাঞ্চলের। সেগুলি ১৮ শতাংশে নেমে এলে স্বাভাবিকভাবেই গ্রাহকরা তাদের প্রতি পুনরায় আকর্ষণ অনুভব করবেন।

এছাড়াও অন্যান্য যে পণ্যগুলির ওপর অতিরিক্ত জিএসটি বসত, সেগুলিতেও ৫ শতাংশ জিএসটি বসলে তা সুলভ হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই গ্রাহকের খরচ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে। এই সবকিছুই ভারতের জিডিপি বৃদ্ধিতে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে। তবে বিগত শুক্রবার, ৬ দিন লাগাতার উত্থানের পর ভারতীয় শেয়ার বাজারে সংশোধন আসে। প্রতি সেক্টর ধরেই পতন এসেছে। অনেক বিশেষজ্ঞ যেখানে এই সংশোধনকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক মনে করছেন, সেখানে অনেকেই মনে করছেন, আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারাল ব্যাংক ইন্টারেস্ট রেট নাও কমাতে পারে। এমন আতঙ্কে বহু বিনিয়োগকারী তথা ট্রেডাররা শেয়ার বিক্রি করে লাভ ঘরে তুলেছেন।

তবে ২২ অগাস্ট আমেরিকার শেয়ার বাজারে দারুণ উত্থান আসে। এস অ্যান্ড পি ১.৫২ শতাংশ এবং ন্যাসড্যাক ১.৮০ শতাংশ উত্থান দেখে। ওইদিন ফেডারাল ব্যাংকের মুখ্য অধিকর্তা জেরম পাওয়েল ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, আমেরিকায় হয়তো বা ইন্টারেস্ট তাঁরা কমাতে পারেন।

এর মধ্যে তিনি আমেরিকায় মূল্যবৃদ্ধি, বেরোজগারি প্রভৃতির কথা উল্লেখ করেন।

শুক্রবার ভারতীয় শেয়ার বাজারে যে সংশোধন আসে, তার পিছনে আমেরিকার জনপ্রতিনিধি পিটার ন্যাভারোর ভারতবর্ষের প্রতি একটি অত্যন্ত অবমাননাকর মন্তব্যকে দায়ী বলা যেতে পারে। তিনি জানিয়েছেন যে, ভারতের ওপর অতিরিক্ত যে ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানোর প্রস্তাব রয়েছে, তা ২৭ অগাস্টের পর পিছোনো হবে না। তাঁর কথা অনুযায়ী, রাশিয়া নিজের নোংরা কর্মকাণ্ডকে মান্যতা দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষকে ব্যবহার করে। যাই ঘটুক না কেন, ভারত যে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা ছাড়বে না, তা বোঝা গিয়েছে সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসের জন্য সরকারি কোম্পানিগুলির রাশিয়াকে অর্ডার দিয়ে দেওয়ায়। ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক বসলে ভারতের প্রায় ৫০ শতাংশ বাণিজ্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং তার পরিমাণ দাঁড়াতে পারে প্রায় ৪৫ বিলিয়ন ডলারের। এটাকে অর্থনীতির ভাষায় বলা হয় ডেডওয়েট লস বা চিরকালীন ক্ষতি হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। অর্থাৎ না ক্রেতা কিনতে পারছেন, না বিক্রেতা বিক্রি করতে পারছেন।

শুক্রবার নিফটিতে প্রায় ২১৩ পয়েন্টে সংশোধন এসেছে এবং সেনসেক্সে পতন হয়েছে ২৯৩ পয়েন্টের মতো। বলতে গেলে সমস্ত সেক্টরেই কমবেশি পতন হয়েছে। যেমন- নিফটি ব্যাংক নেমেছে (-১.০৯ শতাংশ), বিএসই এফএমসিজি (-১.০৪ শতাংশ) এবং বিএসই মেটালস (-১.২৭ শতাংশ)। তবে বাজারে পতন সত্ত্বেও বেশকিছু কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের নতুন উচ্চতা লাভ করে। এর মধ্যে রয়েছে ইউনো মিন্ডা, লেমনটি, জেএম ফিন্যান্সিয়াল, ওয়ান ৯৭ পেটিএম, কামিন্স প্রভৃতি। যে কোম্পানিগুলিতে সর্বাধিক উত্থান হয়, তার মধ্যে রয়েছে পিবিসিএল ২০ শতাংশ, কেম বন্ড কেমিক্যালস ২০ শতাংশ, ইজমো ২০ শতাংশ, অ্যাপোলো মাইক্রো সিস্টেমস (১৪.৫৮ শতাংশ), এরিস অ্যাগ্রো (১২.৯৪ শতাংশ) প্রভৃতি। রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের এজিএম রয়েছে শুক্রবার ২৯ অগাস্ট। এখানে রিলায়েন্স জিওর ডিমার্জার নিয়ে কোনও কথা থাকবে কি না, তার জন্য বিনিয়োগকারীদের দারুণ আগ্রহ রয়েছে। এই ডিমার্জার যদি ঘোষিত হয়, তা বিনিয়োগকারীদের জন্য ভ্যালু আনলকিং করতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। যাই হোক, বাজার বিগত একমাস ধরেই ১ হাজার পয়েন্টের একটি গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

টানা ৬ দিনের উত্থানের ধারা রোধ করে সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে বড় অঙ্কের পতন হল শেয়ার বাজারে। নিফটি ফের নেমে এল ২৫ হাজারের নীচে। সপ্তাহ শেষে নিফটি থিতু হয়েছে ২৪৮৭০.১০ পয়েন্টে। একইভাবে সেনসেক্স সপ্তাহ শেষে পৌঁছেছে ৮১৩০৬.৮৫ পয়েন্টে। শেষদিনের ধাক্কা সত্ত্বেও চলতি সপ্তাহে নিফটি ও সেনসেক্স উঠেছে যথাক্রমে ২৩৮.৮ এবং ৭০৯.১৯ পয়েন্ট। সূচক উঠলেও এখনও অস্থিরতা বজায় থাকল শেয়ার বাজারে। তাই আগামী কয়েকদিন বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে লগ্নিকারীদের। গুণগতমানে ভালো শেয়ার বাছাইয়ের পাশাপাশি লগ্নি করতে হবে দীর্ঘ মেয়াদে। কোনও একটি শেয়ারে লগ্নি না করে লগ্নি ছড়িয়ে দিতে হবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভালো সংস্থার শেয়ারে। এর পাশাপাশি বিরত থাকতে হবে দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে। শেয়ার বাজারের প্রাথমিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দিলে তবেই শেয়ার বাজার থেকে মুনাফা করা যাবে।

শেয়ার বাজারের সাম্প্রতিক উত্থানে সবথেকে বড় ভূমিকা নিয়েছে জিএসটি সংস্কার এবং আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা এস অ্যান্ড পি গ্লোবালের ভারতের রেটিং বৃদ্ধি করা। জিএসটির ৪টি স্ল্যাব ৫, ১২, ১৮, ২৮ শতাংশ থেকে কমিয়ে দুটি স্ল্যাব ৫ এবং ১৮ শতাংশ করার প্রস্তাব জিএসটি কাউন্সিলে পাশ হলে বিভিন্ন পণ্যের দাম এক ধাক্কায় অনেকটাই কমবে। এর পাশাপাশি স্বাস্থ্য এবং জীবন বিমায় জিএসটি তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। সব মিলিয়ে ২০১৭-এ জিএসটি চালু হওয়ার পর এই প্রথম বড় ধরনের সংস্কারের পরিকল্পনা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। যা শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে শেয়ার বাজারের পতনে যে বিষয়গুলি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল- টানা উত্থানের পর শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তোলা, ২৭ অগাস্ট থেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাড়তি ২৫ শতাংশ অর্থাৎ মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হওয়া, প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের ভারতীয় পণ্যের ওপর এই শুল্ক বৃদ্ধির প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা, রাশিয়া-ইউক্রেন সমঝোতা হওয়ার সম্ভাবনা কমে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি। এই প্রভাব আরও কয়েকদিন শেয়ার বাজারে থাকতে পারে।

এত নেতিবাচক বিষয়ের মাঝে শুক্রবার আশার কথা শুনিয়েছেন মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের চেয়ারম্যান জেরেমি পাওয়েল। তিনি দ্রুত সুদের হার কমানোর ইঙ্গিত দিয়েছেন। ১৬-১৭ সেপ্টেম্বর বৈঠকে বসবে ফেডারেল রিজার্ভ। সেই বৈঠকে সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে, যা আগামী দিনে শেয়ার বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। শুক্রবার পাওয়েলের বক্তব্য সামনে আসার পর মার্কিন শেয়ার বাজার চাঙ্গা হয়েছে। সোমবার এর প্রভাব পড়তে পারে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

অন্যদিকে সোনা-রুপোর দাম এখন স্থিতিশীল হলেও উৎসবের মরশুমে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **কল্যাণ জুয়েলার্স :** বর্তমান মূল্য-৫১১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৯৫/৩৯৯, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৪৮৫-৫০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫২৭৪৫, টার্গেট-৬২০।

■ **ভারত ইলেক্ট্রনিক্স :** বর্তমান মূল্য-৩৭৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৩৬/২৪০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৬০-৩৭০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৭৪০০৭, টার্গেট-৪৬২।

■ **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া :** বর্তমান মূল্য-৮১৬, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৭৫/৬৮০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৭৮৫-৮১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৫৩৪৪৯, টার্গেট-৯২০।

■ **ভারতী এয়ারটেল :** বর্তমান মূল্য-১৯৩৩, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২০৪৫/১৪৭৯, ফেস ভ্যালু-৫, কেনা যেতে পারে-১৮৭০-১৯১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১২১৩৪৮, টার্গেট-২১৫০।

■ **সিডিএসএল :** বর্তমান মূল্য-১৫৭৪, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৯৮৯/১০৪৭, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১৫০০-১৫৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩২৯০৪, টার্গেট-১৭৮০।

■ **ইমামি :** বর্তমান মূল্য-৬১১, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬০/৫০৭, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৫৮০-৬০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৬৭১১, টার্গেট-৭২৫।

■ **সুজলন এনার্জি :** বর্তমান মূল্য-৫৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৮৬/৪৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৫০-৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮০১৯৫, টার্গেট-৮০।

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : হিন্দুস্থান কপার

● **সেক্টর :** মেটাল-নন ফেরাস ● **বর্তমান মূল্য :** ২৩৭ ● **এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন :** ৩৫৩/১৮৩ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ২৩০১৩ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ৫ ● **বুক ভ্যালু :** ২৪.৯০ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.৬১ ● **ইপিএস :** ৫.০৩ ● **পিই :** ৪৭.৩১ ● **পিবি :** ৯.৫৬ ● **আরওসিই :** ২৪.০ শতাংশ ● **আরওই :** ১৮.৯ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ৩০০

একনজরে

■ ১৯৬৭-তে প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা খনি থেকে কপার (তামা) উত্তোলন থেকে শুরু করে তা বিভিন্ন বিক্রয়যোগ্য কপার পণ্য তৈরি করে।

■ দেশের কপার খনিগুলির ৮০ শতাংশেরও বেশি এই সংস্থার হাতে রয়েছে।

■ গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়গ্রাম রাজ্যে এই সংস্থার কারখানা রয়েছে।

■ সংস্থার মোট আয়ের ৫৭ শতাংশেরও বেশি আসে রপ্তানি থেকে।

■ ন্যালকো এবং এমইসিএলের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে বিদেশের বিভিন্ন স্থানে খনিজ আকরিকের খোঁজ করে।

■ শাখা সংস্থা ছত্তিশগড় কপার লিমিটেডের ৭৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে এই সংস্থার হাতে।

■ ঋণের বোঝা ধারাবাহিকভাবে কমিয়ে চলেছে হিন্দুস্থান কপার।

■ নিয়মিত ডিভিডেন্ড দেয় এই সংস্থা।

■ হিন্দুস্থান কপারে কেন্দ্রীয় সরকারের শেয়ার রয়েছে ৬৬.১৪ শতাংশ। দেশি ও বিদেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৮.২৪ শতাংশ এবং ৩.৭১ শতাংশ।

■ ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে সংস্থার আয় ৫.২৪ শতাংশ বেড়ে ৫২৬.৬৫ কোটি এবং নিট মুনাফা ১৮.৩৯ শতাংশ বেড়ে ১৩৪.২৫ কোটি টাকা হয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

ছোট্ট তারা

জলপাইগুড়ির সেন্ট পলস স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র নিশান্ত রায় যোগাসন কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে হুলাহুপ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

বৈঠকে রোগীকল্যাণ সমিতি

খবরের জের, দু'ঘণ্টার বৈঠকে একাধিক বিষয়ে আলোচনা

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৩ অগাস্ট : খবরের জেরে শনিবার মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সুপারের ঘরে রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক হল। প্রায় দু'ঘণ্টার বৈঠকে হাসপাতালের পরিষেবার উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী তথা রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান বুলু চিকবড়াইক, মাল পুরসভার চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি, হাসপাতালের সুপার ডাঃ সৌরঞ্জন বসু, মালবাজার থানার আইসি সৌম্যজিৎ মল্লিক, পূর্ত বিভাগের বাস্তুকার জয়ন্ত মণ্ডল, দমকলকেন্দ্রের ওসি বিচিত্র তরফদার সহ হাসপাতালের অন্য চিকিৎসক ও নার্সরা।

সুপারের কথায়, পূর্বনির্ধারিত দিন অনুসারে শনিবার রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকটি হয়েছে। রোগী পরিষেবা যে আরও ভালো করা প্রয়োজন সেটা স্বীকার করে নেয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সেইসঙ্গে অক্টোবর মাসে ফের রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

হাসপাতাল চত্বরে মা ক্যান্টিনের স্থান নির্বাচনে মন্ত্রী। শনিবার।

হাসপাতালে রোগী বা গর্ভস্থ শিশুর মৃত্যু নিয়ে একাধিকবার ধুন্ধুমার কাণ্ড হয়েছে। এমনকি প্রাক্তন সুপারকে বরখাস্তের দাবিতে রাতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভও হয়েছিল। এইসব বিষয় এদিনের বৈঠকে উঠে আসে। রোগী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরিষেবা দিতে আবেদন করা হয় চিকিৎসকদের। একইভাবে নার্সদেরও সতর্ক করা হয়। চা বাগান শ্রমিকদের সাদরি ভাষায় অনেক চিকিৎসক ও নার্স সাবলীল নন। সেক্ষেত্রে অনেক সময় রোগীদের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়। সে ব্যাপারেও ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। এছাড়া প্রসবের পর যেসব ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হয় সেগুলো সরকারি উপায়ে কীভাবে দেওয়া যায় সেই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

পাশাপাশি হাসপাতালে মা ক্যান্টিন তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন মন্ত্রী। এদিন বৈঠকের পর পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে তিনি একটি জায়গা ঘুরে দেখেন। সেখানেই হাসপাতালের রোগীর পরিবারের জন্য মা ক্যান্টিন তৈরির প্রস্তাব দেন মন্ত্রী। মাত্র ৫ টাকায় পুষ্টিকর খাবার বিতরণের ব্যবস্থা থাকবে সেখানে। মন্ত্রীর কথায়, প্রধানত চা বাগানের শ্রমিকদের কথা ভেবেই মা ক্যান্টিনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যদিও ক্যান্টিন তৈরির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সুপারকে। পাশাপাশি চিকিৎসক ও নার্সের শূন্যপদ পূরণের জন্য সুপারকে পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। রোদ ও বৃষ্টিতে রোগীদের যাতায়াতের পথে এবং জরুরি বিভাগের সামনে পর্যাপ্ত শেড তৈরির বিষয়টিও আলোচনায় ছিল। সরকারি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে ওষুধের সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি ডায়ালিসিস ইউনিটের শয্যাসংখ্যা বাড়াতে জোর দিচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

অন্যদিকে, এদিনের বৈঠক নিয়ে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা। বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা বলেন, 'এটা কোনও রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠক নয়, নির্বাচনের জন্য কীভাবে টাকা জোগাড় করা যায় সেটাই এখন মন্ত্রীর মূল লক্ষ্য।' সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্তর বক্তব্য, 'মন্ত্রী নিজের টিকিট আদায়ের জন্য ময়দানে নেমেছেন। এখন এমন বৈঠক অনেক হবে, যা এতকাল হয়নি।'

অ্যাজেন্ডা

- রোগী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রেখে পরিষেবা দিতে আবেদন
- প্রসবের পর যেসব ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হয় সেগুলো সরকারি মাধ্যমে দেওয়ার উপায়
- হাসপাতালে মা ক্যান্টিন তৈরির প্রস্তাব
- রোগীদের যাতায়াতের পথে এবং জরুরি বিভাগের সামনে পর্যাপ্ত শেড তৈরি
- সরকারি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে ওষুধের সংখ্যা বাড়ানো
- ডায়ালিসিস ইউনিটের শয্যাসংখ্যা বাড়াতে জোর

কুমোরটুলির ব্যস্ততা। শনিবার জলপাইগুড়িতে মানসী দেব সরকারের তোলা ছবি।

গণেশ বন্দনার ব্যস্ততা জলপাইগুড়িতে

পান্ডাপাড়ার আকর্ষণ ১০৩ কেজির লাড্ডু

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : উত্তর বা পশ্চিম ভারতে নয়, গণেশ চতুর্থীতে উৎসব যেন জলপাইগুড়িতেও। বাঙালির উৎসবের তালিকায় নয়া সংযোজন যেন। জলপাইগুড়ি শহরে শুরু হয়ে গিয়েছে গণেশপুজোর ব্যস্ততা। পুজো কমিটির বিশেষ করে মহিলা সদস্যরা ঘুরে ঘুরে চাঁদা সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়েছেন সানন্দে। সারা বছরের সংসার-অফিসের কর্মব্যস্ততার মাঝে গণেশপুজো যেন তাঁদের কাছে ছুটির খোলা হাওয়া।

জলপাইগুড়ির পান্ডাপাড়ার সর্বজনীন গণেশপুজো তৃতীয় বর্ষে পা দিল। আগে গণেশপুজোয় ডিবিসি রোড বা মার্চেন্ট রোডমুখী হতেন এলাকার বাসিন্দারা। পান্ডাপাড়ায় গণেশপুজোর কোনও আড়ম্বরই ছিল না। ধীরে ধীরে এই পুজো এখন মিলনমেলার চেহারা নিয়েছে।

পান্ডাপাড়া পুজো কমিটির সম্পাদক শ্যাম সাহা বলেন, 'এবছর ছোট মেলাও বসবে। নবমী পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পুজো দেখতে প্রবীণরাও আসেন। এবছর আমাদের বিশেষ আকর্ষণ ১০৩ কেজির লাড্ডু।' কমিটির মহিলা সদস্য অনীতা সাহার কথায়, 'আমি পেশায় শিক্ষিকা। সকালে সংসারের কাজ সেরে স্কুলে যাই। বাড়ি ফিরে পড়শি মহিলাদের সঙ্গে চাঁদা সংগ্রহ করতে বেরোই। এলাকার মহিলারা একত্রিত হয়ে আড্ডা দিই। এভাবে একে অপরের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে উঠছে। গণেশপুজো আমাদের মিলনোৎসবে পরিণত হয়েছে।'

জলপাইগুড়ি শহরের আরেক গণেশপুজো করে ভূপতি গ্রুপ। এবার এই পুজোর প্রতিমা আসবে শিলিগুড়ি থেকে। সপ্তম বর্ষে পা দেওয়া ভূপতি গ্রুপের প্রতিমায় থাকছে বিশেষ চমক। পুজো কমিটির সম্পাদক শুভঙ্কর রায়ের কথায়, 'প্রতিবারের মতোই আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। নতুন প্রজন্মের জন্য আমরা একটা মঞ্চ করে দিতে চাই। এলাকার অনেক মানুষ সিদ্ধিদাতাকে ভোগ নিবেদন করতে হাতে বানানো লুচি, পায়েস, পিঠে নিয়ে আসেন।'

গণেশপুজোর জন্য প্যান্ডেল বানানোর সঙ্গে চলছে মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা। থানা মোড় গণেশপুজো কমিটির সভাপতি সন্দীপ মাহাতো বলেন, '৫ বছর আগে একদিন আমাদের পাড়ার আড্ডায় হঠাৎই গণেশপুজোর কথা আলোচনায় উঠে আসে। সেই থেকে উদ্যোগ নিয়ে সিদ্ধিদাতার পুজো শুরু করি।'

পাড়ায় পাড়ায়

ময়নাগুড়ি

দুর্গন্ধে রাস্তায় যাতায়াত দুষ্কর

ময়নাগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : রাস্তা ঘেঁষে স্তূপীকৃত আবর্জনা। রোদে, বৃষ্টিতে পচা দুর্গন্ধে ম-ম করছে গোটা এলাকা। ময়নাগুড়ি পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড শহিদগড় স্কুলপাড়ায় যাওয়ার রাস্তার ওপর নতুন বাজারের দুর্দশা এমনই যে, পথচলতি সাধারণ মানুষের বমি উগরে দেওয়ার উপক্রম হয়। নতুন বাজারে মঙ্গল ও শুক্রবার, সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। এমনিতে প্রতিদিন বাজার বসে। ব্যবসায়ী থেকে ক্রেতা এবং সাধারণ মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা কার্যত দুষ্কর হয়ে উঠেছে।

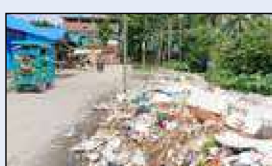

পাশে মাছমাংসের বাজার। মাংস ব্যবসায়ী আবদুল আলি বলেন, 'দোকানে বসে থাকা যায় না। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি।' স্থানীয় বাসিন্দা তপন রায় বলেন, 'যাতায়াতের একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এবং বাজার এটি। পুরসভার বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা উচিত।' আরেক বাসিন্দা বাপ্পা দাসের কথায়, 'একটি মন্দির রয়েছে। মন্দির ঘেঁষে নিয়মিত আবর্জনা ফেলে দিয়ে যাওয়া হয়। আমরা এজন্য মন্দিরটি ঘিরে দেওয়ার কাজ শুরু করেছি।' পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার ললিতা রায় বলেন, 'বিষয়টি পুরসভায় জানানো হয়েছে।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায় বলেন, 'খুব দ্রুত ওখান থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।'

মালবাজার

আবর্জনায় ভোগান্তি

মালবাজার, ২৩ অগাস্ট : আবর্জনার জেরে মাল শহরে ভোগান্তির সৃষ্টি হয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় রীতিমতো ডাম্পিং গ্রাউন্ড গজিয়ে উঠেছে। সুষ্ঠু নিকাশি ব্যবস্থার অভাবে বৃষ্টির জমা জল বের না হতে পেরে বাড়িঘরে ঢুকে পড়ছে। নাগরিকদের একাংশের অসচেতনতার কারণেই আবর্জনা ফেলে রাখার প্রবণতা তৈরি হয়েছে বলে অভিযোগ। সমস্যা মেটাতে বাসিন্দাদের অপর অংশ সরব হয়েছেন।

সুদীপ্ত রায় বললেন, 'পুরসভা জরুরি ভিত্তিতে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ সম্পন্ন করার পাশাপাশি অসচেতন নাগরিকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' সঞ্জু রায় তাঁকে সমর্থন জানালেন। মাল পুরসভার স্যানিটারি বিভাগের তরফে কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ বললেন, 'সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের কাজ চলছে। আবর্জনার সমস্যা মেটাতে বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

তথ্য : বাণীব্রত চক্রবর্তী এবং সুশান্ত ঘোষ

রেডিমেডের বাজার দখল

উৎসবে কাজ নেই, হতাশ দর্জিরা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : কয়েক বছর আগেও ময়নাগুড়ি শহরে ২০-২২টি দর্জির দোকান ছিল। এখন এই শহরে সাকুল্যে ৫-৬টি দর্জির দোকান টিমটিম করে জ্বলছে। পুজো আসতে আর মাত্র মাসখানেক বাকি। কিন্তু এই দোকানগুলিতে জামাকাপড়ের অর্ডার প্রায় নেই বললেই চলে। শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুধাংশু পাল ৩০ বছর ধরে টেলারিংয়ের ব্যবসা করছেন। তিনি বলেন, '১০-১৫ বছর আগে ছবিটা অন্যরকম ছিল। পুজোর মাসখানেক আগে জামাকাপড়ের অর্ডার নেওয়া বন্ধ করে দিতে হত। এতটাই কাজের চাপ ছিল। কিন্তু এখন পুজো আসে আর চলে যায়, অর্ডার সেভাবে আসে না।'

পুজোর আর মাসখানেক বাকি। কিন্তু শহরের দর্জির দোকানে পুজোর কাজের কোনও অর্ডার নেই। পুজোয় এখন কাজ প্রায় হয় না বললেই চলে। গোটা বছরেও কাজের পরিমাণ একেবারেই কম। কারিগর রেখে কাজ করার দিন একপ্রকার শেষ হয়ে গিয়েছে। দর্জিদের মতে, হাতে সেলাই করা প্যান্ট-শার্ট কিংবা পাজামা-পাঞ্জাবি এখন কেউই ব্যবহার করেন না। রেডিমেড পোশাকের চাহিদা বেড়েছে। একমাত্র স্কুলের পোশাক তৈরি করা এবং পুরোনো জামাকাপড়ের খুলে যাওয়া সেলাই সারানো ছাড়া কোনও কাজ হয় না। এভাবেই শহরের দর্জিরা কোনওমতে টিকে আছেন। নুন আনতে তাঁদের পান্তা ফুরোয়।

শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রদীপ রায় দীর্ঘদিন ধরে এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। তাঁর আক্ষেপ, 'দেখতে দেখতে বহু দোকান আমার চোখের সামনে বন্ধ হয়ে গেল। এই বয়সে পেশা বদলাতে পারিনি। পুজোয় আমাদের কাজ নেই, ভরসা শুধু স্কুলের পোশাক তৈরির কাজ। আবেগ এবং সাংসারিক টানে দোকানটা ধরে রেখেছি।' হাতে গড়া পোশাকের বদলে রেডিমেড পোশাকের এই ট্রেন্ড নিয়ে কলেজ পড়ুয়া সঞ্জয় দাস বলেন, 'বাজারে রকমারি রেডিমেড পছন্দের পোশাক মিলছে। কাপড় কিনে জামা তৈরির প্রশ্নই নেই।' স্থানীয় বাসিন্দা নরেশ সাহা সঞ্জয়ের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন।

রেডিমেড পোশাক এবং অনলাইনে কেনাকেটার দাপটে দর্জিদের বাজার কমেছে। ৩৫ বছর ধরে এই পেশায় থাকা শম্ভু শর্মা বলেন, 'অনেকে উপহারে পাওয়া কাপড় দিয়ে প্যান্ট-শার্ট বানাতে দিয়েও পরে নিয়ে যান না। তৈরি করা বহু পোশাক এভাবে পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

এককালে যেসব দোকানে কারিগর রেখে কাজ হত, পুজোর এক-দুই মাস আগে থেকে অর্ডার নেওয়া বন্ধ করতে হত, সেই দোকানগুলোয় এখন কাজ নেই। কারিগরদের কাঁচির শব্দ, সারাক্ষণ সেলাইয়ের মেশিন চলার আওয়াজ রেডিমেড কাপড়ের আগ্রাসনে আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে।

এখনও পুজোর ব্যস্ততা আসেনি দর্জিদের। ময়নাগুড়িতে।

হোমের মেয়েদের স্টল

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : শনিবার জলপাইগুড়ির কদমতলা সংলগ্ন একটি ভবনে সদর ব্লকের বিডিও মিহির কর্মকার সৃজনমেলার উদ্বোধন করেন। উইংস আর্টিস্ট গ্রুপের দ্বারা আয়োজিত এই মেলা ২৬ অগাস্ট পর্যন্ত চলবে। নিজলয় হোমের ১৮-ঊর্ধ্ব প্রায় ২৬ জন আবাসিক এই মেলায় হস্তশিল্প, খাদ্যদ্রব্য, জামাকাপড় এবং ব্যাগের স্টল দিয়েছেন। হোমের ভোকেশনাল ইউনিটের সুপারভাইজার কণিকা বিশ্বাস বলেন, 'মেয়েরা এমন একটি জায়গায় স্টল দেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় আমরা খুশি। কীভাবে ব্যবসা করতে হয় সেটি শিখতে পারছে।' উদ্যোক্তাদের তরফে দীপঙ্কর বসু বিশ্বাস বলেন, 'ওদের সুযোগ করে দিতে পেরে আমরা খুশি।'

দ্বিতীয় বৌ ঘরে এনে বিপাকে

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : সম্প্রতি ওটিটিতে রিলিজ 'বোয়েমিয়ান ঘোড়া' সিরিজে লরিচালক আব্বাসরূপী মোশাররফ করিম আট নম্বর বিয়ে করে বেকায়দায় পড়েছিলেন। শনিবার রাতে ধূপগুড়ি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডের কলেজপাড়ায় গাড়িচালক মহবুল আলম অবশ্য দ্বিতীয় বিয়ে করেই বেকায়দায় পড়লেন। শেষপর্যন্ত দ্বিতীয় স্ত্রী সহ বছর পঁচিশের মহবুলকে থানায় নিয়ে আসায় শান্তি ফেরে এলাকায়।

ছোট গাড়িচালক ওই তরুণ পাঁচ বছর আগে কোচবিহার জেলার রানিরহাটের এক তরুণীকে বিয়ে করেন। তাঁদের তিন বছরের কন্যাসন্তান রয়েছে। এরই মাঝে ধাপড়ার অপর এক বধূর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। এনিয়ে পরিবারে অশান্তি লেগে থাকত। শুক্রবার প্রথম স্ত্রী বাপের বাড়ি থাকার সুযোগে প্রেমিকাকে বিয়ে করে বাড়ি নিয়ে আসেন মহবুল। এনিয়ে সকাল থেকেই এলাকায় কানাঘুষো চলছিল। সন্ধ্যায় প্রথম স্ত্রী ও তাঁর পরিবারের লোকেরা হাজির হলে চরম আকার নেয় সমস্যা। এলাকাবাসী আলোচনায় বসে জানিয়ে দেন, মহবুলের দ্বিতীয় বিয়ে মানা হবে না।

এরপরেই শুরু হয় নাটকীয় পরিস্থিতি। বিষের শিশি নিয়ে আত্মহত্যার হুমকি দিতে থাকেন ওই তরুণ। বেগতিক বুঝে ধূপগুড়ি থানায় খবর দেন স্থানীয় লোকজন। ওই তরুণের প্রথম স্ত্রী বলেন, 'কয়েক বছর যাবৎ নানা অছিলায় অত্যাচার করত স্বামী। বাপের বাড়ি থেকে টাকা নিয়ে আসতে চাপ দিত। সব সহ্য করেও ছিলাম। তাই বলে দ্বিতীয় বিয়ে মেনে নেব না।'

থানা সূত্রে খবর, মহবুল যে তরুণীকে নিয়ে এসেছেন তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সেই তরুণীর স্বামী ও সন্তান আছে বলেই খবর। রবিবার এই ঘটনায় যবনিকাপাত হবে বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

পুতুলের দুনিয়ায় পুজোর আড্ডা

এল এল পুজো এল

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : 'পুজোর আড্ডা'- এই কথাটির সঙ্গে কমবেশি সকলের আবেগ জড়িয়ে। কারণ, সারাবছরে পুজোর চারটে দিনই একটানা ছুটি থাকে প্রায় সকলের। পুজোর এইসব দিনে ঘুরে বেড়ানো, ঠাকুর দেখা, খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি মণ্ডপে বসে আড্ডা দেওয়া দীর্ঘদিনের একটা রীতি।

জলপাইগুড়ি শহরের পুজোমণ্ডপে আড্ডার প্রসঙ্গ এলেই প্রায় সকলের মুখে প্রথমেই যে নামটা আসে সেটা হল কদমতলা সর্বজনীন দুর্গাপুজো সমিতি প্রাঙ্গণ, যা কদমতলা দুর্গাবাড়ি নামেই পরিচিত। পুজোর চারটে দিন এই পুজো প্রাঙ্গণ যেন শহরের আট থেকে আশির আড্ডাস্থল হয়ে ওঠে। একটা সময় ছিল যখন পড়ুয়াদের হাতে মোবাইল ছিল না, তখন কদমতলা দুর্গাবাড়ির মণ্ডপ ছিল পুজোয় ঘুরতে বেরোনোর আগে মিলিত হওয়ার জায়গা। মোবাইল-হোয়াটসঅ্যাপের যুগেও যে অনেকে দুর্গাবাড়ির আড্ডার নেশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি তা স্বীকার করে নিয়েছেন দুর্গাবাড়ির পুজোর উদ্যোক্তারাও।

পুজো কমিটির সম্পাদক দেবাশিস রায়ের কথায়, 'আমাদের এই পুজো শহরের মানুষের কাছে আবেগের জায়গা। পুজোর আড্ডা বলে যে কথাটা চালু রয়েছে সেটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আমাদের পুজোমণ্ডপকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। এবার পুতুলের দুনিয়ায় বসবে পুজোর আড্ডা। এবছর আমাদের পুজোর বাজেট ১১ লক্ষ টাকা।' মণ্ডপের উলটোপাশের ফুটপাথই এখনও প্রধানত আড্ডার জায়গা।

দুর্গাবাড়িতে পুজোর আড্ডা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ৫০ বছর বয়সি শিক্ষক তুহিন সরকার বললেন, 'স্কুলজীবন থেকেই আমাদের কাছে পুজোর আড্ডা মানে কদমতলা দুর্গাবাড়ি। সেটা আজও রয়ে গিয়েছে। এখন স্কুলের কিছু বন্ধু কর্মসূত্রে বাইরে থাকে। ওরা পুজোর সময় শহরে এলে ছোটবেলার স্মৃতি ফিরে পেতে একবার আমরা সেখানে যাই।'

কদমতলা দুর্গাবাড়ির পুজো এবারে ১০৬তম বর্ষে পড়ল। এবারের থিম পুতুলের দুনিয়া। মণ্ডপের ভেতর, বাইরে সর্বত্র দেখা যাবে ছোট-বড় নানা আকৃতির কাঠের পুতুল। শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের শিল্পী পল্টন সরকার প্রায় এক মাস ধরে কাঠের পুতুল তৈরির কাজ করছেন। তাঁর কথায়, পুতুলগুলো এমনভাবে তৈরি করা হচ্ছে যা দর্শনার্থীদের নজর কাড়বেই। মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন জলপাইগুড়ির রণজিৎ মাহাতো।

কদমতলা দুর্গাবাড়ির প্রতিমা বরাবরই হয়ে থাকে ডাকের সাজের, যার ব্যতিক্রম এবছরেও হয়নি। স্থানীয় মৃৎশিল্পী চঞ্চল পাল মণ্ডপের ভেতরেই শুরু করে দিয়েছেন প্রতিমা তৈরির কাজ। মৃৎশিল্পীর কথায়, 'এত বড় প্রতিমা কারখানা থেকে মণ্ডপে আনা সমস্যার কারণে এখানেই প্রতিমা তৈরি করছি।'

একটা সময় ছিল যখন সেভাবে থিমপুজোর চল ছিল না। দুর্গাবাড়ির পুজো হত একেবারে ঘরোয়া পরিবেশ। ডাকের সাজের প্রতিমা আর সামনের ফাঁকা জায়গায় সারি সারি কাঠের বেঞ্চ পাতা। যেখানে বসত বিভিন্ন বয়সি মানুষজনের আড্ডা। যুগের পরিবর্তনে দুর্গাবাড়িতে এখন থিমপুজো হলেও আড্ডাটা বাদ যায়নি।

জলপাইগুড়ির সম্রাট বন্দ্যোপাধ্যায় পড়াশোনার সূত্রে এখন কানপুরে থাকেন। তাঁর কথায়, 'এই সময় বাড়ি যাই দুর্গাবাড়ির আড্ডার টানে। আমরা যারা বাইরে থাকি ইতিমধ্যে পুজোর আড্ডার শিডিউল তৈরি হয়ে গিয়েছে। শুধু বাড়ি ফেরার অপেক্ষা।'

- এবছর কদমতলা দুর্গাবাড়ির পুজোর ১০৬তম বর্ষ
- থিম পুতুলের দুনিয়া
- বাজেট ১১ লক্ষ টাকা
- শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের শিল্পী পল্টন সরকার কাঠের পুতুল তৈরির কাজ করছেন
- মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন স্থানীয় রণজিৎ মাহাতো
- স্থানীয় মৃৎশিল্পী চঞ্চল পাল ইতিমধ্যে মণ্ডপের ভেতরেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করেছেন

থিমের পুতুল তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পী পল্টন সরকার।

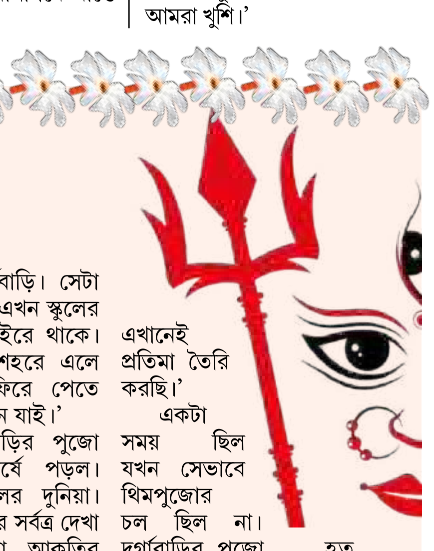

ECO FRIENDLY

রেভেল অ্যাগ্রো সলিউশন

REVEL AGRO SOLUTION

Mkt. by: Corporate Office : Nowa para, Kolkata-700090

Mfd. By: Samridhi Bioculture Pvt. Ltd. Gujrat, Vadodora.

Enlisted & Certified by :

সস্তায় ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে রেভেল সব সময় সচেষ্ট।

১ কেজি তেই বাজিমাত

REVEL NANO SUPER

For Business Enquiry : Delar / Franchaisee

90626 52062 / 97333 16123

বর্ধমান রোডের যাতায়াতে বদল এনে ভোটে ফায়দার লক্ষ্য

ফ্লাইওভারে মেয়রের সময়সীমা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : পরের বছর বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বর্ধমান রোডের ফ্লাইওভার চালু করতে পারলে যে শাসকদল ডিভিডেন্ট ঘরে তুলতে পারবে, সেটা অজানা নয় পোড়খাওয়া রাজনীতিকের। আবার উলটোটা হলে বিরোধীদের সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হবে। তাই কড়া বার্তা দিয়ে ফের একবার সময়সীমা বেঁধে দিলেন গৌতম দেব। নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারটি ভোটের আগেই চালু করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করতে পূর্ত দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

শনিবার মেয়র পূর্ত দপ্তরের বাস্তুকার, রেলের আধিকারিকদের নিয়ে নির্মাণকাজ ঘুরে দেখেন। সেখানে তিনি পূর্ত আধিকারিকদের রীতিমতো ধমক দিয়েছেন। বলেছেন, 'আপনারা তো ঠিকঠাক কথা বলতেই পারছেন না। একবার বলছেন, জুনে কাজ শেষ হবে। একবার বলছেন অগাস্টে। আর কতদিন সময় নেবেন? কেন এত দেরি হচ্ছে?' প্রশ্নের মুখে পড়ে বিব্রত পূর্ত আধিকারিকরা আশ্বাস দেন, ডিসেম্বরের মধ্যেই কাজ শেষ হবে। সেই কথা শুনে গৌতমের প্রতিক্রিয়া, 'আগামী বছর জানুয়ারির আগে ফ্লাইওভার চালুর কোনও সম্ভাবনা দেখছি না। তবে, যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে সার্ভিস রোডগুলো আগে তৈরি করে দেওয়া হবে।'

বর্ধমান রোডের নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভার। -সংবাদচিত্র

২০১৭ সালে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দে এয়ারভিউ মোড় থেকে কারবালা ময়দান পর্যন্ত বর্ধমান রোডে ১ কিলোমিটার ১২ মিটার দীর্ঘ ফ্লাইওভারের শিলান্যাস হয়েছিল। ২০১৮ সালে শুরু হয় নির্মাণ। ফ্লাইওভারের নীচ দিয়ে গিয়েছে রেললাইন। ফলে ফ্লাইওভারের কিছুটা অংশে কাজ করছে রেল। দু'বছরের মধ্যে পুরো কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিডের কারণে প্রায় দু'বছর কাজ পুরোপুরি বন্ধ ছিল। তারপর ফের কাজ শুরু হলেও তা শেষ করতে পারেনি পূর্ত দপ্তর। মেয়র একাধিকবার নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভার পরিদর্শনে গিয়ে কাজ শেষের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। তবুও পরিস্থিতি সেই তিমিরে। এখন মূলত গার্ডার বসিয়ে সাইড বেন্ডিং করা হচ্ছে। তবে, ঝংকার মোড় সংলগ্ন এলাকায় গার্ডার এখনও বসেনি। পাশাপাশি রেল ওভারব্রিজের (আরওবি) কাজ বাকি।

এদিন সকালে পূর্ত দপ্তরের উত্তরবঙ্গ নির্মাণ বিভাগের (২) সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার রাজীব সরকার, এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুরজিৎ কুণ্ডু সহ অন্য আধিকারিকদের নিয়ে মেয়র নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারটি ঘুরে দেখেন। রিকদের সঙ্গেও কথা বলেন। রেলের তরফে মেয়রকে জানানো হয়, নভেম্বরের মধ্যে আরওবি'র কাজ শেষ হয়ে যাবে। মেয়র পূর্ত দপ্তর এবং রেল, দু'পক্ষকেই দ্রুত কাজ শেষের নির্দেশ দিয়েছেন। আধিকারিকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা ছিল, 'তাড়াতাড়ি কাজ করুন।' পরে গৌতম সাংবাদিকদের বলেছেন, 'প্রথমে যে টাকা বরাদ্দ করে কাজ শুরু হয়েছিল, পরবর্তীতে খরচ বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।'

চেম্বারে সভা

শিলিগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : ফেডারেশন অফ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া-র বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হল শনিবার। মাটিগাড়ার একটি হোটেলে এদিন সভা আয়োজিত হয়। ফেডারেশনের কাজকর্ম দেখার জন্য গোটা উত্তরবঙ্গকে তিনটি জোনে ভাগ করা হয়েছে। জোন-১'এ রয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর নিয়ে জোন-২ গড়া হয়েছে।

এদিকে শিলিগুড়ি, কালিম্পং, মালবাজার ও বানারহাট নিয়ে ৩ নম্বর জোন তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি জোনের জন্য একজন সভাপতি ও সম্পাদক ঠিক করা হয়। সভাপতি ও সম্পাদকদের ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সদস্য হিসাবে জায়গা দেওয়া হয়েছে। এদিন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, পদ্মশ্রী করিমুল হক প্রমুখ।

ন্যূনতম মজুরি

প্রথম পাতার পর

২০ শতাংশ হারের সরকারি ঘোষণা আমাদের উন্মাদনাকে আরও বাড়িয়ে দিল।' এরপর কি আর বোনাস আন্দোলনের সুযোগ থাকে ট্রেড ইউনিয়নগুলির? বাধ্য হয়ে বোনাসের ঘোষণাকে সাধুবাদ জানাতে হচ্ছে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে। চা শ্রমিক ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের সম্পাদক জিয়াউল আলম বলছেন, 'অ্যাডভাইজারিকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। ভালো বৃষ্টি হওয়ায় বাগানগুলিতে ভাল উৎ পাদন হচ্ছে। ফলে শ্রম অশান্তি এড়ানো সম্ভব হবে।'

বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের (বিটিডব্লিউইউ) সভাপতি মনোজ টিগ্গা আবার একধাপ এগিয়ে বলছেন, 'কে বলেছে বোনাস নিয়ে আমরা ব্যাকফুটে। ২০ শতাংশ দাবি তো প্রথম থেকে বিটিডব্লিউইউ-ই বলে আসছে।' কিন্তু চা বলয়ে চর্চা চলছে, রাজ্য সরকারের এততরফা ঘোষণা তৃণমূলকে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে সুবিধা পাইয়ে দেবে। তৃণমূল সেটা প্রচার করবে বোনাস ঘোষণাকে অস্ত্র করে। তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি বীরেন্দ্র বরা ওরাওঁ যেমন বললেন, 'আমাদের দাবিই ছিল ২০ শতাংশ হারেবোনাস। সেটা সরকার পূরণ করে দিল। এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। কোন বাগান থেকে এখনও পর্যন্ত এনিয়ে নেতিবাচক রিপোর্ট নেই।' সরকার যে প্রথম রাতেই বেড়াল মেরে দেবে, তা আগে ঘুণাক্ষরেও টের না পাওয়ায় এখন প্রচারের অভিমুখ পালটাচ্ছে সরকার বিরোধী শ্রমিক সংগঠনগুলি।

সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলমের কথায়, 'রাজ্য সরকার যদি মনে করে থাকে, ওরা ভোট বাক্সে এর ফায়দা নেবে, তবে সেটা একেবারে অসম্ভব। কারণ তৃণমূল নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা এখন চা শ্রমিকদের কাছে তলানিতে ঠেকেছে। ন্যূনতম মজুরি, নতুন নিয়োগ, শ্রমিক আবাসগুলির সংস্কার, বাগানের হাসপাতাল ইত্যাদি সমস্যায় তো সরকার বরং বারবার বাগান মালিকদের হয়ে কাজ করছে।'

আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গার বক্তব্য, 'এরকম অ্যাডভাইজারি দিয়ে রাজ্য সরকার ন্যূনতম মজুরি চূড়ান্ত করে ফেললে তবেই বোঝা যেত ওরা প্রকৃত শ্রমিক বন্ধু। সেটা কিন্তু বছরের পর বছর সেটা না করে ওরা মালিকদেরই হাত শক্ত করছে। ন্যূনতম মজুরি চূড়ান্ত হলে টাকার অঙ্কে বোনাসের পরিমাণও বাড়ত।'

তৃণমূলের অনুকূলে বোনাস ঘোষণা রাজ্য সরকারের মাস্টারস্ট্রোক নিঃসন্দেহে। এখন তাই শ্রমিকদের সমর্থন নিজেদের অনুকূলে ধরে রাখতে ন্যূনতম মজুরি নিয়ে চাপ বাড়াতে পারে বিরোধী ট্রেড ইউনিয়নগুলি।

নাবালিকাকে উদ্ধারে টাকা দাবি

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২৩ অগাস্ট : মেয়েকে অপহরণ করা হয়েছে বলে জানিয়ে বাবা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। আশা ছিল, পুলিশ দ্রুতই ব্যবস্থা নিয়ে সমস্ত সমস্যা মেটাবে। কিন্তু কোথায় কী! মেয়েকে বাড়ি ফেরাতে সেই পুলিশই উলটে মেয়ের বাবার কাছে গাড়ির তেলের টাকা দাবি করে বসে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটের ঘটনা। পুলিশ যে এমনটা করতে পারে তা ওই নাবালিকার বাবা ভাবতেও পারেননি। পরে পুলিশি অসহযোগিতার বিষয়টি জানিয়ে শনিবার তিনি এসডিপিও (নকশালবাড়ি)-র দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা করেন। অভিযোগপত্রে চটহাট ফাঁড়িতে কর্তব্যরত মহম্মদ নইমুদ্দিন নামে এক অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটরের (এএসআই) নাম রয়েছে। পুলিশ অভিযোগ মানতে চায়নি।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায় বললেন, 'কেউ ওই নাবালিকাকে অপহরণ করেনি। এক বিবাহিত ব্যক্তির সঙ্গে সে স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে। ইলসামপুরে তারা যেখানে ছিল সেখানে পুলিশ অভিযান চালায়। তবে দুজনকে সেখানে পাওয়া যায়নি। ওই দুজন সেখান থেকে পালিয়ে দিল্লি চলে গিয়েছে।'

রবিবারের মধ্যে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করা যাবে বলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশা প্রকাশ করেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইনস্পেকটরের নামে অভিযোগ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মানতে চাননি, 'ওই পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ কোনওমতেই ঠিক নয়। ওই নাবালিকার বাবা পুরোপুরি ভিত্তিহীন দাবি করছেন।'

স্কুলে যাওয়ার জন্য ২০ অগাস্ট সকালে বছর ষোলোর ওই নাবালিকা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। পরে পরিবার তার বহু খোঁজ করে। কিন্তু কোথাও ওই নাবালিকার কোনও হদিস মেলেনি। পরে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডাঙ্গাপাড়ার এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে ওই নাবালিকাকে অপহরণের অভিযোগে পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয়। এনিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়। এরপর ২২ তারিখ ওই নাবালিকার বাবা চটহাট ফাঁড়িতে গেলে এএসআই মহম্মদ নইমুদ্দিন টাকা দাবি করেন বলে অভিযোগ। গোটা বিষয়টি নিয়ে পরিবার খুবই চিন্তায় পড়ে যায়। শনিবার ওই নাবালিকার বাবা এসডিপিও (নকশালবাড়ি)-র দপ্তরে সবকিছু লিখিতভাবে জানান।

অভিযোগপত্রে জানানো হয়েছে, 'টাকা না থাকলে কেন পুলিশে অভিযোগ দায়ের করলেন?' বলে সংশ্লিষ্ট এএসআই ওই নাবালিকার বাবাকে প্রশ্ন করেন। পুলিশের এমন আচরণে তিনি মর্মাহত বলে ওই নাবালিকার বাবা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, ওই নাবালিকাকে উদ্ধারের সমস্ত চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ফাঁসিদেওয়ার ওসি চিরঞ্জিৎ ঘোষের কথায়, 'পুলিশ নিয়ম মেনেই ওই নাবালিকাকে উদ্ধারের সমস্ত ব্যবস্থা করেছে।'

বিস্মিত বাবা

- ফাঁসিদেওয়ার চটহাটের বাসিন্দা এক নাবালিকা ২০ অগাস্ট থেকে নিখোঁজ
- উত্তর দিনাজপুরের এক ব্যক্তি তাকে অপহরণ করে বলে অভিযোগ
- ওই নাবালিকার বাবা পুলিশের দ্বারস্থ হলেও তাঁর কাছে টাকা দাবি করা হয় বলে অভিযোগ
- এক এএসআইয়ের দিকে অভিযোগের আঙুল, পুলিশ অভিযোগ মানতে চায়নি

বর্ষায় জল থইথই দশাশ্বমেধ ঘাট। শনিবার বারাণসীতে। -এএফপি

কর্মহীন জনপ্রতিনিধি

প্রথম পাতার পর

১০৬ জন বাসিন্দাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানে বাসস্থান গড়ে তুলছেন তাঁরা। গত লোকসভা নির্বাচনেও তাঁদের কালচিনি থেকে ভুটিয়াবস্তিতে এনে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রশাসনিক কর্তারা। এখন তাঁরা কালচিনি বিধানসভা এলাকার বাসিন্দা। তাই তাঁদের কালচিনি ব্লকে ভোটার তালিকায় নাম তোলার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। সেখানে নাম তোলার জন্য তাঁদের সমস্ত কাগজপত্র জমা নেওয়া হয়েছে।

তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৪টি মৌজা ছিল। তার মধ্যে একটি মৌজা সরে যাওয়ায় এখন ১৩টি মৌজা রয়েছে। ১৩ জন পঞ্চায়েত সদস্য সক্রিয় রয়েছেন। বিন্দা ছেত্রী গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে বিভিন্ন মিটিংয়ে অংশ নিলেও তাঁর সংসদ এলাকা না থাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে তাঁর কোনও কাজ থাকে না। তাঁর আক্ষেপ, ভুটিয়াবস্তিতে থাকার সময় গ্রামের রাস্তাঘাট, জলনিকাশি ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করতাম। ছোট্ট গ্রাম হলেও গ্রামবাসীদের নিয়ে খুব আনন্দে আমরা বসবাস করতাম। এখন গ্রামটা অন্যত্র তুলে নিয়ে যাওয়ায় গ্রামের কথা খুব মনে পড়ে। ভোটারদের খুব মিস করি। আগের দিনগুলি ভালো ছিল। ওই ভোটারদের ছেড়ে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে গ্রামের উন্নয়ন এবং মানুষের জন্য কাজ করার সুযোগ দেওয়া হোক, সেটাই চাইছি।'

তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জুলা লাকড়া বলেন, 'আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এক নম্বর বুথ এলাকাকে পুরোপুরি অন্য বিধানসভা এলাকায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সরকারি উদ্যোগে সেটা হয়েছে। তাই ওই এলাকার নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য এখন ভোটারবিহীন বা সংসদ এলাকাবিহীন হিসেবে রয়েছেন। তাই তাঁর এখন কোনও এলাকা নেই। ভোটার না থাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য হিসেবে তাঁর প্রশাসনিক কাজকর্মও নেই। কিন্তু আমরা সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েতের মিটিংয়ে তাঁকে চিঠি দিয়ে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানাই।'

ভুটিয়াবস্তি এলাকার বাসিন্দা, বর্তমানে বনছায়াবস্তির বাসিন্দা প্রমোদ থাপা বলেন, 'আগের গ্রামের কথা খুব মনে পড়ে। আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য থাকলেও আমরা এখন অন্যত্র সরে এসেছি। এখানেও আমাদের কোনও পঞ্চায়েত প্রতিনিধি নেই। কালচিনি ব্লকে আমাদের ভোটের নাম তোলা হচ্ছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য থাকলেও তিনি আমাদের জন্য কোনও কাজ করতে পারছেন না।'

বুদ্ধিমায়া মাঝি নামে আরেক বাসিন্দা বলেন, 'আমাদের পঞ্চায়েত সদস্য খুব ভালো কাজ করছিলেন। কিন্তু সব যেন ওলট-পালট হয়ে গেল। আগের গ্রাম এবং পঞ্চায়েত সদস্যার কথা খুব মনে পড়ে।'

ব্যাংকে হাপিস ৪৭ লক্ষ

প্রথম পাতার পর

দুর্নীতির শেকড় যে অনেক গভীরে তা রিপোর্টে ঘুরিয়ে স্বীকার করা হয়েছে এবং আরও বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন আছে বলেই জানানো হয়েছে। কীর্তিমান কাঞ্চন প্রতারণার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আর্থিক সমস্যায় পড়েই বেআইনি কাজ করেছি। যাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছি প্রত্যেকের টাকা ফেরত দেওয়ার চেষ্টা করছি। তাই বোর্ডের কাছে খানিকটা সময় চেয়েছি।'

তদন্ত রিপোর্টের তথ্য বলছে, ২০১৯ থেকেই বেআইনি কারবার শুরু করেছিলেন কাঞ্চন। গত পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপই করেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। কাঞ্চনের বাড়ি জামালদহে। এলাকায় তাঁদের পরিবার যথেষ্ট প্রভাবশালী। শুরুতে ব্যাংকের জামালদহ শাখার ম্যানেজার হিসাবে কাজ করতেন তিনি। সেখানেই প্রতারণায় হাত পাকান। পরে তাঁকে হলদিবাড়িতে বদলি করা হয়। সেখানে গিয়েও বেআইনি কারবার বন্ধ করেননি কাঞ্চন। প্রায় দু'মাস আগে দুর্নীতির তদন্ত রিপোর্ট জমা হলেও আজ পর্যন্ত কাঞ্চনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। লোকদেখানো শোকজ করেই কাজ শেষ করা হয়েছে। উলটে দুর্নীতি ধরা পড়ার পর তাঁকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কোচবিহার মূল শাখায় বদলি করা হয়েছে। ব্যাংককর্মীদের ধারণা, মাথার উপর কোনও প্রভাবশালীর হাত না থাকলে এতকিছুর পরও বহালতবিয়তে থাকতেন না ওই ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

ব্যাংকের নির্বাচিত বোর্ড পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে তৃণমূল। ব্যাংকের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মণ্ডল দলের তুফানগঞ্জ-১ ব্লক সভাপতির পদেও রয়েছেন। কেন পদক্ষেপ হচ্ছে না? বোর্ড কী তাহলে দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে চাইছে, না কি দুর্নীতিতে বোর্ডের কোনও প্রভাবশালীর হাত রয়েছে? সিদ্ধার্থের কথা, 'ব্রাঞ্চ ম্যানেজারই দুর্নীতিতে যুক্ত। আমরা চাপ দিয়ে কাঞ্চনের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছি। গ্রাহকদের টাকা ফেরত দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। তাই এখনও আইনি পদক্ষেপ হয়নি। কয়েকদিনের মধ্যে সব টাকা ফেরত না দিলে পুলিশের দ্বারস্থ হব।' দুর্নীতি ধরা পড়ার পরও কেন সাসপেন্ড না করে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার মধ্যে রেখে দিয়ে প্রতিমাসে বেতন দেওয়া হচ্ছে অভিযুক্তকে তার কোনও ব্যাখ্যা দিতে পারেননি চেয়ারম্যান। তবে ব্যাংকের অন্য শাখাগুলিতেও দুর্নীতি হয়েছে কি না তা জানতে বিশেষ তদন্ত শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ব্যাংকের জামালদহ এলাকার নির্বাচিত ডিরেক্টর বাসন্তী বর্মনও প্রতারণার শিকার হয়েছেন। তাঁর কথা, 'প্রতিনিয়ত গ্রাহকদের প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে। ব্যাংকের প্রতি ভরসা হারাচ্ছেন গ্রাহকরা। দুর্নীতির বড় প্রভাব পড়েছে ব্যাংকের ব্যবসায়। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দরকার। বোর্ডের সভায় সবই বলেছি। তবে আমি একা কিছু করতে পারব না।' কাঞ্চনের প্রতারণার ফাঁদে পড়েছে হলদিবাড়ির একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর সভানেত্রী শকুন্তলা রায়ের প্রশ্ন, 'যাঁদের কাছে টাকা জমা রাখছি তাঁরাই যদি প্রতারণা করেন তাহলে আমরা যাব কোথায়?' তাঁর কথা, 'ব্যাংকের উপর আমাদের আর ভরসা নেই। অভিযুক্তদের শাস্তি না হলে সব গোষ্ঠী একসঙ্গে হয়ে প্রতিবাদে নামব।'

পৃথিবীর পাঠশালা

ডাক্তার তৈরিতে নতুন বিপ্লব

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী মহিলা, অ্যালিস ওয়ালটন, আমেরিকার আরকানসাসে একটি নতুন মেডিকেল স্কুল খুলেছেন। আর চমকে দেওয়া খবর হল, প্রথম পাঁচ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়ার সুযোগ! সিবিএস নিউজের প্রতিবেদন অনুসারে, ওয়ালটন স্কুল অফ মেডিসিন গতানুগতিক ডাক্তার তৈরির পদ্ধতি পাল্টে দিতে চায়। এখানে শুধু রোগ নয়, মানসিক স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার ধরন, আর সার্বিক সুস্থতার ওপর জোর দেওয়া হবে। ২,০০০-এর বেশি আবেদনকারীর মধ্যে মাত্র ৪৮ জনকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। স্কুলের ওয়েবসাইটে গেলে বোঝা যায়, এর নকশা এমনভাবে করা হয়েছে যাতে আরোগ্যলাভের একটা অনুভূতি আসে; যেমন - ছাদে বাগান, ধ্যান করার জায়গা, ইত্যাদি। ওয়ালমার্টের মালকিন অ্যালিস নিজে একটি ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার পর সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন।

ভাঙছে আফ্রিকা

ভাবছেন, মজা করছি? একদম না! পূর্ব আফ্রিকার ইথিওপিয়া, কেনিয়া, আর তানজানিয়ার মধ্য দিয়ে মহাদেশটি ধীরে ধীরে ফাটছে। এটি পূর্ব আফ্রিকান রিফ্ট নামে পরিচিত। প্রতি বছর কয়েক সেন্টিমিটার করে সরে যাচ্ছে এই বিশাল ভূখণ্ড। বিজ্ঞানীরা বলছেন, কয়েক কোটি বছর পর এই ফাটল থেকে জন্ম নেবে এক নতুন মহাসাগর, যা পূর্ব আফ্রিকাকে মূল মহাদেশ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেবে। এই বিশাল পরিবর্তন পৃথিবীর ভূগোলকে নতুন করে লিখবে। আমাদের চোখের সামনেই তৈরি হচ্ছে এক নতুন মহাদেশ! ভাবা যায়!

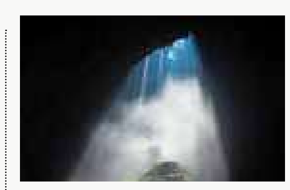

গুহার ভিতরে মেঘ, নদী আর জঙ্গল

ভিয়েতনামের ফোং না-কে-বাং জাতীয় উদ্যানের গভীরে লুকিয়ে আছে বিশ্বের বৃহত্তম গুহা, সন ডুং। এর আকার এত বড় যে গুহার ভিতরেই রয়েছে নিজস্ব আবহাওয়া! গুহার দেওয়ালগুলো প্রায় ২০০ মিটার উঁচু, আর সেখানে মেঘ ভেসে বেড়ায়। গুহার ছাদে ফাটল দিয়ে সূর্যের আলো ভিতরে প্রবেশ করে, আর সেই আলোয় তৈরি হয়েছে সবুজ অরণ্য, আর তার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে নদী! গুহার ভিতরের এই অবাক করা জগৎ দেখলে মনে হয়, প্রকৃতি যেন ভূ-পৃষ্ঠের নীচেও নিজের শিল্পকর্ম সাজিয়ে রেখেছে। এটা শুধু একটা গুহা নয়, যেন প্রকৃতির এক গোপন, পরাবাস্তব রাজ্য!

সিওল শহরে 'হাওয়া-বনের' জাদু

সিওলের গরম থেকে বাঁচতে এক দারুণ বুদ্ধি বের করা হয়েছে! তারা তৈরি করেছে 'হাওয়া-বন'। শহরের চারপাশে পাহাড় আর শহরের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় এই বিশেষ সবুজ করিডোরগুলো তৈরি করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, পাহাড় থেকে আসা ঠান্ডা বাতাসকে শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় টেনে নিয়ে আসা, যাতে কংক্রিটের গরম থেকে কিছুটা রেহাই মেলে। এই বনগুলো শুধু বাতাসই বইয়ে দেয় না, বরং ধুলো ও দূষণ ফিল্টার করে বাতাসকে বিশুদ্ধও করে। এর ফলে গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় সিওল শীতল থাকে, আর সেখানকার বাতাসও অনেক পরিষ্কার হয়। এই বনগুলি তাপমাত্রা কমানোর পাশাপাশি জীববৈচিত্র্যও বাড়ায়, পাখির আশ্রয় হয়, পোকামাকড় এবং ছোট স্তন্যপায়ী প্রাণীরাও এখানে থাকতে পারে।

খুনের নমুনা

প্রথম পাতার পর

জন্য গত কয়েক বছর ধরে সেভাবে যোগাযোগ ছিল না। মাকে যেভাবে বাবা খুন করেছে তাতে আমরা বাবার শাস্তি চাই।'

এদিন গ্রামে গিয়ে জানা যায়, এর আগেও রমেশ একজনের মাথায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, স্ত্রীকে ঘর থেকে তিনি বের হতে দিতেন না বা প্রতিবেশীদের সঙ্গেও কথা বলতে দিতেন না। তা সত্ত্বেও স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক খুবই ভালো ছিল। রমেশের সত্তরোর্ধ্ব মা পরমেশ্বরী রায় এদিন কান্নায় ভেঙে পড়েন। তিনি বলেন, 'বৌমা আমার মেয়ের মতোই ছিল। কেন আমার ছেলে ওকে খুন করল তা এখনও ভেবে পাচ্ছি না।' রমেশের বিরুদ্ধে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তার খুড়তুতো ভাই গণেশ রায়। গণেশ বলেন, 'রমেশ আমার ভাই হলেও ওর জঘন্য অপরাধের জন্য চরম শাস্তি পাওয়া উচিত।'

এদিন ব্যাংকান্দি গ্রামে গিয়ে দেখা যায় আতঙ্কের পরিবেশ রয়েছে।

অভিযুক্তকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

এদিনও বিকেলের পর প্রয়োজন ছাড়া কেউই বাড়ি থেকে বের হননি। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে এলাকায় পথবাতি লাগানোর পাশাপাশি ঘটনাস্থলের আশপাশে বাড়তি আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দারা চাইছেন, রমেশ যেন জেলেই থাকেন। এলাকার বাসিন্দা সুতোবালা রায়, উমা রায়, তনিমা রায়ের আশঙ্কা, জেল থেকে কোনওভাবে ছাড়া পেলে রমেশ যে ফের এই ধরনের ঘটনা ঘটাবেন না, তার নিশ্চয়তা নেই।

নাবালিকার সন্তান প্রসবে রহস্য

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৩ অগাস্ট : বাবা কে? ভয়ে বা সংশয়ে উত্তর দিতে পারছিল না বছর পনেরোর নাবালিকা। সদ্য মা হয়েছে সে। নবম শ্রেণির ওই ছাত্রীর বালুরঘাট হাসপাতালে পুত্রসন্তান জন্ম দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলেও।

আর ওই নাবালিকার গর্ভধারণ হওয়ার পরেও কেন তার পরিবার চুপ ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ওই নাবালিকা বিষয়টি নিয়ে চুপ রয়েছে কেন? তার ভেতর কোনও ভয় রয়েছে কি না, সে সব দিকও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সে ধর্ষিত হয়েছে কি না, সে ব্যাপারেও প্রশ্ন উঠছে। সন্দেহের তির ওই নাবালিকার সৎবাবার দিকেও উঠছে। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তার সৎবাবাকে আটক করেছে বালুরঘাট থানার পুলিশ। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির চেয়ারম্যান মন্দিরা রায়ের বক্তব্য, 'এটি একটি পকসো মামলা। ওই নাবালিকা প্রসূতি একটু সুস্থ হলে, তার সঙ্গে কথা বলে পুরো ঘটনা জানা যাবে। আমরা পুরো বিষয়টির ওপর নজর রেখেছি।' ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বললেন, 'এখনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।'

নবম শ্রেণির ওই অন্তঃসত্ত্বা নাবালিকাকে গতকাল রাতে লুকিয়ে বালুরঘাট হাসপাতালে ভর্তি করতে নিয়ে আসে তার পরিবার। আর এরপরেই বিষয়টি জানাজানি হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফেই বালুরঘাট থানা ও প্রশাসনকে খবর দেওয়া হয়। শুরু হয় তদন্ত। পাশাপাশি ওই নাবালিকা একটি পুত্রসন্তানও জন্ম দেয় বালুরঘাট হাসপাতালে। বর্তমানে মা ও সন্তান দুজনেই সুস্থ রয়েছে বলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

কিন্তু ওই সদ্যোজাত সন্তানের পিতা কে? এই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। প্রাণসংশয়েই ধর্ষণের কথা চেপে যাচ্ছে কি না ওই নাবালিকা, সেদিকেও নজর রেখেছে প্রশাসন। পরিবারের সদস্যরাও যেমন এ নিয়ে কিছু জানেন না বলে জানিয়েছেন, তেমনি ওই নাবালিকাও এবিষয়ে একেবারে চুপ করে গিয়েছে।

অবৈধ ৮ রিসর্ট

প্রথম পাতার পর

ইকো সেনসিটিভ জোনের সমীক্ষার কাজ চলছিল। এই বিষয়ে সরকারি নির্দেশ কী রয়েছে সেটা দেখেই উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, পাহাড়ি নদী নেওড়ায় হড়পা আসতেই পারে। সেক্ষেত্রে নদীর বুকে গড়ে ওঠা ওই রিসর্টগুলিতে পর্যটক ও কর্মীদের ভয়ংকর পরিণতি হতে পারে। রিসর্টগুলিকে লিজ দেওয়ার আগে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার। ময়নাগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ তথা ভূগোল বিভাগের অধ্যাপক মধুসূদন কর্মকার মনে করেন, নদীর বুকে এভাবে রিসর্ট করা কখনোই উচিত নয়। প্রশাসনের এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। পরিবেশপ্রেমী যৌথ মঞ্চের উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার বলেন, 'নদী দখল করে রিসর্ট গড়ে তোলার অনুমতি কীভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে দেওয়া হল, তা তদন্তের পাশাপাশি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।' গরুমারা জঙ্গল লাগোয়া চারটি রিসর্ট ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে পড়েছে। তাদের বিরুদ্ধে আগামীতে যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা বিশেষ কমিটি নেবে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'সমীক্ষার রিপোর্ট আমরা সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দেব।'

ব্লাইন্ড ডেটে ফাঁদ, পকেট গড়ের মাঠ

প্রথম পাতার পর

সেই দিনটি এখন তাঁর কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। সোশ্যাল মিডিয়াতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এক তরুণীর। ক'দিন কথা বলার পর দুজনেই দেখা করার সিদ্ধান্ত নেন। মেয়েটি তরুণকে জানিয়ে দেন, সেবক রোডে দুই মাইলের কাছে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের একটি মলের সামনে অপেক্ষা করবেন তিনি। মলটিতে একাধিক পাব রয়েছে।

সেখানে পৌঁছাতেই তরুণী জানান, তিনি নাকি একটি পাবে ফোন করে অগ্রিম টেবিল বুক করে ফেলেছেন। কোনওরকম আপত্তি না করে তরুণ সঙ্গিনীকে নিয়ে ভেতরে ঢোকেন। একের পর এক পেগ অর্ডার করতে থাকেন মেয়েটি। প্রথমে সব ঠিকঠাক থাকলেও পাবের কর্মীদের সঙ্গে তরুণীর আকার ইঙ্গিতে কথা বলা দেখে তরুণের সন্দেহ হয়। শেষে যখন বিল হাতে আসে, তখন তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। ২০ হাজার টাকা দিয়ে কাঁদো কাঁদো অবস্থা হয়ে পড়ে ছিল। এখন বলছেন, 'বিলে যা লেখা, সেই দামের মদ আদৌ দেওয়া হয়েছিল কি না, আমার সন্দেহ। নির্ঘাত মেয়েটির স্বার্থ জড়িত। পাবের সবাই ওর চেনাপরিচিত। এটা একটা চক্র।'

শুক্রবার বিকালে একই পাবে গিয়ে সুভাষপল্লির বাসিন্দা বছর তেত্রিশের আরেক তরুণ চক্রের পাল্লায় পড়েন। ডেটিং অ্যাপে তরুণীর সঙ্গে পরিচয়। পেশায় প্লাইউড কোম্পানির সেলস বিভাগের ওই কর্মী এবং তাঁর সঙ্গিনী ঠিক করেন, দেখা করবেন। এক্ষেত্রেও পাবে ফোন করে টেবিল বুক করা হয়েছিল। সেই কথা শুনে প্রথমেই খটকা লাগে তরুণের। তবুও ভেতরে গিয়ে বসেন। অভিযোগ, পাবে ঢোকার পর থেকে ম্যানেজার ও অন্য কর্মীদের সঙ্গে তরুণীর চোখের ইশারায় কথাবার্তা শুরু হয়। তরুণের সন্দেহ আরও বাড়ে। তিনি কিছু বলার আগেই মদের 'পেগ' অর্ডার করেন মেয়েটি। তরুণও নিজের জন্য অর্ডার দেন।

তরুণী প্রথম পেগ শেষ করে দ্বিতীয় অর্ডার দেওয়ার সময় দাম শুনে মাথায় হাত পড়ে তরুণের। তিনি নিজে ৪০০ টাকা প্রতি পেগের মদ অর্ডার করেছিলেন, অথচ তরুণীর পেগের দাম ছিল ২৭০০ টাকা। তৃতীয় পেগ অর্ডার দিতেই তরুণ চলে যাওয়ার তাড়া দিতে থাকেন। এদিকে, তরুণী তাঁকে আরও কিছুক্ষণ বসার জন্য জোরাজুরি করতে থাকেন। যদিও কাজ আছে বলে বিল চেয়ে নেন তিনি। ৯০০০ টাকা মিটিয়ে বেরিয়ে যান। সুভাষপল্লির বাসিন্দার দাবি, 'আমি দেখেছি, ওই মেয়েটি হোয়াটসঅ্যাপে পাবের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছিল। এই চক্রে পা দিলে সর্বস্বান্ত হতে হবে।'

একইভাবে মাটিগাড়ার একটি পাবে গিয়ে ১৫,০০০ হাজার টাকা বিল মিটিয়েছেন প্রধাননগরের এক তরুণ। তাঁর ফাস্ট ফুডের দোকান রয়েছে। ব্লাইন্ড ডেটের পর থেকে সেই তরুণী যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। প্রতারিত বলছেন, 'আগে থেকে সবকিছু খোঁজখবর নিয়েই চক্রটি ব্লাইন্ড ডেট প্ল্যান করে। সতর্ক না হলে কিন্তু সর্বনাশ।'

রংদার রোববার

১৬ ট্রাভেল ব্লগ শান্তনু চক্রবর্তী (কালিম্পংয়ের কাগে গ্রাম)

১৭ ছোটগল্প বিমল দেবনাথ
কবিতা সেবন্তী ঘোষ, সুশীল মণ্ডল, প্রাণজি বসাক, প্রীতিলতা চাকী নন্দী, শ্রেয়সী সরকার, পার্থসারথি চক্রবর্তী, মুহাম্মদ ইব্রাহিম

15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৪ অগাস্ট ২০২৫ পনেরো

কুকথা

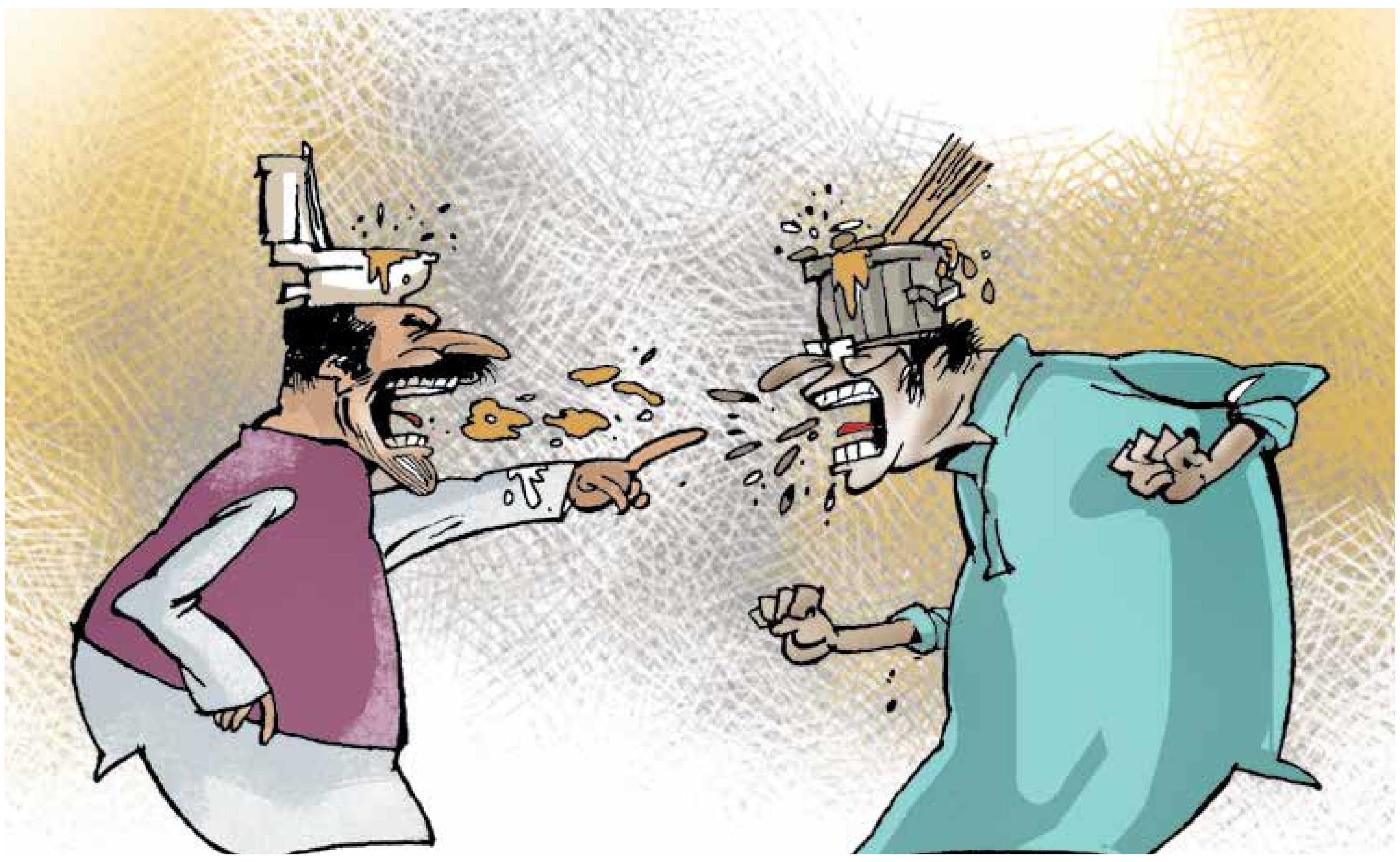

ইউটিউব চ্যানেল খুলে অনবরত খিস্তি-খেউড়ে প্রচুর রোজগার

প্রসূন শিকদার

বিকেলে খানিকটা অন্যমনস্কভাবেই বাড়ি থেকে বেরোলেন অমিয়বাবু। গত কয়েকদিন যাবৎ শরীরটা বিশেষ ভালো যাচ্ছে না। সর্বোপরি বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় প্রতিবেশীর অশ্লীল বাক্যবর্ষণ তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। তিনি ভাবতে থাকেন এক অদ্ভুত সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। এ সময়ে অশ্লীল কথাবার্তায় যে যত পারঙ্গম তার স্ট্যাটাস যেন তত উঁচু। অথচ কিছুদিন আগেও পরিস্থিতি এমন ছিল না। কথাবার্তায় শালীনতাবোধ তার মার্জিত রুচির পরিচায়ক ছিল।

সন্ধ্যায় একটি আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখবেন অমিয়বাবু। সমাজে নীতি-আদর্শ ও মূল্যবোধ ফেরানোর লক্ষ্যে এই সমাজকল্যাণ সংস্থা নীরবে কাজ করে চলেছে। অবসৃত মাস্টারমশাইয়ের আলোচ্য বিষয়-- নবীন প্রজন্মের মধ্যে কুকথার বাড়বাড়ন্ত ও তার প্রভাব। অমিয়বাবু অনুষ্ঠান মঞ্চে পৌঁছে গেলেন সময়মতো। দেখলেন ভিড়ভাট্টা ভালোই হয়েছে। সমাজের কেষ্টবিষ্টু থেকে সচেতন সাধারণ নাগরিক ও বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী -- সব মিলিয়ে হল ভর্তি লোকজন। উদ্যোক্তারা তাঁকে স্বাগত জানালেন। তিনি দেখলেন প্রধান অতিথির আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন এক প্রবীণ অধ্যাপক। তাঁকে দেখেই অমিয়বাবুর গা-টা রিরি করে উঠল। এক দুশ্চরিত্র লম্পট আজ প্রধান অতিথি। তাঁর খুব মনে আছে এই অপরেশবাবু একবার তাঁকে বলেছিলেন, 'মাস্টার, তোমার সাধু ভাষা এখন আর চলবে না। আমার কাছে খিস্তি দিতে শেখো। এখন খিস্তি দিতে পারাটা একটা আর্ট। এই আর্ট রপ্ত করতে না পারলে তোমার অস্তিত্ব সংকটে।'

তিনি বলেছিলেন, 'পিতা গুরু মাতা গুরু, তার চেয়েও বড় শিক্ষাগুরু।' অথচ এই অপরেশবাবুকেই বলতে শুনেছেন, 'এখন শিক্ষক তো আর শিক্ষক নয়। ওরা তো সার্ভিস প্রোভাইডার। অত শ্রদ্ধা ভক্তি দেখানোর দরকার নেই।'

বড় বড় এয়ারকুলারের ঠান্ডা হাওয়ায় পুরোনো দিনের অনেক কথা তার মনে ঘুরপাক খেতে লাগল। তিনি ভাবছেন মূল্যবোধ। তিনি খুঁজছেন নৈতিকতা। তাঁর বেশ মনে পড়ে হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে প্রথম যেদিন ক্লাস করতে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে বাবাও গিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মাস্টারমশাইদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। মনে রাখবে, পিতা গুরু মাতা গুরু, তার চেয়েও বড় শিক্ষাগুরু।' অথচ এই অপরেশবাবুকেই বলতে শুনেছেন, 'এখন শিক্ষক তো আর শিক্ষক নয়। ওরা তো সার্ভিস প্রোভাইডার। ওদের অত শ্রদ্ধা ভক্তি দেখানোর দরকার নেই।' অবশ্য এখনকার সার্ভিস কমিশন পাস করা শিক্ষকরাও এই বক্তব্য মেনে নিয়েছেন। এইতো কয়েকদিন আগে এক শিক্ষক বলেই ফেললেন, 'অমিয়দা, আমরা চাকরি করতে এসেছি; মাস গেলে বেতন পাই। ব্যস, আর কী চাই! পরের ছেলে পরমানন্দ, যত ভোগে যায় তত আনন্দ।' ছিছি একজন শিক্ষকের মুখে এসব কথা! এত কুকথা কারও মুখে শোভা পায়! সভাপতি বরণ হয়ে গেল, এরপর প্রধান অতিথি বরণ। স্থানীয় এক মাঝবয়সি নেতা আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন। শিক্ষক হিসেবে ছেলেটি তাঁকে বেশ শ্রদ্ধা ভক্তি করে। কিন্তু তাকে দেখলেই অমিয়বাবুর পুরোনো ঘটনা মনে পড়ে যায়। এরপর উদ্বোধনী সংগীত শুরু হল। কিন্তু ঘটনা অমিয়বাবু কোনওদিনই ভুলতে পারবেন না। এই নেতা একবার হোয়াটসঅ্যাপে ভোট চেয়ে মেসেজ করেছিলেন। আজকাল এসবের বেশ চল হয়েছে। তার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর থেকেই মেসেজটি এসেছিল, 'আপনার মূল্যবান ভোট নষ্ট করবেন না। অমুক চিহ্নে ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করুন।' আর ভোটে জিততে না পারলে, খিস্তি দিয়ে বলেছিলেন, 'বৃন্দাবন দেখাব।' পরে দেখা হলে তিনি অবশ্য হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'ওটা কমন মেসেজ। দলের ছেলেরা সবাইকে পাঠিয়েছে। আপনি ইগনোর করবেন।' সবাইকে খিস্তি মেসেজ করে খিস্তিকে ক্রমশ সকলকে আত্মস্থ করিয়ে খিস্তির প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছাড়া একে আর কিই বা বলা যেতে পারে! প্রধান অতিথি অপরেশবাবু বলে চলেছেন, 'অশ্লীল কথা ও অশ্লীল ছবি বর্তমানে যুবসমাজের একটা ব্যাধি। তারা সোশ্যাল মিডিয়ায় সারাদিনই অ্যাক্টিভ থাকে কিন্তু খিস্তি ছাড়া কথা নেই। এই প্রবণতা দূর করার জন্য আমাদের সবাইকে উদ্যোগী হতে হবে।'

এবার অমিয়বাবুর পালা। তিনি বলতে শুরু করলেন - 'সুধী ভদ্রমণ্ডলী, আজ এমন এক অসুখ নিয়ে আলোচনাচক্র যা এই সময়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। আজ সকালের একটা ঘটনা বলি। এক হবু দম্পতির একটা হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ বিশেষ কারণে জানতে পারি। দুজনেই মাস্টার্স করেছেন, ভদ্র ঘরের সন্তান। হবু বৌ তার হবু স্বামীকে মেসেজে লিখেছে যে তার পার্সোনাল খরচের জন্য টাকা প্রয়োজন। বেশ বড় অঙ্কের টাকা। লিখেছে, এখনই পাঠিয়ে দে। দেরি হলে তোকে পেঁদিয়ে সোজা করে দেব। সঙ্গে অশ্রাব্য গালিগালাজ। আপনারাই বলুন, সম্পর্কের বন্ডিং কোন জায়গায় নেমে গিয়েছে। একটা সময় ছিল যখন ঠাকুমা-দিদিমারা তাঁদের স্বামীদের আপনি বলে সম্বোধন করতেন। পরবর্তীকালে সেটা তুমি ও বর্তমানে তুই-তে নেমে এসেছে। সঙ্গে বোনাস অশ্রাব্য কুকথা! আপনারা চারিদিকে তাকিয়ে দেখুন তো, সম্পর্কের বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ভাষা প্রয়োগে কুকথা না বললেই যেন চলে না।'

এবার উদাহরণ নম্বর দুই। সকাল সকাল সরস্বতীপুজোর অঞ্জলি হয়ে গিয়েছে। এটা বাঙালিদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে। ছেলেটি তার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

এরপর ষোলোর পাতায়

জীবন জটিল হচ্ছে, আমরাও সংযম হারাচ্ছি। মাঝেমধ্যেই এমন কিছু বলে ফেলছি, যা খুবই খারাপ হয়েছে বলে পরে উপলব্ধি করে আফসোসের একশেষ। কেউ কেউ অবশ্য এ কথা বলে আনন্দে ভাসেন। এ রোগ যেন যাওয়ারই নয়। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে তার আরও বেশি করে ছড়িয়ে পড়া।

দ্রুত লাইমলাইটে আসার এক সহজ পথ

শুভময় সরকার

সে বহুকাল আগের কথা, আবছা স্কুলবেলার দিন। সময়ের নিরন্তর স্রোতে পলি জমতে জমতে স্মৃতি হারিয়ে যায়, তবু কিছু ঘটনা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একেবারে টাইম-টেস্টেড। তো তেমনই এক রাতের কথা। ট্রেনে ফিরছি বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে। যতদূর মনে পড়ে তখন স্টিম ইঞ্জিনের সময়। 'বিশ্বায়ন' নামক কোনও শব্দ আমাদের ভোকাবুলারিতে স্থান পায়নি। নেহাতই প্রাক-বিশ্বায়ন নয়, তার অনেক অনেক আগের কথা। উন্নয়নের এমন হড়পা ছিল না, এত আলোকোজ্জ্বল ভারতবর্ষও নয়। সাদামাঠা টিউবলাইটে রাতেরবেলা স্টেশনগুলো ম্যাড়মেড়ে। নিশুতি রাতে অন্ধকারের বুক চিরে আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে, দুলুনিতে মিডল বার্থে আধঘুমে আমি, ওপরে আর নীচের বার্থে বাবা-মা। মাঝরাতে এক অজানা স্টেশনে কোনও কারণে দাঁড়িয়ে ছিল আমাদের ট্রেন আর সেই আধোঘুমে শুনসান স্টেশনে অসংলগ্ন এক কণ্ঠে শুনেছিলাম এক অশ্লীল খিস্তি, রাতের নৈঃশব্দ্য ভেদ করে সেই অজানা মাতাল কণ্ঠেই আমার জীবনে সম্ভবত প্রথম শোনা কুকথা, অন্তত সেটাই আমার স্মৃতিতে প্রথম ডকুমেন্টেড কুকথা। সেই প্রথম শোনা কুকথার আগে এবং পরে বিস্তর কুকথার বন্যা বয়েছে, বয়ে যাচ্ছে এবং যাবে। আবহমান কুকথার নিরন্তর স্রোতে আমি এক রসিক শ্রোতা মাত্র।

কুকথার আভিধানিক অর্থ অশোভন কিংবা অশ্লীল কথা। আরেকটু সহজে বলা যায় কুরুচিপূর্ণ কথা। কিন্তু এখানেই বাধল গোল- কুরুচিপূর্ণ বা অশ্লীল বলে দেগে দেবার আগে কিঞ্চিৎ ভাবা প্র্যাকটিস জরুরি। আজ যা খারাপ, গতকাল তা ছিল ভালো। কিন্তু কী মুশকিল, এও তো ভারী গোলমেলে এক কথা। খারাপ তো খারাপই, ভালো চিরকালই ভালো...! কিন্তু তাই কি? এই উত্তরাধুনিক বা পোস্ট-ট্রুথের সময়ে দাঁড়িয়ে এত সরলীকরণ সম্ভব নয়, উচিতও নয় বোধহয়। আসলে এই কুকথার বা কুরুচিপূর্ণ কথার ইতিহাস ঘাঁটতে গেলে ভাষার বিবর্তনে এর ব্যবহার এবং সামাজিকভাবে এর বহুস্তরীয় প্রভাব সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবগত হওয়া জরুরি...! ইতিহাসের দিকে তাকালে সহজেই জানা যায়, কুকথার ব্যবহার সব সমাজেই কমবেশি ছিল। অতীতে ভাষার ব্যবহার যখন সীমিত, তখনও ছিল কুকথা তবে সময়ের সঙ্গে, সামাজিক পরিবর্তন বা বিবর্তনের সঙ্গে, 'ভাষার সমৃদ্ধি'র সঙ্গে কুকথার ধরন ও তার প্রয়োগের পরিবর্তন ঘটেছে অনিবার্যভাবেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গজীবনের অশ্লীল শব্দ সম্পর্কীত ধারণা কিন্তু বিস্তর পরিবর্তিত হয় দু'ভাবে, অর্থাৎ একদা যা ছিল অতি সাধারণ, বহুল ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দবন্ধ, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সেটাই হয়ে উঠল অশ্লীল শব্দ। ভদ্র, রুচিশীল সমাজে প্রত্যাখ্যাত হল সেসব শব্দ, উলটোটাও কিন্তু হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানে বেশ কিছু সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছিল। ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব, পাশ্চাত্য মূল্যবোধ এবং শালীনতার আদর্শে বিশেষ করে শহর কলকাতার মধ্যবিত্ত মহল নতুন ভাবনায় দীক্ষিত হয়ে নতুন করে ভাবতে শিখল। অন্তত এটুকু বলাই যায়, কুকথার ইতিহাস একটি ব্যাপক ও বহুমাত্রিক পরিসর, যা বহুলাংশেই ভাষার বিবর্তন, সামাজিক রীতিনীতি এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল।

'কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ ভরা বিষ।' ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের সেই অমোঘ লাইন তো বহুব্যবহারে ক্লিশে। তবে আজও কিন্তু সেই 'ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'...!

'কুকথায় পঞ্চমুখ, কণ্ঠ ভরা বিষ।' ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের সেই অমোঘ লাইন তো বহুব্যবহারে কিশে। তবে আজও কিন্তু সেই 'ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে'...! শুধু চলেছে নয়, ক্রমবর্ধমান খেউড়ে আমরা রীতিমতো বিধ্বস্ত। আক্রমণকারী এবং আক্রান্ত, শোষক এবং শোষিতের দ্বন্দ্ব, সব তত্ত্ব, ডায়ালেকটিকস ঘেঁটে যাচ্ছে কুকথার লাভাস্রোতে আর এই লাভাস্রোতের মাঝে দাঁড়িয়েই কিছু অনিবার্য প্রশ্ন কিন্তু এড়িয়ে যাওয়া কঠিন। এই যে কুকথা, খিস্তিখেউড়, এর পেছনে কি অক্ষমের অসহায়তাও কাজ করে? হয়তো করে, কারণ এই মাঝবেলায় দাঁড়িয়ে 'অতীতের তীর হতে' বয়ে যাওয়া বহু দীর্ঘশ্বাসকে পরবর্তী সময়ে খিস্তির নির্গমনে শান্ত হতে দেখেছি।

এরপর ষোলোর পাতায়

নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে গালাগালিতেই বেঁচে থাকা

অভিষেক বোস

আপনি অযথা খিস্তির নাম শোনেননি?

আগাথা ক্রিস্টি?

ধুৎ মশাই। সে তো লেখিকা। ইনি হলেন শিল্পী। অযথা খিস্তি। ক্রিস্টি নয়। তবে চাইলে কৃষ্টি বলতে পারেন। এটাই এখন সঙোসকিতি। উনিই আমাদের টিম লিডার।

গালাগালি? টিম লিডার?

খামোখা গালাগালি নিয়ে পড়লেন কেন?

এখানে কাউকে ছুরি চালানো হয় না। কিবোর্ড দিয়ে কুচিকুচি করে দেওয়া হয়।

মানে?

মানে ধরে নিন, এই আপনি আর আমি কথা বলছি। এখন আমি ভদ্দরলোকের মতো কথা বলছি। কিন্তু যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকব, তখন আমিই একজন ডিজিটাল ক্রিমিন্যাল। প্রথমেই বেছে নেব উঠতি লেখিকা, আর্টিস্ট কিংবা একটু নরমসরম কোনও মানুষকে। একদম অচেনা কোনও লোককে। তারপর দল বেঁধে এসে উল্লাট গালাগালি... নোংরা নোংরা ভাষায়।

অচেনা লোককে!

লোক, বালক, বিটি হোক কিংবা সেলেব্রিটি। আমাদের কাছে সব এক। ভাষার বাঁধন খুলে দেব।

আপনারা কি উন্মাদ?

উন্মাদ কেন হতে যাব। আমরা হেরো। এই দেখুন, ৫৫ বছর বয়স হল। আজ অবধি কোথাও জিততে পেরেছি? বাবা, ভাই, বৌ, বাস কনডাক্টর, পানের দোকান, অফিসের বস? কারও কাছে মুখঝামটা না খেয়ে ফিরেছি? আর এখানে দেখুন, খিস্তির খামার খুলে বসে আছি।

খারাপ লাগে না?

খারাপ লাগবে কেন? আপনি মাইরি আচ্ছা ন্যাকা। একমাত্র গালাগালি লোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেয়। হাসিকান্না সব লোকদেখানো।

আমাদের অযথা খিস্তিদাকে দেখুন। বাসে উঠলে, সামনের লোককে বলে, 'দাদা আপনি আগে নামুন।'

কিন্তু অনলাইনে, গালির গড়ফাদার।

একটা অচেনা লোককে দল বেঁধে গালি দিলেন। হতেই পারে মানুষটা হয়তো নিতে পারল না।

ভার্চুয়াল ওয়ার্ল্ড দাদা। কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোহয়মতীববিচিত্রঃ। এই তো সেদিন, অফিসের টিফিন টাইমে ফেসবুকে ঢুকে একজন বয়স্ক অভিনেতাকে নোংরা নোংরা গালাগালি করলাম। বুড়ো হাবড়াটা বেশি রাজনীতি কপচাচ্ছিল। বাড়ি ফেরার পথে, মনে একটা পৈশাচিক আনন্দ হচ্ছিল। সেদিন মাইরি খুশির চোটে শিঙাড়া কিনে বাড়ি ঢুকলাম।

ছিঃ!

এই দেখুন, আপনার এখন আমাকে গালি দিতে ইচ্ছে করছে। দিয়ে দিন। দেখবেন ভালো লাগছে। আর যদি এখন না দিতে পারেন, বাড়ি ফিরে সময় সুযোগমতো ফেসবুকে ঢুকে ঝেড়ে দিন। দেখবেন মনটা হালকা লাগছে। একবার ভাবুন, এখানে কোনও ফি দিতে হয় না, একেবারে ফ্রি। শুধু একটা স্মার্টফোন আর ইন্টারনেট থাকলেই ঢুকে পড়া যায়। কোনও বয়সসীমা নেই, স্কুলের ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অবসরপ্রাপ্ত দাদু, সবাই মুখ খারাপ করে গালি দিচ্ছে। সামনাসামনি গিয়ে দেখবেন- কিচ্ছুটি জানে না। সুবোধ লোক।

আর আপনাদের সেই অযথা খিস্তি। উনি তো নিজেই সেলেব্রিটি। উনি কেন গালি দেন?

দাদার কথা আর বলবেন না। দাদা বলেন কি জানেন তো, আপনি যুক্তি দিতে পারেন না? আপনার কাছে কোনও তথ্য নেই?

আপনার জানার কোনও ইচ্ছেও নেই, কোনও চিন্তা নেই! টুকুস করে স্রেফ চারটা কাঁচা খিস্তি দিয়ে সাজিয়ে, একটা কমেন্ট করে দিন। ব্যাস!

এই তো গত বছর একজন লেখিকার একটা বইয়ের প্রচ্ছদ প্রকাশ অনুষ্ঠানের পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়ে, এমন নোংরা নোংরা কথা লিখলেন, যে রাতারাতি ওই লেখিকা বদনাম হয়ে গেল। তিনদিনের মাথায় মহিলা সুইসাইড করতে গেছিল। একে বলে ট্রোলিং। পুরোটাই অনলাইন।

আপনার এখন আমাকে গালি দিতে ইচ্ছে করছে। দিয়ে দিন। দেখবেন ভালো লাগছে। আর যদি এখন না দিতে পারেন, বাড়ি ফিরে সময় সুযোগমতো ফেসবুকে ঢুকে ঝেড়ে দিন। দেখবেন মনটা হালকা লাগছে। একবার ভাবুন, এখানে কোনও ফি দিতে হয় না, একেবারে ফ্রি।

এরপর ষোলোর পাতায়

প্রকৃতির নিভৃত আশ্রয়স্থল কাগে

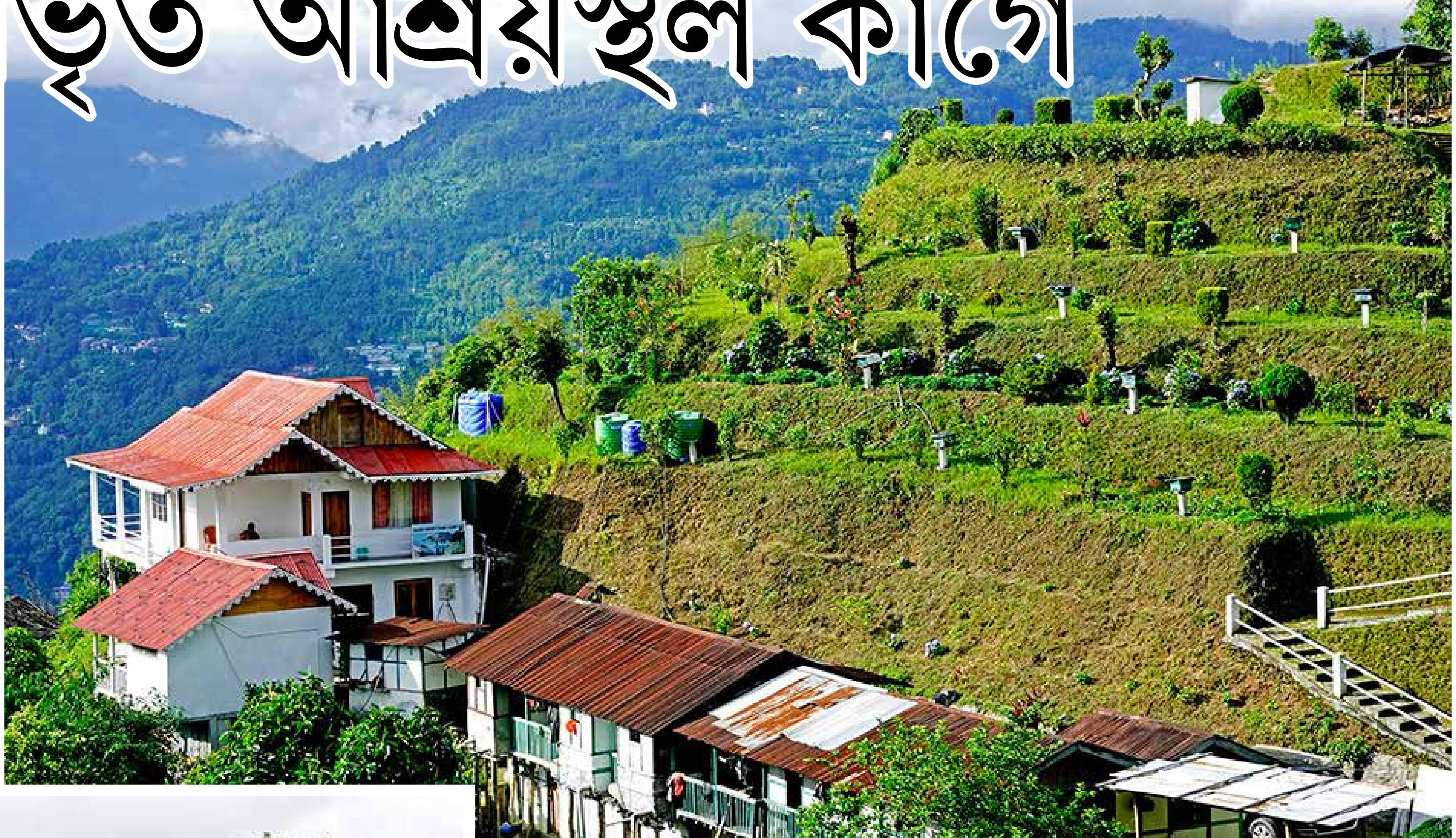

আয় মন বেড়াতে যাবি

শান্তনু চক্রবর্তী

মুডুমখোলা, ছোট্ট এক পাহাড়ি নদী। নামটা অনায়াসে মন ছুঁয়ে যায়। তিরতির করে দুই পাহাড়ের বুক চিরে উদ্বেগহীন গতি। রাজস্থানের মেয়েদের হাতভর্তি চুড়ির সেই সুরেলা টুংটাং ছন্দ যেন আপ্ত করেছে এই নদীও। এমনিতে শান্ত ধীরস্থির। গতিপথে কোনও বড় পাথর অবরোধ করলে সফেদ ফেনা তোলা জলে তীব্র ঘূর্ণি তুলে জানান দেয় তার অসন্তোষের কথা। এখনও মানুষের লোভাতুর দৃষ্টির আড়ালে রাখতে পেরেছে নিজেকে। তবু কোথায় যেন শঙ্কা থেকেই যায়।

কালিম্পংয়ের এই নদীর ওপর ছোটখাটো এক লোহার সেতু পেরিয়ে যাব কাগে। এর আগে পেডংয়ের উঁচু পাহাড়ের পাকদণ্ডি দিয়ে গড়াতে গড়াতে এই মুডুমখোলার মুখোমুখি হলাম। ছুঁয়ে গেলাম অনেক ছোট ছোট পাহাড়ি গ্রাম। চোখে পড়ল পাহাড়ের বুকের ওপর দিয়ে তৈরি হওয়া নতুন রাস্তা যা পূর্ব সিকিমের নাথু লাকে যুক্ত করবে।

আবার চড়াই ভেঙে পথ চলা, মাঝে মাঝে ধাপ চাষে ভুট্টার গর্বিত অবস্থান। অবশেষে অভীষ্ট গন্তব্যে। এই কাগে জায়গার নামটা সেরকমভাবে শোনা ছিল না। পৌঁছে বুঝলাম ছিমছাম পরিচ্ছন্ন এই গ্রাম একদম নতুন কিছু নয়। আছে বেশ কয়েকঘর মানুষজন। বেশ পুরোনো একটা স্কুল, যা গ্রামের প্রাচীনতার সাক্ষ্য বহন করে। এখানে বাস করে লিম্বু, লেপচা গোষ্ঠীর জনজাতি।

সেই কবে ১৮৮৩ সালে রেভারেন্ড ফাদার এম হার্ভাগিল্ট সুদূর ফ্রান্স থেকে এসেছিলেন পেডংয়ে। তারপর কাগের এই পাহাড়ের মাথায় স্থাপনা করেন মারিয়া বস্তি। এখানে আছে ১৮৯১ সালে তৈরি হওয়া একটা চার্চ। আছে একটা স্কুল আর খেলার মাঠ। কাগের ছোট্ট একটা বাজারের মধ্য দিয়ে পথ চলা চার্চের উদ্দেশে প্রচণ্ড খাড়া রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে মনে হচ্ছিল এই পথের বোধহয় শেষ আর দেখা হবে না। তবু পৌঁছে যাই, অনুভবে অন্তরঙ্গ হয় এই কষ্টের সার্থকতা। এক অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্য। প্রকৃতি যেন শীতলপাটি বিছিয়ে রেখেছে আমাদেরই প্রতীক্ষায়। বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে নীরবতার সঙ্গে নিভৃত যাপন। আকাশের কালো মেঘ, টিপটিপ ঝরে পড়া বৃষ্টি, পাখিদের বাড়ি ফেরা, মনে করায় ফেরার কথা।

সন্ধ্যা নামে পাহাড়ের বুকে। চারদিকে নিরন্তর সবুজ বনরাশি। পতঙ্গের দল মুখর তাদের নানান শব্দের লহরী তুলে। এখানে শহুরে আলোর দাপট নেই, ভেবেছিলাম রাতের আকাশের তারাদের সঙ্গে সখ্য হবে, দেখব ছায়াপথ, আকাশগঙ্গা। কিন্তু বিধি বাম, আকাশ ছেয়েছে কালো মেঘে। হোমস্টের ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই মনে হল, রাতের সব তারাই বোধহয় আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে সামনের পেডং-এর পাহাড়ের আনাচে-কানাচে।

সময়ের দিনলিপি মেনে আরেকটা সকাল আসে। ঘুম ভাঙে অনভ্যস্ত পাখির কুজনে। ঘরের কাচের জানলায় লেগে আছে বৃষ্টির জলছাপ। খুলে দিই জানলা, এক ঝাঁক মেঘ হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে ঘরে। সকালের কাগের স্পর্শ নিতে বেরিয়ে পড়ি ঘর থেকে, সঙ্গী হয় পাহাড়ি সাদা কুকুর।

আকাশে সাদা-কালো দুই মেঘেরই সহাবস্থান। তবু তাদের ফাঁক গলে বেরিয়ে আসে সূর্যের মোলায়েম রশ্মি। পাহাড়ের মাথাগুলো মেখে নেয় রোদের দীপ্ত আভা, সরিয়ে দেয় পাহাড়ের গায়ে লেপ্টে থাকা মলিন মেঘের আবরণ। এইসব দেখতে দেখতে সময় গড়িয়ে যায়, বেলা বাড়ে, ফিরতে হবে আবার শহরে। কী ছিল কাগের মায়াবী স্পর্শে!!! এক রাতে এত মন খারাপের বেদনা। কথা দিই আবার আসব বলে, তখনও তুমি এমনই থাকবে তো? তোমাকে পাব তো এমন নিবিড় করে, 'উন্নয়ন' এর কাছে দাসখত লিখে দেবে না তো? সব উত্তর তো নিহিত থাকে কালের গর্ভে। এটাও তোলা থাকল সেইভাবেই ....

যাওয়ার উপায় : দুইভাবে পৌঁছোনো যেতে পারে ১. শিলিগুড়ি থেকে লাভা রিশপ হয়ে ২. শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং পেডং হয়ে দূরত্ব : ৯০ কিমি (আনুমানিক)

সময় : দুই ক্ষেত্রেই সাড়ে চার ঘণ্টা থেকে পাঁচ ঘণ্টা (যদি সরাসরি যাওয়া হয়)

খরচ : যদি শিলিগুড়ি থেকে কাগে সরাসরি যাওয়া হয় তাহলে ৫০০০ থেকে ৫৫০০ টাকা (আনুমানিক হিসাব আর কী ধরনের গাড়ি নেওয়া হচ্ছে তার উপর নির্ভরশীল)

সাশ্রয়ী ভ্রমণ : শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাল অথবা পানিট্যাঙ্কি মোড় থেকে বাসে কালিম্পং, কালিম্পং থেকে শেয়ার গাড়িতে পেডং তারপর পেডং থেকে শেয়ার গাড়িতে কাগে।

আদর্শ সময় : অক্টোবর থেকে মার্চ, যাঁরা বর্ষার পাহাড় উপভোগ করতে চান জুলাই-অগাস্ট যেতে পারেন অবশ্যই রাস্তার অবস্থা মাথায় রেখে।

উচ্চতা : ৪০০০ ফুট (প্রায়)

থাকার ব্যবস্থাপনা : একাধিক হোমস্টে আছে।

দ্রুত লাইমলাইটে

পনেরোর পাতার পর

বহুকাল আগে আমার প্রয়াত পিতামহ মজা করে একটা কথা বলতেন, 'মুণ্ডমালার দাঁত খামটি সার', সে বয়েসে আপাত অর্থ অনুধাবন করলেও এই চালু শব্দবন্ধের সোর্স জানতে চাইলে তিনি মুচকি হেসে বলতেন– কালীমূর্তির গলায় মুণ্ডমালার দিকে তাকাও, দেখবে কাটা মুণ্ডুগুলো দাঁত খিচোচ্ছে...! সময়ের সঙ্গে পিতামহের সেই অমোঘ প্রবাদটি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ করেছি। কিঞ্চিৎ অতীতবিলাসী আমি, তাই ফের চোখের সামনে ভেসে উঠল এক দৃশ্য। সেও বহুকাল আগের এক অস্থির সময়ের কথা। আমার ফেলে আসা স্কুলবেলার শহরে যে ফ্ল্যাটবাড়িটিতে আমরা থাকতাম, ঠিক তার উলটোদিকেই ছিল ভারতীয় রেলের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ডিভিশনের সদর দপ্তর। আটের দশকের শুরুর দিকে এক অস্থির আন্দোলন চলছিল সেই অঞ্চলে, যার দীর্ঘসময়ের সাক্ষী আমি। সব আন্দোলনের মতো, সে আন্দোলনেও ছিল বনধ, পিকেটিং, রাস্তা অবরোধ, অগ্নিসংযোগ এবং হিংসাত্মক নানা ঘটনা। তো সেদিনও চলছিল রেলের সদর দপ্তরের চারটে গেটে আন্দোলনকারীদের পিকেটিং। কর্মীদের অফিসে ঢুকতে দেওয়া হবে না। টানা ক'দিনের অবরোধে কর্মীদের মধ্যে অস্থিরতা দানা বাঁধছিল, ধৈর্যের বাঁধও ভাঙছিল। যেদিনের কথা বলছি, সেদিনও সকাল থেকে চলছিল পিকেটিং, সকাল ১০টা নাগাদ বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে পূর্বপরিকল্পনামতো রেলের কর্মচারীরা মিছিল করে অবরোধ ভেঙে অফিসে ঢোকার চেষ্টা করতেই শুরু হল ধুন্ধুমার। অবরোধকারী এবং কর্মচারীদের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ, আহত বহু। আন্দোলনকারীরা প্রায় সবাই ছাত্র-যুব, ফলত কর্মচারীদের একটা অংশ অবরোধ ভেঙে অফিসে ঢুকে যেতে পারলেও, বড় অংশই কিন্তু পিছু হটে যেতে বাধ্য হল। দোতলার জানলা দিয়ে ভয়ার্ত, আতঙ্কিত চোখে সেদিনের সদ্য কৈশোর পেরোনো আমি দেখেছিলাম রেলের কর্মচারীদের অসহায়ত্ব এবং সেই অসহায়ত্ব, অক্ষমতা থেকে খিস্তি এবং কুকথার পার্গেশন।

ওই যে বলছিলাম সময়ের সঙ্গে কুকথা সম্পর্কিত ধারণার পরিবর্তনের যোগ, তো সেই পরিবর্তনের স্রোতে আজও স্যোশাল মিডিয়া থেকে দূরদর্শনের নানান চ্যানেলের খেউড়-সন্ধে, পাড়ার অলিগলিপথ থেকে সুদূর ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যম, কোথাও কোনও ছেদ নেই, অবিশ্রান্ত কুকথার কার্পেট বোম্বিংয়ে আমরা দিব্য উত্তরাধুনিক এক সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। কিছুকাল আগে একটি বৃটিশ ট্যাবলয়েডে সাংবাদিক জেরেমি ক্লার্কসন এক উত্তর সম্পাদকীয়তে চার্লস ও তাঁর প্রয়াত স্ত্রী ডায়ানার ছোট ছেলে হ্যারির অভিনেত্রী স্ত্রী মেগান সম্পর্কে অশ্রাব্য কথা লেখেন। সেই কুকথার বিরুদ্ধে নিন্দায় ফেটে পড়েছিল অভিজাত বৃটিশ পাঠককুল। বাধ্য হয়ে ট্যাবলয়েডটির তরফে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া হয়। তবে গল্প এখানেই শেষ নয়, এরপর 'ডাচেস অব সাসেক্স' মেগান বলেন, প্রথমে কুকথা বলে পরে ক্ষমা চাওয়া ওই ট্যাবলয়েডের এক পাঠক টানার কৌশল মাত্র। এদেশেও এসব কলাকৌশলে আমরাও খুব একটা পিছিয়ে নেই। দ্রুত লাইমলাইটে আসার এক সহজ পথ বিতর্কিত কথা বলা, যার অধিকাংশই কুকথা।

তবে এই খিস্তিখেউড়, তথাকথিত অশোভন শব্দচয়ন কখনো-কখনো অস্ত্র হয়েও ওঠে সৃজনের আঙিনায়। সেই অস্ত্র ব্যবহৃত হয় এত নিখুঁত, বুদ্ধিদীপ্তভাবে, যা শিল্পের ভিন্ন এক জগতের সন্ধান দেয়। সাহিত্য আন্দোলনের বিভিন্ন যুগে তথাকথিত অশ্লীল, অশোভন শব্দের ব্যবহার আমরা দেখেছি। একদা সাড়া জাগানো হাংরি আন্দোলনের লেখকরাও কিন্তু অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন। জীবনমুখী গায়ক যখন 'শুয়োরের বাচ্চা' শব্দটির তীব্র উচ্চারণে আমাদের ঝাঁকুনি দেন, আমরা অনুভব করি এক প্রতিবাদী সত্ত্বাকেই। আর যার কথা না বললে এ লেখা অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তিনি এক এবং অদ্বিতীয় নবারুণ ভট্টাচার্য, থুড়ি 'পুরন্দর ভাট'...! পুরন্দর ভাটের কলমে নবারুণ ভট্টাচার্যর ছোট ছোট কবিতা আসলে এক অদ্ভুত পরিসর তৈরি করেছে যেখানে আপাত অ-সংসদীয় বা তথাকথিত অশোভন কিংবা আরেকটু সরাসরি বললে খিস্তির আড়ালে কোথাও এক প্রতিবাদের কথাই শোনা যায়, ঠিক যে ভাবনায় ফ্যাঁৎ ফ্যাঁৎ সাঁই সাঁই করে ফ্যাঁতাড়ুদের আকাশে উড়িয়েছেন নবারুণ ভিন্ন এক নির্মাণে। কুকথার বহুস্তরীয় ব্যবহারের উল্লেখ করেছি, আসলে কুকথা কখনো-কখনো অস্ত্র হয়ে এক নান্দনিক অভিঘাত তোলে আমাদের মনে, আমরা অনুভব করি এক তীব্র যন্ত্রণা, আর এই যন্ত্রণাই জরুরি শুশ্রূষা হয়ে ওঠে দুঃসময়ে। মানুষ এগিয়ে চলে সুসময়ের সন্ধানে...!

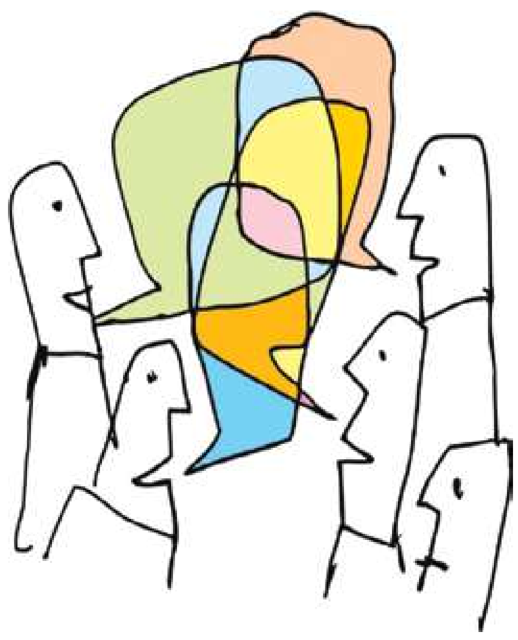

ইউটিউব চ্যানেল

পনেরোর পাতার পর

এমন সময় টুংটাং শব্দে মোবাইলে মেসেজ এল। তড়িঘড়ি মেসেজ পড়েই ছেলেটি কেমন যেন দমে গেল। পরে জানতে পারি, তার বান্ধবী জানতে চেয়ে লিখেছে, 'তোর বাপ তোকে কী কী খিস্তি শিখিয়েছে?' এখন ঠিকঠাক খিস্তি-খেউড় করাই নাকি সরস্বতীপুজোর অঞ্জলি। ভাবুন পরিস্থিতি!

আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, কুকথা আমাদের সমাজ, সামাজিক বন্ধন, ভাষা ও সংস্কৃতিকে অনবরত কোন অধঃপতনে নিয়ে চলেছে।

তবে কুকথার কি কোনও ভালো দিক নেই? আলবাত রয়েছে। কারও কাছ থেকে পাওনা টাকা ভদ্র ভাষায় আদায় হচ্ছে না, তার বাড়িতে গিয়ে বৌ-বাচ্চার সামনে, পাড়ার লোককে শুনিয়ে কুকথায় গালাগালি দিন, দেখবেন আদায় হয়ে যাবে। কোনও কাজ দীর্ঘদিন ধরে সমাধান করতে পারছেন না, নেতাদের ধরে নিয়ে গিয়ে খিস্তি দিন, দেখবেন কাজ হয়ে গিয়েছে। দোকানদার আপনাকে খারাপ জিনিস দিয়েছে, খিস্তি দিন। দেখবেন আপনি ভালো জিনিস পাচ্ছেন। আবার এটাও দেখবেন, কেউ কেউ ইউটিউব চ্যানেল খুলে অনবরত খিস্তি-খেউড় করে প্রচুর টাকা উপার্জন করে চলেছেন। আবার ভালো বা সজ্জন ব্যক্তিকে তাড়াতে হবে, তাঁকে বেমক্কা খিস্তি দিন, দেখবেন তিনি ভদ্রভাবে সরে পড়েছেন। এভাবেই খিস্তি দিয়ে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় কুকথা পোস্ট করে আজকাল অনেকে ফায়দা লুটছেন। হয়তো তা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই নবীনরা কুকথায় আসক্ত হয়ে পড়ছেন।

আজকের এই আলোচনাচক্রে অমিয়বাবু এসব কথা বলতে পারবেন না।

একসময় ছিল রাজারা তাঁর প্রজাদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। আজ রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা তাঁর জনগণকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী-সমর্থকরা প্রকাশ্যে খিস্তি-খেউড়, গালিগালাজ করেন। আপনারা দেখে থাকবেন। রাজনৈতিক দলগুলো নাকি বড় বড় সংস্থাকে দিয়ে সার্ভে করে দেখেছেন যে, প্রকাশ্য কথায় কুকথায় বর্তমানে পাবলিক ডিমান্ড বেশি। আজ আপনারা টিভি খুললেই দেখবেন, অধিকাংশ সিরিয়ালে পিএনপিসি একটা বড় উপজীব্য বিষয়। ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোতে কুদৃশ্য ও কুকথা থাকলেই রেটিং সবচেয়ে ভালো।

আপনারা যাঁরা আজ এই সভায় উপস্থিত রয়েছেন আপনাদের ভাববার সময় এসেছে। আপনাদের ভাবতে হবে আপনার আমার অস্তিত্ব আজ কতখানি সংকটে। আমাদের ভাষা হল আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এই ভাষা ধ্রুপদি ভাষার স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছে অথচ আজ তা গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার। পৃথিবীর এই মিষ্টতম ভাষাকে কুকথায় ভরিয়ে দিয়ে ভাষাকে নষ্ট করে দেবার এক সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত চলছে বলে আমার ধারণা। আমার মনে হয় আমরা সবাই এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারি। মাতৃদুগ্ধসম মাতৃভাষাকে রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। কুকথা বর্জন করা আমাদের আশু কর্তব্য।

বক্তব্য শেষে হলঘরজুড়ে বেশ খানিক্ষণ করতালির রেশ থাকল। মঞ্চ থেকে নামার সময় অমিয়বাবু দর্শকদের মধ্যে একজনকে বলতে শুনলেন, মাস্টার তো খুব দামি কথাই বললেন। কিন্তু তাঁর ছেলে যে এত কুকথা বলে, খিস্তি-খেউড় করে, মেয়েদের এত বাজে বাজে মেসেজ পাঠায়, সেসব বোধহয় মাস্টার জানেন না।

নিরাপদ দূরত্বে

পনেরোর পাতার পর

কেন করলেন আপনাদের দাদা, এরম?

কেন আবার কী? দাদার এটাই কাজ। সবাই কত প্রশংসা করল জানেন। আমাদের পুরো কমিউনিটি দাদাকে সেলাম জানিয়েছে।

আর সেই মহিলা?

কপালজোরে বেঁচে গিয়েছেন। তবে দাদাকে দেখে আমাদের আরেক ভাই বন্ধু, এক ফিল্ম এডিটরকে খিস্তি করেছিল। ত্যাঁদড় লোক। উলটে বলল, ভালো কিছু শিখে আয়। কদ্দিন আর এক মা-বাপের গালাগালি চালাবি। ছোকরা সেদিন ভাত অবধি মুখে তোলেনি। এত মুষড়ে পড়েছিল।

আপনাদের বন্ধু মুষড়ে পড়ল। গালি দিয়ে?

গালি দিয়ে কোনও রেসপন্স না পেয়ে।

অদ্ভুত তো!

অদ্ভুত কেন বলুন তো! আপনি একটা কাজ করলেন, অথচ কাজের স্বীকৃতিটা পেলেন না। কেমন লাগবে?

কাজ?

কাজ না? একটা নামকরা মানুষকে অনলাইনে গালাগালি দিলেন। অথচ আপনার টিকিটি কেউ ধরতে পারল না। পুরো কাজটা নিঃশব্দে সেরে ফেলে, আবার মানুষের ভিড়ে মিশে গেলেন।

সোশ্যাল মিডিয়া আসার পর মানুষ ভেবেছিল, 'আহা, এ তো এক নতুন মুক্তমঞ্চ! এখানে মানুষ নিজের মতামত জানাবে, জ্ঞানের আলো ছড়াবে, বন্ধুত্ব গড়বে।' আমরা পুরো অ্যাড্রিনালিন রিলিজের প্ল্যাটফর্ম বানিয়ে দিলাম। এটা কাজ না? বিনে পয়সার অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টস। বাঞ্জি জাম্পিঙের মতো। খাদের অতলে ঝাঁপ মেরে একজন মানুষকে নোংরা নোংরা গালি দিয়ে, নিরাপদে ফিরে চলে আসা।

আপনাদের পরিবারের লোকেরা জানে, আপনাদের চেহারার থেকেও আপনাদের মুখটা বেশি নোংরা?

সবার না। কয়েকজনের জানে। আমরা গালি দিচ্ছি কারণ আমরা সত্যি বলি। সত্যি মানেই নোংরা। মিথ্যে কথা শুনতে সুন্দর। মেহনতি মানুষের মুখের ভাষা ভদ্দরলোকদের রোচে না।

এটাই আপনাদের যুক্তি?

কেন আমাদের যুক্তি থাকতে নেই। অযথা দা কী বলে জানেন? 'গালি হল প্রতিবাদের ভাষা।'

কীসের প্রতিবাদ? কোন মত, কোন দলের বিরুদ্ধে আপনাদের প্রতিবাদ?

আপনি কি আমাদের পার্টির লোক ভাবলেন নাকি! আমাদের কোনও দল নেই, কোনও মত নেই। আমরা ওসব ডান-বাম কিছু নই। আমরা নিরপেক্ষ। লোডশেডিং ছাড়া কাউকে ভয় করি না।

লোডশেডিং কোত্থেকে এল?

লোডশেডিং হলে মোবাইলে চার্জ করা যায় না। গত বছর ঝড়ের সময় কী যে অসুবিধেই পড়েছিলাম। তিনদিন ধরে কারেন্ট ছিল না। অশ্রাব্য সব গালাগালি পেটের মধ্যে কিলবিল করছিল। গ্যাসের মতো জমে উঠছিল। কিন্তু সামনাসামনি যে কাউকে গালি দেব, সেই মুরোদ নেই। শেষে ওই ফুস করে একটা ছাড়তে গেছিলাম, একটা কলেজের বাচ্চা মেয়ে, ঠাসিয়ে চড় মারল। সেই প্রথম টের পেলাম, গালি না খেয়ে, গালে খেলেও কান লাল হয়ে যায়।

আফসোস হয় না। অনুতাপ?

একবার হয়েছিল। ওই অনুতাপ। তবে খুব একটা তাপউত্তাপ কিছু ছিল না। জলদি সামলে উঠেছিলাম।

কীরম শুনি।

একদিন এক বয়স্ক ভদ্রমহিলাকে কুৎসিত কুৎসিত গালি দিলাম। মেয়েদের স্বাধীনতা নিয়ে জ্ঞান ঝাড়ছিল। গালি দিয়ে বললাম - 'প্রধাননগরে আয়, তোকে ...।' মহিলা শান্ত হয়ে উত্তর দিল, 'এটুকু করলে কি আপনি নারী স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়াবেন? তাহলে আসছি। বলুন প্রধাননগরের কোন জায়গায়, কটায় আসতে হবে।'

অপ্রত্যাশিত উত্তরটা আসার পর খেয়াল করলাম, ভদ্রমহিলা আমার মায়ের বয়সি। লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছিল জানেন? চুপ করে ছিলাম। উনি আবার কমেন্ট করলেন, 'কী হল বললেন না, কখন আসতে হবে?'

আমতা-আমতা করে লিখেছিলাম- 'আমি তো এমনিই বলেছিলাম। সত্যি সত্যি কি আর ও'রম কিছু করব।'

কেন বলেন তাহলে?

কেন বলব না বলুন তো। আমরা না ভালো গায়ক, না ভালো শ্রোতা। না ভালো লেখক না পাঠক। না অভিনেতা না দর্শক। আমরা জাস্ট অ্যানোনিমাস। আমরা এইভাবেই ভ্যালিডেশন জোগাড় করি। এই যে আপনি এতক্ষণ ধরে আমাকে বুঝতে চাইছেন, তার একটাই কারণ। আমরা নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে নোংরা গালাগালি করি। নইলে জানতেও চাইতেন না, আমি কে? এটাও তো একরকম ফিয়ার অফ মিসিং আউট সিনড্রোম। আপনারা যাকে ফোমো বলেন। মানুষের মতো দেখতে হলেও আমরা হোমো সেপিয়েন্স না, ফোমো সেপিয়েন্স। সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের মুক্তমঞ্চ। ওই যে বললাম, আমরা জাস্ট অ্যানোনিমাস। অ্যানোনিমিটিই আমাদের হাতিয়ার।

গহন বনের পুষ্প পরাগ

বিমল দেবনাথ

পাশের বাড়ি থেকে পারুল ডাকে, ‘চিনু, ও চিনু! কী করিস? সমরের চিঠি আইচ্চে।’

খবর নয় যেন দীর্ঘ খরার পর বৃষ্টি নেমেছে। সবিস্তারে জানার পর আনন্দের বন্যায় সব দুঃখ-কষ্ট যেন ভেসে গেল। ছেলে যে বংশের প্রথম ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে। সমরের এই জার্নিটা অবশ্য সহজ ছিল না। কালো, ডানপিটে ছেলেটা ছিল বাবার একদম অপছন্দের। হবে না-ই বা কেন! পাড়াপ্রতিবেশীর তূণে ছিল নানা নালিশের তির। সেগুলো শচীন্দ্রকে বিদ্ধ করত। মায়ের চেষ্টায় সমর কোনও রকমে মাধ্যমিকে উতরে যায়। তারপরই উৎপাত চরমে ওঠে। পড়শির আম, জাম গাছে আর মন জমে না। হাসি, কৌতুক, গল্পে পাড়ার কিশোরীদের মধ্যমণি হয়ে ওঠে। সে অবাধে বন্ধু হয়ে ওঠে সবার। যখন যে যেতে চায়, তাকে সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে চলে যায় বাজারে, মেলায়। একবার সমরের বিরুদ্ধে এক কিশোরীর শ্লীলতাহানির অভিযোগ ওঠে। ব্যাপারটা বাবা হিসেবে শচীন্দ্রর মনে ব্যাপক ধাক্কা মারে। অভিযোগ প্রমাণিত হবার আগেই ছেলের নতুন সাইকেলটা ফেলে দেয় পুকুরে। এই ধরনের বিষয়ে কাদা ছোড়াছুড়িতে গন্ধ ছড়ায়। একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে বাড়ি থেকে ছেলেকে তাড়িয়ে দেয়। সমরও বাবার মতো একরোখা। শোনেনি বন্ধু বসন্তর কথা। তাকে দুর্বল করতে পারেনি মায়ের কান্না। সে বাড়ি ছেড়ে দেয়।

শিলিগুড়ি শহরে একটা গ্যারাজে পেটচুক্তিতে কাজ শুরু করে। সারাদিন ভারী হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিটিয়ে, লেদে কাজ করে রাতে যখন শুয়ে পড়ত, শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যেত। মায়ের কথা খুব মনে পড়ত সমরের। ফুটবল, কাবাডি ইত্যাদি খেলার পর শরীরে ব্যথা হলে মা তেল মালিশ করে দিত। রাতে চোখের জল গড়িয়ে পড়ত গ্যারাজে বিছানো ত্রিপলে। ভেজা চোখে কখন যে ঘুম নেমে আসত, টের পেত না সমর। সকালে ব্যথা নিয়েই আবার শুরু হত লোহা পেটানোর কাজ। এক বছরে শরীরের সব ব্যথা শক্তিতে পরিণত হল। সুশৃঙ্খল যাপনের জন্য কম সময়েই গ্যারাজের অন্য কর্মীদের তুলনায় সমরের বেশ নামডাক হয়। ওই সময় তাঁর পরিচয় হয় এক সরকারি আধিকারিকের সঙ্গে। রাস্তা খুলে যায় আইটিআই-তে ভর্তি হবার। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে সে কলেজে ভর্তি হয়। পড়াশোনা করেও রাত ন’টা পর্যন্ত গ্যারাজে কাজ করতে হত। পরিবারের কেউ কোনও দিন খোঁজ করেনি। মায়ের কথা ভুলে সে দিনরাত ডুবে থাকত কাজে ও পড়াশোনায়। আইটিআই পাশ করে আর ফেরেনি বন সন্নিহিত গ্রাম-মধুপল্লিতে। বুকে এক পাহাড় অভিমান নিয়ে শিলিগুড়ি ছেড়ে চলে যায় জামশেদপুরে।

দুপুরে উনুনের ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে হুড়দ্দুম বেরিয়ে আসে চিনুবালা। ছুটে আসে বসন্তদের বাড়ি। ‘কী বললি, সমরের খবর পাইছিস?’ কোমরের গোঁজা আঁচল খুলে মুখ পুঁছে জিজ্ঞাসা করে চিনুবালা। রান্নাঘরের বারান্দায় বসন্তর মা

> শিলিগুড়ি শহরে একটা গ্যারাজে পেটচুক্তিতে কাজ শুরু করে। সারাদিন ভারী হাতুড়ি দিয়ে লোহা পিটিয়ে, লেদে কাজ করে রাতে যখন শুয়ে পড়ত, শরীর ব্যথায় কুঁকড়ে যেত। মায়ের কথা খুব মনে পড়ত সমরের।

পেতে দেয় পিঁড়ি।

বাড়ির সঙ্গে সমরের যোগাযোগ না থাকলেও বসন্তর সঙ্গে ছিল। তবে নিয়মিত নয়। জীবনের বিশেষ বিশেষ মোড়ে ওদের যোগাযোগ হত। চিনুবালা বসন্তের মুখোমুখি হলেই জিজ্ঞাসা করত সমরের কথা। বসন্ত বলত, ‘কোনও খবর নেই কাকি। কেন অযথা চিন্তা করেন? ও ভালো আছে। আপনি এত ভাবেন, কাকা তো কোনও দিন সমরের কথা জিজ্ঞাসা করেন না।’

-‘তুমি বুঝবে না বাবা, মায়ের কষ্ট কী!’

গত কুড়ি বছরে চিনুবালার শরীরে অনেক রোগ বাসা বেঁধেছে। পায়ে জল জমেছে। খেতে পারে না। রাতে ঘুম আসে না। গাঁটে গাঁটে জমেছে-- একমাত্র সন্তান হারানোর ব্যথা। শিশুসুখ পয়োধর মিশে গেছে বুকে। এখন আর ব্লাউজও পরে না সে।

ছোটগল্প

পিঁড়িতে বসে চিনু পারুলকে জিজ্ঞাসা করে, ‘কীরে বল, কী খবর পাইছিস?’ পারুল বলে, ‘বসেক, বসন্তকে ডেকাও। চিঠিটা উয়াই পড়ুক। তোর মনে শান্তি আসিবে।’ পারুল উঠে ডেকে আনে বসন্তকে। বসন্ত রান্নাঘরের বারান্দায় বসে পড়তে থাকে সমরের দীর্ঘ চিঠি। সমর এতদিন যে ক’টা চিঠি লিখেছিল সেগুলো ছিল খুব সংক্ষিপ্ত, পোস্ট কার্ডে। এবারে চিঠি এসেছে খামে। সমর লিখেছে... ‘আজ জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ারে প্রোমোশন পেয়ে চোখে জল এসে গেছিল। এত দিন পেছনে ফিরে তাকাইনি। আজ খুব মনে পড়ছে অতীতকে, বন্ধু ......’ বসন্ত পড়তে থাকে সমরের চিঠি। চিনুবালার চোখের কোণ ভিজে ওঠে। তারপর কেঁদে ওঠে হাউমাউ করে। কেঁদে ওঠে পারুলও। বসন্ত বুঝতে পারে মাঝেমধ্যে গলা কেঁপে যাচ্ছে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, ‘কাকি কেন শুধু শুধু কাঁদছেন। সমরের খবর তো পেলেন। বিয়ে করবে বলেছে। এবার মেয়ে দেখতে শুরু করুন।’

এতক্ষণ কেউ খেয়াল করেনি, শচীন্দ্র এসে দাঁড়িয়েছে বসন্তর পেছনে। শচীন্দ্র কেঁপে ওঠা ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে রেখে ঘাড়ের গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে কথা বলতে গিয়ে তাল হারিয়ে ফেলে। কাঁপা গলায় বলে, ‘বসন্ত, হারামজাদাটাকে বাড়িতে আসতে বল। ওকে বিয়া দিব। মেয়ে দেখা আছে।’ চিনুবালা তাকায় সমরের বাবার দিকে। পারুলকে জড়িয়ে ধরে বলে, ‘সমরের বাবা সমরকে বাড়িতে আসতে বলছে পারুল, সমরের বাবা সমরকে বাড়িতে আসতে বলছে।’ শচীন্দ্র বাড়ি ফিরে লুকিয়ে কাঁদতে থাকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। দুই সই গল্প করে আনন্দে।

২

‘শুনলাম বৌমার পা ভারী হইচে?’ চিনু জিজ্ঞাসা করে।

পারুল বলে, ‘ঠিক শুনিসিস। এই তো বৌমার তিন মাস হলেক, বসন্তের নগত গভীর জঙ্গলে থাকি আসিল। কিন্তুক উয়ার কুন কাণ্ডজ্ঞান নাই। তুলসীর শরীল খারাপ শুনিয়াও বাড়িত না আইসে। দুই মাস পরে আইচ্চে। তা-ও আবার সমরের খরবখান দিবার নাগি। সমরের চিঠি না আসিলে, এই বারও বাড়িত না আসিত। না বুঝি বাপ উয়ার কাজের ব্যাপার-সেপার। এলায় নাকি বিট অফিসার হইসে। কাজের নাকি খিব চাপ। ছুটিই না পায়। ইয়ার থাকি চাপরাশির কাজ ভাল আছিল। মাঝে মাঝে বাড়িত আইসত। এলায় তো দুই মাস তিন মাস পর বাড়িত আইসে।’

‘কী বলিস পারুল, ঘরে এমন সুন্দরী পোয়াতি বৌ থাকতেও ছেলে বাড়ি আসে না। ব্যাপারটা ভালো ঠেকছে না। জঙ্গলের মেয়ে-বৌগুলা নাকি খুব বেহায়া। লজ্জাশরম কম। দেখিস বাবা, ভালো করে খোঁজখবর রাখিস।’

‘না না, তেমন কুনো কিছু না হয়। উয়ার বাপ তো মাঝেমধ্যে যায় বসন্তর অফিসত। গেল মাসে গেইসিল, টাকা আনির। যায়া দেখে ছেলেটা কোয়াটারত নাই। বিড়াই গেইসে জঙ্গলত। দিন যায়া আতি হয়য়া গেইল, ছেলেটা আইসে না। পাশের কোয়াটারের ইস্টাফের বৌ দুই বেলা খাওয়া দিলেক। জঙ্গল হোলে কী হবেক। উদের খিব মিল, মায়া মমতা আছে। পরের দিন আসিল ছাওয়াটা।’

চিনু অবাক হয়। ‘কী বলিস! এত কাজের চাপ? কী হইছিল?’

-‘আর না কইস। ডিউটি করিবার সময় একটা হাতি নাকি গন্ডারের গুঁতা খায়া পালাই গেসিল জঙ্গলত। সেইটাক খুঁজিয়া আনিতে হিমসিম অবস্থা।’

-‘যাক বাবা ভালো হইলে ভালো। আজকে দিনটা খুব ভালো। সমরের খবর পাইলাম আবার তুইও ঠাকুমা হবি।’

-‘বসেক, একটা ঠাকুরের বাতাসা দেও, খা।’

বসন্ত ও সমর অ-ইজেরের বন্ধু। বসন্তর স্বভাব সমরের বিপরীত। শান্ত, ভদ্র। গ্রামের মানুষ ভাবত ওদের বন্ধুত্ব হয় কী করে? সমর উধাও হয়ে যাবার পর বসন্তর মন মাঝেমধ্যে কেমন করত। মন খারাপের বিষয়টা গাছের পাতার মতো। ঝরে গেলে আবার গজিয়ে ওঠে। টানাপোড়েনে পড়াশোনা আর এগোয় না। বনের এক বাবুর বাড়িতে ফাইফরমাশের কাজে ঢোকে। বনবাবুর গিন্নি মাঝেমধ্যে বাড়ি গেলে রান্না করে দিত। ছোটবেলা থেকে রান্নার হাতটা ভালো ছিল বসন্তর। বাবুর খুব ভালো লেগে যায়। পেটের শান্তি মনে আসতে বেশিদিন লাগে না। বসন্ত তরতর করে উন্নতি করতে থাকে। প্রথমে ঠিকা শ্রমিক, তারপর চাপরাশি। চাপরাশি থেকে গার্ড, তারপর বিট অফিসার। একদম নীচুতলা থেকে কাজ করার জন্য বনের ও বন্যজন্তুর বিষয়ে খুঁটিনাটি সব জানত। অভিজ্ঞতা ছিল অনেক। হাতি, গন্ডার ইত্যাদির হাবভাব বুঝত জলের মতো। অন্তত সবাই এই রকম বিশ্বাস করে। বিট অফিসার হবার পর বসন্তর কদর বেড়ে যায়। বন্যপ্রাণীর যে কোনও বিষয়ে ডাক পড়ত সবার আগে।

সমর লিখেছিল, ‘দ্যাখ আমরা দুইজন কত কষ্ট করে বড় হলাম। আমি ইঞ্জিনিয়ার তুই বিট অফিসার। আমাদের সম্পদ হল অভিজ্ঞতা ও একনিষ্ঠতা। তাই আর ভয় নাই। জীবন মোটামুটি সেটল। এইবার বিয়ে করব।’

> এরকম নানা ঘটনার সম্মুখীন হয়ে বসন্তর নার্ভ বেশ শক্ত। তবুও শেষরক্ষা হল না। এক শীতের বিকালে ঘটে যায় চরম বিপর্যয়। দূরে দেখা যায় একটা গন্ডার। প্রায় প্রতিদিন এরকম গন্ডার চরে বেড়ায় বিটের কাছে।

উত্তরে বসন্ত কিছু বলতে পারেনি। জঙ্গল যে পায়ে পায়ে ভয়, জানে না অনেকে। জানে না বসন্তর বাবা-মা ও পাড়াপ্রতিবেশী। সই পারুলকে দেখলে কষ্টের মধ্যেও শান্তি পেত চিনু। বনে-জঙ্গলে যেখানেই থাকুক মাসে দুই মাসে ছেলের মুখ তো দেখতে পায়। চিনুর তো সেটুকুও নেই। সইয়ের জন্য মন খারাপ হত পারুলের।

পরিবারে চিন্তা বাড়বে বলে বসন্ত কোনওদিন বলেনি পায়ে পায়ে বিপদের কথা। জঙ্গলে বন্যপশু ও দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে ওদের সব সময় যুদ্ধ চলে। খুব সাবধানে থাকলেও কয়েকবার ফিরে এসেছে মৃত্যুর মুখ থেকে। একবার তো গন্ডারের আক্রমণ থেকে বেঁচেছে উপস্থিত বুদ্ধির জোরে। গন্ডারকে তাড়া করে আসতে দেখে সাইকেলটা শরীরের উপরে দিয়ে শুয়ে পড়ে মাটিতে। প্রাণপণে হাফ-প্যাডেল করে গেছে অনবরত। সাইকেলের পেছনের চাকা ঘুরে গেছে সুদর্শনচক্রের মতো। বোকা গন্ডার ঘুরন্ত চাকা দেখে পালিয়ে গেছে ভেত ভেত করে।

একবার রাতে কালাচ সাপ ওঠে বিছানাতে। অভিজ্ঞতায় বুঝে গেছিল সাপের শীতলতা। চট করে সরিয়ে নিয়েছিল পা। পা সরাতে গিয়ে সাপকে চাপ দিলে আর কোনও দিন ঘুম ভাঙত না। কেউ কোনও দিন জানতে পারত না মারা যাবার কারণ। কালাচ সাপের কামড় প্রথমে বোঝা যায় না। জ্বালাযন্ত্রণা হয় না। ঘুমের মধ্যে মারা যায়! নাম হয় অজানা ভূতের।

এরকম নানা ঘটনার সম্মুখীন হয়ে বসন্তর নার্ভ বেশ শক্ত। তবুও শেষরক্ষা হল না। এক শীতের বিকালে ঘটে যায় চরম বিপর্যয়। শিকারি ধরতে গিয়ে সারারাত কেটে যায় জঙ্গলে। সকালে এসে ঘুমিয়েছে, উঠেছে বিকালে। দুপুরের ঠান্ডা ভাত খেয়ে লুঙ্গি পরে অলসভাবে হাঁটছিল বিটের সামনে বনের রাস্তায়। দূরে দেখা যায় একটা গন্ডার। প্রায় প্রতিদিন এরকম গন্ডার চরে বেড়ায় বিটের কাছে।

বসন্ত আলস্য ভাঙার হাই তোলে শব্দ করে; চোখ বন্ধ করে দুই হাত উপরে তুলে শরীর টানটান করে আড়ষ্টতা ভাঙে। কিছু বোঝার আগে গন্ডারটা বসন্তকে মাথা দিয়ে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় বনের ভিতরে। কামড় দিয়ে বের করে নেয় নাড়িভুঁড়ি। তীক্ষ্ণ খুরের চাপে ফেটে যায় বুক। গার্ডের মুখে কথাগুলো শুনে মূর্ছা যায় বসন্তর মা।

৩

চিনুবালাকে শ্রাদ্ধ বাসরে দেখে আবার বিলাপ শুরু করে পারুল, ‘তোর ছাওয়াটা দূরে থাকিলেও বাঁচিয়া আছে। মোর ছাওয়াটা কাছে থাকিয়াও মরিয়া গেইল গন্ডারের কামড়ে। ও চিনুরে!!! সমরের নগত চলিয়া গেলেক আজি মোরও ছাওয়াটা বাঁচিয়া থাকিত... কেনে গেলেক জঙ্গলত রে...। তুলসীটার কী হইবে রে... বসন্তর ছাওয়াটার কী হইবে রে, না জন্মিতে অনাথ হইল রে...’

পারুলকে বুকে চেপে ধরে চিনু। তুলসী পাথরের মতো বসে থাকে তুলসীতলায়। সমর দাঁড়িয়ে আছে পাশে। গহন বনের পুষ্প পরাগ উতলা করে প্রাণ। দু’হাত বাড়ায় তুলসীতলায়।

উত্তরের কবিমুখ

সেবন্তী ঘোষ

বিশিষ্ট এই সাহিত্যিক উত্তরবঙ্গের মানুষ। জন্ম শিলিগুড়িতে। এখানকার পাশাপাশি শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা। শ্রেষ্ঠ কবিতা সহ ১২টি কাব্যগ্রন্থ আছে। ৩টি নভেলা, ২টি অনুবাদ গ্রন্থ, একটি গল্প সংকলনও। সাহিত্য আকাদেমির ট্রাভেল গ্র্যান্ট, দু’বছরের সিনিয়ার ফেলোশিপ (মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রক) কৃত্তিবাস পুরস্কার, অনিতা সুনীল কুমার বাংলা আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত। সাহিত্য আকাদেমির তরফে কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় সাইমন ফ্রেজারে কবিতা, গল্প পাঠের আমন্ত্রণ। সার্ক ফেস্টিভাল ঢাকা ও ভুবনেশ্বর, লিট ফেস্ট ঢাকা, সাহিত্য আকাদেমির তরফে আজাদি কা অমৃত মহোৎসব ও ফেস্টিভাল অফ লেটার্সে সিমলা, ভোপাল, দিল্লি সহ লুধিয়ানা, আন্দামান, কোকরাঝাড়, গুয়াহাটিতে অংশগ্রহণ। প্রকাশিত একটি নভেলা কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা স্নাতকোত্তরের পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজি অনুবাদে কবিতা নামী কয়েকটি প্রকাশনার সংকলনে ঠাঁই পেয়েছে।

জীবন মশাই

জীবন তোমাকে বেকুব বানাবে বলেই
ফুলে ভরা মাঠের কাছে ঠেলে দিল,
বকুল কুড়ালে,
ভেজা শিউলির ভেতর রেখে এলে
ক্লিপ, রঙিন ফিতে, অঙ্ক খাতা,
মায়ের ডাক মিলিয়ে গেল শেষ সন্ধ্যায়,
বাবার হাত ছেড়ে চলে গেল ছাই নদীতে,
আর কোথাও কোনও আশ্বাস নেই বলে
ফালতুই বকে গেল সহযাত্রী -
আরেকটু কাছে এনে ঠেলে দিল বন্ধু,
ভোরের সবজির বদলে পেলে ধ্বস্ত টমেটো,
ঘুলঘুলির চড়াই মৃত ছানাটিকে ফেলে
উড়ে চলে গেল পড়শির বাড়ি,
জীবন তোমাকে চোখ ধাঁধিয়ে দেবে বলেই,
এক ঝুড়ি জ্যান্ত কমলার বদলে
কমলা লজেন্স পাঠিয়ে দিল।

কবিতা

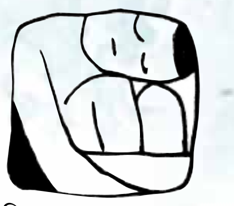

পূর্বপুরুষ

সুশীল মণ্ডল

পূর্বপুরুষের পায়ের ছাপ
গায়ের গন্ধ খুঁজে পেতে
আজ আমি বেলুড় মঠে ধ্যানে বসেছি। এসেছি দক্ষিণেশ্বরেও।

আমার নিজের পূর্বপুরুষ বলতে
আমি মুক্তমন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝি
যিনি ভাতকাপড়ের সঙ্গে মুণ্ডমালার মাহাত্ম্য বোঝাতেন।
আর এবড়োখেবড়ো রাস্তার খানাখন্দে খুঁজে দিতেন আলোভর্তি আকাশ।

আমার সর্বদা পতনের দিকে পলায়মান মনটাকে
লম্বা রজ্জু দিয়ে বেঁধে
রামপ্রসাদের বেড়ার কাছে নিয়ে যায়
আমি দূরে দেখতে পাই সারাক্ষণ প্রোজ্জ্বল যত মত তত পথ।

সইতে দাও

প্রাণজি বসাক

কেউ ভেসে উঠলে জেগে উঠলেই নৈঃশব্দ্য দর্শক আসন পায়
মাঠে মাঠে অক্ষর
হাওয়াবাতাসে শব্দাবলি

কালির দোয়াত রেখে জয়দেব চলেছেন প্রেমনগরী
অদ্ভুত বাক্যবন্ধে বাক্যালাপে প্রণয়সংবাদ যেন অমৃতবাণী
ভেসে উঠলে জেগে ওঠে নির্বিকল্প শব্দের ভুবনেশ্বরী

ভূলুণ্ঠিত যতসব অশব্দের কারিগর সম্মিলিত আর্তি
বেদনা ভাষাহীন... বিতৃষ্ণাও তাই
সইতে দাও প্রভু- জীবন যে অন্যরকম শব্দে ভারসাম্যহীন।

আবহমান

প্রীতিলতা চাকী নন্দী

শব্দ হোক নীরবতার ভেতর
উল্লাস জেগে থাক প্রতিবিম্বে
বেঁধে রাখা মানে
আরও জড়িয়ে পড়া
রুদ্ধ বাতাসের আগলহীনতা
এলোমেলো জীবনের প্রতিচ্ছবি

কেবল মননের গভীরতায়
সশব্দ জালের বুনন
সাংকেতিকতায় জিইয়ে রাখে
নিপাট সংসারের মায়াপথ
অদৃশ্য মোহের অপত্যস্নেহ
ছড়িয়ে যায় বেহিসাবি কালপ্রবাহে।

মায়ের আঁচল

মুহাম্মদ ইব্রাহিম

রোজ সকালে
মা পরনের ছেঁড়া আঁচল সেলাই করতেন
প্রতিটা ফোঁড়ে আহত সাপের ছোবল যন্ত্রণা
এই আঁচলই ছিল আমাদের পরম আশ্রয়।

ঘেমে নেয়ে ক্লান্ত হলে
মা পরম আদরে সেই আঁচলেই
মুছিয়ে দিতেন আমাদের মুখ, চোখ আর নাক।

আমাদের ক্ষুধার জ্বালায়
আঁচলের খুঁটেই বাঁধা থাকত মুড়ি
আমাদের বেঁচে থাকার খাদ্য,
মায়ের সারাজীবনের চেনা-অচেনা দুঃখের থলে।
আজ মায়ের কাশি হলে
তিনি মুখ আড়াল করেন
রক্তে ভরে যায় আঁচলটি,
এখন বহুবর্ণিল এই আঁচল গাজার প্রান্তর।

সেই রক্তে দেখা যায়
ফিলিস্তিনের মা-হারা শিশুদের রক্তাক্ত মুখ,
গাজার আকাশে চাঁদের নৌকায় মৃত মায়ের
স্বপ্ন জায়নামাজ পাতে।

যুদ্ধবিধ্বস্ত দুনিয়ায়
আমরাও এক-একটি মাতৃহীন শিশু হয়ে পড়ছি।

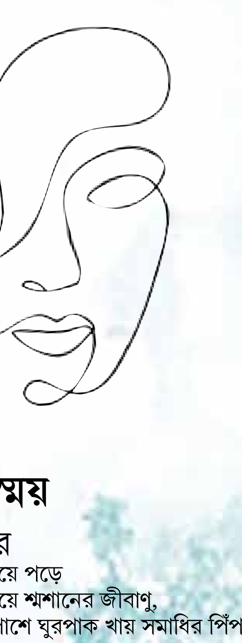

নির্বিকল্প

পার্থসারথি চক্রবর্তী

রোজ সন্ধ্যায় ঘরে ফেরার
পথ চেয়ে থাকে অস্তগামী সূর্য।
পড়ন্ত ছটায় ধানখেতের
অপূর্ব রং উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে,
মায়ের উজ্জ্বল মুখের মতো।

মুহূর্তে ঢাকা পড়ে বলিরেখা,
চাপা পড়ে কতশত কষ্ট!
বিস্তীর্ণ ভূমিজুড়ে শুধু-
উদাত্ত আহ্বান, আলপথ ধরে
হেঁটে যায় কত অঙ্গীকার।
উঠোনে পড়ে থাকে-
কত না-পাওয়া, কত অভিমান!

তবু সব কিছু ছাপিয়ে যায়
সোনালি ধান, মায়ের আদুরে গান!

কান্না ও বিস্ময়

শ্রেয়সী সরকার

ঈশ্বরের কাছে মৃত্যু নুয়ে পড়ে
আরশোলার পায়ে পায়ে শ্মশানের জীবাণু,
ফাঁকা বোতলের চারপাশে ঘুরপাক খায় সমাধির পিঁপড়ে...
নীলের চোখে তখন শ্রাবণের কুয়াশা,
একটানা বৃষ্টিতে তীর্থের ভেজা কাকের অসাড় দেহ
মোমবাতির আলোয় মায়া পুড়ছে এবার-
নয়তো মাটি তেষ্টা মেটাবে অস্থিরসে,
নাচঘর আঁধার হলে বুক চিরে বেরিয়ে আসে কান্না ও বিস্ময়...

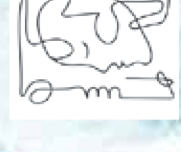

সপ্তাহের সেরা ছবি

অপেক্ষা।। রোমানিয়ার বুখারেস্টে এক অনুষ্ঠান চত্বরে। -পিটিআই

ভারত আমার...পৃথিবী আমার

কৈশোরের কেরামতি

সম্বিত গোবিন্দানি ও শৌর্য শর্মা, গুরুগ্রামের দুই কিশোর দূষণ মোকাবিলায় বর্জ্য প্লাস্টিককে দৈনন্দিন পণ্যে রূপান্তরিত করছে। প্রকল্পের নাম ‘রিফ্লেক্স’। আর তাদের এই অভিনব ভাবনাই এখন ‘সহজ শক্তি ফাউন্ডেশন’-এর পঞ্চাশজন মহিলার আয়ের উৎস। সম্বিত ও শৌর্য স্কুল পড়ুয়া। গরমের ছুটিতে তারা এই প্রকল্প গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়। প্লাস্টিকের পিভিসি ব্যানার দিয়ে যে স্টাইলিশ ল্যাপটপ কভার, টোট ব্যাগ, মানিব্যাগ ইত্যাদি তৈরি সম্ভব তা দেখিয়ে দিয়েছে দুই নাবালক।

চর্চায় চালকল

ডিজেলচালিত চালকলে ধান ভাঙাতে গিয়ে প্রান্তিক চাষিদের কপর্দকশূন্য হওয়ার দিন শেষ। ‘সেমা অল্টো’ নামে একটি সংস্থা চাষিদের সাশ্রয়ের কথা চিন্তা করে সৌরচালিত চালকল তৈরি করেছে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতে ইতিমধ্যেই দেড়শোটি যন্ত্র স্থাপন করা হয়েছে। এই কলে ধান ভাঙালে আগের চেয়ে ত্রিশ শতাংশ বেশি চাল পাওয়া যাচ্ছে বলে দাবি। চাষিরাও বলছেন, তাঁদের আয় অনেকটাই বেড়েছে।

বলিহারি আবদার

পুলিশে ফোন করে সাঁতার ও ফুটবল শেখার আবদার মাইকা ও মিচ নামে দুই ভাইয়ের। একজনের বয়স চার, অন্যজনের ছয়। তাদের বাড়ি মিশিগানের ফার্মিংটন হিলে। থানায় বসে খুদেদের আবদার শুনেছিলেন মিশেল এল-হেগ নামে এক অফিসার। ঘটনার কয়েকদিন পর ছিল মাইকার জন্মদিন। সদলবলে তাদের বাড়িতে এসে হাজির মিশেল। হাতে উপহারের ঝুলি। খুলতেই আনন্দে আত্মহারা দুই ভাই। ঝুলিতে ছিল ফুটবল, সাঁতারের জামাকাপড়, পুলিশের টুপি ও ব্যাচ। দেখা গেল, কেক আর বেলুন আনতেও ভোলেননি মাইকা ও মিচের পুলিশকাকুরা।

গন্ধ-বিচার

মস্তিষ্কে গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে বা আঘাত পেলে অনেকে ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেন। চিকিৎসকরা কড়া ডোজের ওষুধ দেন। কাজ না দিলে শেষ ভরসা জটিল অস্ত্রোপচার। এরপরও যে ঘ্রাণশক্তি পুনরুদ্ধার হবেই, নিশ্চয়তা নেই। দক্ষিণ কোরিয়ার একদল গবেষক বলছেন, অস্ত্রোপচার বা ওষুধ কোনওটাই প্রয়োজন পড়বে না। রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে সমস্যা মিটবে। গবেষণাগারে কয়েকজনের ওপর পরীক্ষা চালিয়ে তাঁরা সফল হয়েছেন বলে দাবি।

কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কণ্টকাকীর্ণ

মাঝে আর মাত্র ৩৭ দিন, দুর্গাষ্টমীর দিন ভারতের মাটিতে বোধন হতে চলেছে ২০২৫ মহিলা বিশ্বকাপের। এই বিশ্বকাপে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি নজর থাকবে হরমন-স্মৃতি-রিচাদের দিকে। কিন্তু শুরু থেকে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের যাত্রাপথটা ঠিক কেমন? নির্বাচিত ভারতীয় দলের শক্তি ও দুর্বলতা কোন জায়গায়? এই সমস্ত কিছু আজ থেকে ধারাবাহিকভাবে 'খেলতে খেলতে'-র পাতায় তূণীরের কলমে।

২৩ জুলাই ২০১৭, লর্ডসের ময়দান। বিশ্বকাপের ফাইনালে মুখোমুখি ভারত-ইংল্যান্ড। ২২৯ রান তাড়া করতে নেমে একসময় জেতার জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল ৪৩ বলে ৩৮ রানের, হাতে সাতটি উইকেট। ক্রিজে পুনম রাউত এবং বেদা কৃষ্ণমূর্তি। সামনে প্রথমবার বিশ্বজয়ের হাতছানি। হঠাৎই অ্যানা শ্রাবসোলের বলে ৮৬ রানে আউট হলেন পুনম। এরপর স্নায়ুর চাপ সামলাতে ব্যর্থ ভারতের ব্যাটিং অর্ডার তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল, নয় রানে পরাজিত হল ভারত।

সেদিন হেরে গেলেও ভারতীয় কন্যারা কিন্তু দেশবাসীর হৃদয় জিততে পেরেছিলেন। সেই প্রথম দেশবাসী বিশ্বাস করেছিল 'দঙ্গল' সিনেমার সেই বিখ্যাত সংলাপে- 'হামারি ছোড়িয়া ছোড়ো সে কাম হ্যা কে'। এরপর ক্রিকেট অনুরাগীদের আশা বাড়ল, সকলে ভাবলেন ভারতের মহিলা ক্রিকেটের রেখাচিত্র এখান থেকে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখীই হবে। ২০২০ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছে ভারতের কন্যারা সেই আশার পালে আরও দখিনা বাতাস এনে দিলেন। যদিও ভারত সেবার মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পর্যুদস্ত হয়। তারপর বিগত পাঁচ বছরে দুনিয়াজুড়ে মহিলা ক্রিকেটে অনেক পরিবর্তন এসেছে। ভারতেও ডব্লিউপিএলের সূচনা হয়েছে। এখন ম্যাচ প্রতি পুরুষদের সমান বেতন পাচ্ছেন স্মৃতি মান্ধানা, হরমনপ্রীত কৌররা। কিন্তু বিশ্বকাপ আজও অধরা। ২০২০ পরবর্তী একদিন কিংবা টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় কন্যাদের প্রদর্শনী প্রত্যাশামাফিক হয়নি। এই অবস্থায় আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর, ত্রয়োদশ একদিনের বিশ্বকাপের ঢাকে কাঠি পড়বে। ঘরের মাঠে অধরা খেতাবের আশায় আরেকবার নামবেন হরমনপ্রীত বাহিনী। বিশ্বকাপের আগে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একটা সিরিজ কেবল বাকি। এই মুহূর্তে ঠিক

লক্ষ্য বিশ্বকাপ- প্রথম পর্ব

কতটা প্রস্তুত ভারতের কন্যারা?

সমকালকে বিশ্লেষণের পূর্বে ভারতের মহিলা ক্রিকেটের বিবর্তন বুঝতে ২০১৭ বিশ্বকাপকে কেন্দ্র করে একযুগ পিছিয়ে যেতে হবে। ২০০৫ সালে বিশ্বকাপের আসর বসেছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়। তরুণী অধিনায়ক মিতালি রাজের নেতৃত্বে ফাইনালে উঠে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দেয় ভারত। যদিও একতরফা ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ভারত অসহায় আত্মসমর্পণ করে। এই বিশ্বকাপের পর মহিলাদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট আমূল বদলে যায়। 'ইন্টারন্যাশানাল উইমেন্স ক্রিকেট কাউন্সিল'-এর থেকে আইসিসি মহিলা ক্রিকেটের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সময়ের দাবি মেনে ২০০৭ সালে 'উইমেন্স ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া'-র থেকে মহিলা ক্রিকেট সরাসরি বিসিসিআই-এর নিয়ন্ত্রণে আসে। সেইসময় বিসিসিআই-এর ছত্রছায়ায় মহিলা ক্রিকেটের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ফল হল বিপরীত। এইসময়ে এন. শ্রীনিবাসনের মতো গোঁড়া রক্ষণশীল কর্তাদের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে বিসিসিআই-এর অলিন্দে। যাঁরা মনে করতেন, মেয়েদের খেলাধুলার প্রয়োজন নেই। ফলে মিতালিদের আন্তর্জাতিক ম্যাচের সংখ্যা কমতে থাকে। অনিয়মিত সূচি, ঘরোয়া টুর্নামেন্ট আয়োজনের অনীহা এবং চূড়ান্ত প্রশাসনিক অব্যবস্থার প্রভাব পড়ে ঘরোয়া ক্রিকেটেও। ভারতের মতো দেশে এমনিতেই মেয়েদের মাঠে এসে খেলার প্রবণতা কম। প্রশাসনিক অবহেলা এদেশে মহিলা ক্রিকেট প্রসারের সম্ভাবনা আরও ক্ষীণ করে দেয়। ইতিমধ্যে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ঘরোয়া ক্রিকেটের উন্নতি করে বেশ কয়েক কদম এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতের মহিলা বাহিনী পড়ে রয়েছে সেই ২০০৫ সালের আবর্তে। অথচ ভারতের পুরুষ ক্রিকেটে তখন রীতিমতো স্বর্ণযুগ।

এরপর স্পট ফিক্সিং কেলেঙ্কারি প্রকাশ্যে আসায় বিসিসিআই-এ প্রশাসনিক অচলাবস্থার শুরু হয়। অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশিত বিশেষ পর্যবেক্ষক দলও মহিলা ক্রিকেটের সামগ্রিক পরিস্থিতির উন্নতির দিকে বিশেষ নজর দেয়নি। তাঁরা তখন পুরুষদের ক্রিকেটের সংকট মেটাতে ব্যস্ত। এমনকি ২০১৪ সালের পর থেকে ভারতের মেয়েরা দীর্ঘ সাতবছর কোনও আন্তর্জাতিক টেস্ট ম্যাচ খেলেনি। ইতিহাস সাক্ষী আছে যে কোনও ক্রীড়ার সংকটে সর্বাগ্রে কোপ পড়ে মেয়েদের খেলায়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে ২০১৭ সালের বিশ্বকাপে ভারতীয় কন্যাদের ফলাফলের গুরুত্ব বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

(চলবে)

মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাস পুরুষদের থেকেও পুরোনো। ১৯৭৩ সালে প্রথম মহিলাদের বিশ্বকাপ আয়োজনের ইতিহাস বেশ চমকপ্রদ। ১৯৭১ সালে ইংরেজ অধিনায়ক র‍্যাচেল হেহো ফ্লিন্ট মহিলা দলের জামাইকা সফরের জন্য ধনকুবের চার্লস হেওয়ার্ডের কাছে অর্থসাহায্য প্রার্থনা করেন। ঘটনাচক্রে সেই চিঠি চার্লসের পুত্র জ্যাক হেওয়ার্ডের নজরে আসে। জ্যাক মহিলা ক্রিকেটের প্রসারের মাধ্যমে আত্মপ্রচারের সম্ভাবনা দেখতে পান। অন্যদিকে ফ্লিন্ট দীর্ঘদিন মহিলাদের ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট আয়োজনের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। 'I love cricket, I love women, why shouldn't I sponsor women cricket? ' - ক্রিকেট ও মহিলা সম্বন্ধে জ্যাকের মনোভাব বুঝলেও ফ্লিন্ট এই সুযোগ হাতছাড়া করেননি। ১৯৭৩ সালে বিশ্বকাপের সূচনাকালে 'ইন্টারন্যাশানাল উইমেন্স ক্রিকেট কাউন্সিল' গঠিত হয়। জ্যাকের অর্থ ও ফ্লিন্টের পরিকল্পনায় প্রথম মহিলা বিশ্বকাপ অয়োজিত হয়।

কবে হবে 'সেন'দৃষ্টিতে 'লক্ষ্য'পূরণ?

সৃজনী ঘোষ

একজন যিনি জুনিয়ার পর্যায়ে প্রাক্তন এক নম্বর, ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে জিতেছেন ব্রোঞ্জ, জিতেছেন থমাস কাপ, প্রথমবার অংশ নিয়েই কমনওয়েলথ গেমসে পেয়েছেন সোনা, এমনকি অলিম্পিকেও পৌঁছে গিয়েছিলেন পদকের বেশ কাছে। এরকম যাঁর অর্জন তাঁর কাছে স্বাভাবিকভাবেই দেশবাসীর প্রত্যাশাও থাকে গগনচুম্বী। কিন্তু অলিম্পিকের পর থেকে অচিরেই ফর্ম পড়েছে সেই লক্ষ্য সেনের। একসময়ে যিনি সবুজ কোর্টে ঝড় তুলতেন, অলিম্পিকের পর থেকে সেই তিনিই কোনও টুর্নামেন্টেই নিজের বিশেষ ছাপ ফেলতে পারেননি। কিন্তু হঠাৎ কী কারণে এই 'লক্ষ্য'চ্যুতি?

গত ডিসেম্বরে সঈদ মোদি ইন্টারন্যাশানাল টুর্নামেন্ট জয়লাভ (যদিও সেখানে তিনি ছিলেন শীর্ষবাছাই এবং পুরো প্রতিযোগিতায় সেরকম প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েননি) ছাড়া বাকি প্রতিযোগিতায় তাঁর পারফরমেন্স যথাক্রমে এরকম- ফিনল্যান্ড ওপেনে প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার পাওয়ার পর প্রি-কোয়ার্টারে বিদায়, ডেনমার্ক ওপেনে প্রথম রাউন্ড, জাপান মাস্টার্সে প্রথম রাউন্ড, চায়না মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনাল, মালয়েশিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ইন্ডিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ইন্দোনেশিয়া মাস্টার্সের প্রি-কোয়ার্টার, অল ইংল্যান্ড ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনাল, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম রাউন্ড, থাইল্যান্ড ওপেনের প্রথম রাউন্ড, সিঙ্গাপুর ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ইন্দোনেশিয়া ওপেনে প্রথম রাউন্ড, জাপান ওপেনের প্রি কোয়ার্টার, চায়না ওপেনে প্রথম রাউন্ড, ম্যাকাউ ওপেনের সেমিফাইনাল।

প্রতিটি খেলোয়াড়েরই একটা নিজস্ব স্টাইল রয়েছে। যেমন-লিন ড্যানের ডিসেপ্টিভ ব্যাকহ্যান্ড, লি চং ওয়ের ক্রস কোর্ট স্ম্যাশ। তেমনি লক্ষ্যর রয়েছে হার্ড স্ম্যাশ, প্রতিপক্ষের কাছে যা প্রতিহত করা প্রায় দুঃসাধ্য। কিন্তু বিগত প্রতিযোগিতাগুলোয় দেখা গিয়েছে, সেই স্ম্যাশ তার আগের গতি হারিয়েছে। ফলে অনেক সময়ে সহজ পয়েন্ট হাতছাড়া হয়েছে কেবল স্ম্যাশের কার্যকারিতার অভাবে। ব্যাডমিন্টনে খুব গুরুত্বপূর্ণ নেট প্লেয়িং। অথচ গত টুর্নামেন্টগুলোয় লক্ষ্যর সেই নেট প্লেয়িং দক্ষতাও ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর কোচ বিমল কুমারের যুক্তি, 'ড্রিবল অথবা টাম্বলের সময় শাটল ঠিকমতো স্পিন করছিল না, যা সমস্যা তৈরি করেছে এবং লিফটগুলোও ঠিকঠাক হয়নি।' জাপান ওপেনে পয়েন্ট নষ্টের মূলেই ছিল এই অদক্ষ নেট প্লে।

প্রথম সেটে জয় অথবা দ্বিতীয় সেটে প্রত্যাবর্তন করলেও প্রতিবার ডিসাইডার সেটে পরাজয়ের কারণে লক্ষ্যকে কোর্ট ছাড়তে হয়েছে একরাশ শূন্যতা নিয়ে। যাঁরা লক্ষ্যর খেলার সঙ্গে পরিচিত, তাঁদের কাছে অবশ্য এই দোলাচল নতুন কিছু নয়। কিন্তু অতীতে তিনি ওই ধরনের পরিস্থিতি থেকে ম্যাচে ফিরে আসতেন, যেমন কমনওয়েলথ গেমসের ফাইনালেই এসেছিলেন। কিন্তু থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া অথবা সিঙ্গাপুর ওপেনে কোথাও সেটা হয়নি। অন্তিম মুহূর্তে লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার প্রবণতা, ফিটনেসের খামতি আর বুদ্ধিমত্তার অভাবে এই মরশুমের বেশিরভাগ সময়ে প্রথম রাউন্ডেই বিদায় হয়েছে লক্ষ্যর।

তবু একটা ক্ষীণ আশা ছিল এবারের ম্যাকাও ওপেন ঘিরে। লক্ষ্যর কামব্যাক আর তরুণের দুর্ধর্ষ পারফরমেন্স দেখে দাবায় দিব্যা এবং কোনেরুর পর আরও একটা অল ইন্ডিয়া ফাইনালের প্রত্যাশা করেছিলেন সকলে। কিন্তু দুজনেই সেমিফাইনালে হেরে যাওয়ায় সেই স্বপ্নও ভঙ্গ হয়েছে। অপ্রত্যাশিত শট তৈরির অক্ষমতা, প্রতিপক্ষের গেম অ্যান্টিসিপেট করার ব্যর্থতার কারণে স্ট্রেট গেমে বিদায় নিয়েছেন লক্ষ্য। এমনকি দ্বিতীয় গেমে ১১-৫ পিছিয়ে যাওয়ার পর সেনের বেশিরভাগ পয়েন্টই এসেছে প্রতিপক্ষ ফারহানের আনফোর্সড এরর থেকে।

ভারতবর্ষে ক্রিকেট, ফুটবল ছাড়া অধিকাংশ খেলাই থেকে যায় আলোকবৃত্তের বাইরে। তবু মাঝেমাঝে এক একজন তারকার উদয় হয় যাঁরা নিজেদের খেলাকে আবার মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনেন। লক্ষ্য তাঁদেরই একজন। একথা ঠিক যে এই মরশুমে এখনও তাঁকে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। বারবর কাপ এবং ঠোঁটের দূরত্ব থেকে গিয়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য চাই নিজস্ব চিন্তা ও তাৎক্ষণিক বুদ্ধির প্রয়োগ। কোচ বিমল কুমারের মতে 'এ ব্যাপারে ওকে কেউ সাহায্য করতে পারবে না। ও নিজেও জানে ওর কী করা উচিত। ওকে সেটাই করতে হবে, কোর্টে চিন্তাভাবনার রূপান্তর ঘটিয়ে নিজেকে আরও ভালোভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আমি ওকে সবসময় বলি ও যেন নির্ভীকভাবে খেলে। ওটাই ওর অন্যতম শক্তি।'

আগামীকাল থেকে প্যারিসে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আসর বসছে। প্রথম ম্যাচেই এই মরশুমে দুরন্ত ফর্মে থাকা শি য়ু কির মুখোমুখি হবেন লক্ষ্য। অতীতে তিনবার শি-র বিরুদ্ধে খেলে প্রত্যেকবার হারতে হয়েছে লক্ষ্যকে। এবার কি স্ট্রেংথ ও বুদ্ধির জোরে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন তিনি? নাকি আরও একটা টুর্নামেন্ট শেষ হবে কেবলই হতাশাকে সঙ্গী করে? সকলের চোখ থাকবে সেদিকেই।

লর্ডসে কোহলির ব্যাটিং অনুশীলন

লন্ডন, ২৩ অগাস্ট : পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাচ্ছেন ব্রিটিশ রাজধানী লন্ডনে।

লন্ডনের রাস্তায় স্ত্রী অনুষ্কাকে নিয়ে বিরাট কোহলির ঘুরে বেড়ানোর ছবিও গত কয়েকদিনে বারবার ভাইরাল হয়েছে। শুধু ছুটির মেজাজে নয়, তার ফাঁকে চলছে ব্যাটিং অনুশীলনও। ১৯ অক্টোবর থেকে অস্ট্রেলিয়া সফরে তিনটি ওডিআই ম্যাচ রয়েছে ভারতের। কোহলির চোখ সেই অজি সিরিজে। তাই সুযোগ পেলেই ব্যাট নিয়ে নেমে পড়ছেন অনুশীলনে।

এবার প্রস্তুতি সারলেন ক্রিকেট মক্কা লর্ডসে। অবসর জল্পনাকে আপাতত ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দিয়ে জোরকদমে লর্ডসের ইন্ডোর নেটে ব্যাটিং প্রস্তুতি সারলেন। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক নেট সেশন। পেসার ও স্পিনারদের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে ব্যাটিং ঝালিয়ে নেন কিং কোহলি। রক্ষণের পাশাপাশি আক্রমণাত্মক মেজাজকেও পরখ করে নিলেন। নেটে বাহারি শটের ফুলঝুরি। অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে হাতে লম্বা সময়। অথচ বিরাট অনুশীলনে সারাক্ষণ যে রকম তাগিদ দেখালেন, উপস্থিত সকলে অবাক।

কয়েকদিন আগে গুজরাট টাইটান্সের সহকারী কোচ নঈম আমিনের লন্ডনস্থিত ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেও অনুশীলন সারেন বিরাট। সেই ছবি পোস্টও করেন। অভিনন্দন জানান অনুশীলনে সাহায্য করার জন্য। এবার ব্যাটিং প্র্যাকটিস খোদ লর্ডসে। ইঙ্গিত পরিষ্কার, এখনই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে গুডবাই জানানোর মেজাজে নেই। সরছেন না ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপ খেলে অবসরের ভাবনা থেকে।

এদিকে বিরাট, রোহিত শর্মার অবসর, ফেয়ারওয়েল সিরিজ নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেছেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা। এক পডকাস্ট শোয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, ২০১৩-য় শচীন তেন্ডুলকারের জন্য বিশেষ ফেয়ারওয়েল সিরিজের ব্যবস্থা করেছিল বোর্ড। বিরাটদের জন্যও কি সেই রকম কোনও ভাবনাচিন্তা রয়েছে?

জবাবে রাজীব শুক্লা বলেছেন, ‘বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এখনও ওডিআইয়ে খেলছে। আর যখন ওরা খেলছে, তখন ফেয়ারওয়েলের প্রশ্ন আসছে কোথা থেকে? দুইটি ফরম্যাট থেকে অবসর নিয়েছে ওরা। কিন্তু ওডিআইয়ে খেলছে। এখনই এত কিছু ভাবার প্রয়োজন আছে কি? বিসিসিআইয়ের পলিসি পরিষ্কার, কোনও ক্রিকেটারকে অবসর নিত বলব না আমরা। সিদ্ধান্তটা একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়ের। আমরা যার প্রতি সবসময় সম্মান জানাব। বিরাট এই মুহূর্তে দুর্দান্ত ফিট। রোহিতও ভালো খেলছে। কেনই বা ওদের ফেয়ারওয়েল নিয়ে চিন্তা করছেন?’

চোখ অস্ট্রেলিয়া সফরে

গত আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুকে ট্রফি দেওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। তবে এখনই আইপিএল থেকে ছুটি নিচ্ছেন না কোহলি। টিম সতীর্থদের কাছে তা নাকি পরিষ্কারভাবে জানিয়েও দিয়েছেন। বিরাটকে নিয়ে সেই দাবি করলেন উত্তরপ্রদেশের ব্যাটার স্বস্তিক চিকারা। তিনি বলেছেন, ‘বিরাটভাইয়ের কথায়, যতদিন ফিট থাকবেন, ততদিন খেলবেন। তবে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসেবে নয়। কুড়ি ওভার ফিল্ডিং করবেন এবং তারপর ব্যাটিং- কোনও শর্টকাট নয়। যেদিন ইমপ্যাক্ট হিসেবে খেলার পরিস্থিতি তৈরি হবে, সেদিনই ক্রিকেট ছেড়ে দেবেন।’

অনুশীলন সেরে ফেরার পথে ভক্তের সঙ্গে বিরাট কোহলি। লন্ডনে।

ডায়মন্ড হারবার এফসি-র কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে আলাদিন আজারেই। ছবি : ডি মণ্ডল

আলাদিন ম্যাজিকে ভ্যানিশ ডায়মন্ড

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-৬
(আশির, পার্থিব, থোই, জাইরো, আন্দ্রে ও আলাদিন-পেনাল্টি)
ডায়মন্ড হারবার এফসি- ১ (লুকা)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : প্রথম গোলের পরও গুরুগম্ভীর মুখটাই বদলে গেল পার্থিব গগোইয়ের দুরন্ত বাঁ পায়ের শট দ্বিতীয় পোস্ট দিয়ে গোলে ঢোকার পর। আর তারপর তো তাঁর দল গোলের সুনামি বইয়ে দিল যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে।

ফের ডুরান্ড নর্থইস্টের

নিজের ব্যস্ত শুটিং শিডিউল সামলে ক্লাব কর্ণধার আসবেন কী আসবেন না, জানা ছিল না কারও। কিন্তু যাবতীয় কাজ সামলে আসা জন আব্রাহামকে রীতিমতো উচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে এদিন ৬-১ গোলে জিতে ফের ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-ই। এর আগে মোহনবাগানকে ২০০৯ সালে চার্চিল ব্রাদার্স ফাইনালে ৫-১ গোলে হারানোর পর ডায়মন্ড হারবারই প্রথম এত বড় ব্যবধানে ডুরান্ড ফাইনালে হারল। প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়েই দ্বিতীয় গোল করে পার্থিব মুখে হাসি ফোটালেন জনের মুখে। তাঁর একা বল টেনে নিয়ে গিয়ে বক্সের মাথা থেকে নেওয়া শট মির্শাদ মিচুকে দাঁড় করিয়ে গোলে ঢোকে। তিন নম্বর গোলটা যাকে ক্রিকেটের ভাষায় কপিবুক বলে, তাই। আলাদিন আজারেইয়ের মাইনাস ধরে পিছন থেকে উঠে আসা থোই সিং সুন্দর প্লেসিংয়ে ৩-০ করেন। টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে ওঠে বক্সের অতিথিদের সঙ্গে হাসিমুখে হাত মেলাচ্ছেন জন। অথচ এই হাসিটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হাসবেন বলে ভাবা হয়েছিল। হল না কারণ, অভিজ্ঞতা, তারুণ্য ও শক্তির বিচারে নর্থইস্টের এগিয়ে থাকা।

বল পজেশন থেকে আক্রমণ, সবেতেই এগিয়ে থাকা ডায়মন্ড হারবারের ভবিতব্য যে এই রকম হবে, ম্যাচের শুরু দেখে তা বোঝা যায়নি। পল রামফাংজুয়াভার শট, জবি জাস্টিনের হেড, সবই একে একে গোলে ঢোকার পরিবর্তে গুরমিত সিংয়ের বিশ্বস্ত হাতে জমা পড়াই হয়তো অশনিসংকেত ছিল। ৩০ মিনিটেই এগিয়ে যায় নর্থইস্ট। ম্যানুয়েল নুনেজের কর্নার থেকে মুথু মায়াকাননের শট মির্শাদের বুকে লেগে বেরিয়ে এলে সামনে থাকা আশির আখতার গোলে ঠেলে দিতে ভুল করেননি। শুরু থেকেই আলাদিনকে বোতলবন্দি করে ফেলার চেষ্টা দেখেই তিনি নিজের খেলার স্টাইল বদলে গোলের বল বাড়ানো শুরু করেন। তিনটি গোল হল তাঁর অ্যাসিস্টে এবং একটা নিজে করলেন। আলাদিনেই মাত ডায়মন্ড। ৮১ মিনিটে চার নম্বর গোলের সময় মাঝমাঠ থেকে পাওয়া থ্রু জাইরো বুস্তারা থামিয়ে ঘুরে যখন শট নিলেন তখন ডায়মন্ড ডিফেন্স দর্শকের ভূমিকায়। ৮৬ মিনিটে পাঁচ নম্বর গোল করলেন আন্দ্রেস রডরিগেজ। এই বলও আলাদিনেরই বাড়ানো। এত বল বাড়িয়ে তিনি নিজে গোল পাবেন না, এটাও কি হয়? তাঁকে বক্সের মধ্যে ফেলে দিলে পেনাল্টি দেন রেফারি ভেঙ্কটেশ আর। পেনাল্টি থেকে কফিনে শেষ পেরেক পোঁতার কাজটা করলেন আলাদিনই। ৬৮ মিনিটে লুকা মাজসেনের করা গোলটা সান্ত্বনা।

বহু দলই আবির্ভাবে ডুরান্ড কাপ জিতেছে। কিন্তু বাংলা থেকে ইউনাইটেড স্পোর্টসের করা কৃতিত্ব ছোঁয়া হল না ডায়মন্ড হারবারের।

নর্থইস্ট : গুরমিত, সামতে, জাবাকো, আশির, রিদিম, পার্থিব (ম্যাকার্টন), অ্যান্ডি, মায়া, থোই (জিথিন), আলাদিন ও ম্যানুয়েল (জাইরো)।

ডায়মন্ড হারবার : মির্শাদ, অজিতকুমার (মিরান্ডা), মিকেল, সাইরুয়াত, রবিলাল, জবি (থারপুইয়া), স্যামুয়েল (নরহরি), পল, লালিয়ানসাঙ্গা, গিরিক (নরেশ) ও লুকা।

চ্যাম্পিয়ন
নর্থইস্ট ইউনাইটেড (ডুরান্ড কাপ, সিমলা কাপ ও প্রেসিডেন্টস কাপ)
রানার্স আপ
ডায়মন্ড হারবার
গোল্ডেন বল-গোল্ডেন বুট
আলাদিন আজারেই (৮ গোল)
গোল্ডেন গ্লাভস
গুরমিত সিং

দলের সাফল্যেই তৃপ্তি আলাদিনের

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ অগাস্ট : আলাদিন আজারেইয়ের জাদুতে ধরাশায়ী ডায়মন্ড হারবার এফসি। শেষ বেলায় নিজে একটা মাত্র গোল করলেন। তার আগে তিনটি গোলে অবদান রেখে ম্যাচের রং বদলে দিলেন তিনিই। বলা চলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড কাপ জয়ের নায়ক আলাদিনই। ম্যাচ শেষে অকপটে সেই কথা স্বীকার করে নিলেন ডায়মন্ড হারবার এফসি কোচ কিবু ভিকুনাও।

গত আইএসএলের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। এক মরশুমেই ২৩ গোল করে সারা ফেলে দিয়েছিলেন। এবারও শুরুটা দারুণ হল। এই ডুরান্ডে সবমিলিয়ে তাঁর গোলের সংখ্যা ৮। অ্যাসিস্ট ৫টা। একইসঙ্গে গোল্ডেন বুট ও গোল্ডেন বল জেতার পরও মাটিতে পা রাখছেন আলাদিন। ম্যাচ শেষে মরক্কান তারকাকে দেখা গেল যুবভারতীর মাঠে বসেই পরিবারের সঙ্গে ভিডিও কলে আনন্দ ভাগ করে নিতে। তারমাঝেই আলাদিন বললেন, ‘টানা দ্বিতীয়বার ডুরান্ড জয় দারুণ অনুভূতি। এমন মুহূর্ত উপভোগ করার সুযোগ একেবারেই হাতছাড়া করতে চাই না।’

তিনটি অ্যাসিস্ট, নাকি গোল কোনটাকে এগিয়ে রাখছেন? আলাদিনের স্পষ্ট উত্তর, ‘আমার কাছে সবই সমান। দলের জয়ে অবদান রাখতে পারাটাই আমার কাছে সবকিছু।’ এই সাফল্য পরিবার ও নর্থইস্ট সমর্থকদের উৎসর্গ করছেন আলাদিন। ডুরান্ড জয় তো হল, এরপর? লক্ষ্য কী? আলাদিন আইএসএল নিয়ে আশাবাদী। বললেন, ‘আইএসএল নিয়ে ভালো খবরের অপেক্ষায় আছি। এবার দেখা যাক ভবিষ্যতে কী হয়।’

উচ্ছ্বসিত জন আব্রাহাম

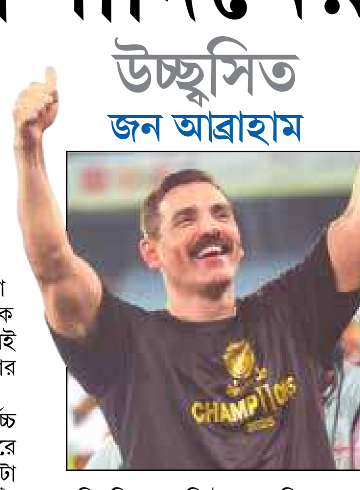

চ্যাম্পিয়ন হয়ে কলকাতা নিয়ে নস্টালজিক বেনালি

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : তখন সাংবাদিক সম্মেলন চলছে। নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি কোচ হুয়ান পেদ্রো বেনালি ও অধিনায়ক মিগুয়েল জাবাকো উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় পিছন থেকে জল এনে কোচ ও অধিনায়কের মাথায় ঢেলে দিলেন বাকি ফুটবলাররা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের মিডিয়া রুমেই চলল আরও একদফা সেলিব্রেশন।

রক্ষণকে দূষছেন কিবু

কলকাতার মাটিতে পরপর দুইবার ডুরান্ড কাপ জয়। দুইবারই বাংলার দলকে হারিয়ে। উচ্ছ্বসিত নর্থইস্ট কোচ বলেছেন, ‘কলকাতা আমার খুব পছন্দের জায়গা। এখানে আমাদের ডুরান্ডে ৯০ মিনিট খেলে কেউ হারাতে পারেনি। কেবল একবার ইস্টবেঙ্গলের কাছে টাইব্রেকারে হেরেছি। চ্যাম্পিয়ন হতে পেরে ভালো লাগছে।’

৬-১ গোলের বিশাল ব্যবধানে জিতেও ডায়মন্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ বেনালি। বলেছেন, ‘ম্যাচের রেজাল্ট বলে দিচ্ছে দুই দলের মধ্যে অনেকটাই পার্থক্য রয়েছে। ম্যাচের রেজাল্ট ৩-১ হলে ভালো হত। তবে ডায়মন্ড হারবার দারুণ লড়াই করেছে। ওদের কোচও দুর্দান্ত। আশা করছি ডায়মন্ডকে আইএসএলে দেখতে পাব।’

এদিকে, ডুরান্ড ফাইনালে বিধ্বস্ত হলেও দলের সামগ্রিক পারফরমেন্সে খুশি কিবু ভিকুনা। বলেছেন, ‘রক্ষণের ভুলেই এই রেজাল্ট। তবে ডুরান্ড অভিষেকেই রানার্স হওয়াটাও কম কৃতিত্বের নয়। হারলেও এদিন কিন্তু ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের থেকে ভালো খেলেছি। আগামীদিনে রক্ষণের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে হবে।’

ফাইনালে ৬ গোল হজমে হতাশ ডায়মন্ড হারবার এফসি-র জবি জাস্টিনরা। ছবি : ডি মণ্ডল

অসুস্থ, দলীপে নেই শুভমান

চণ্ডীগড়, ২৩ অগাস্ট : তিনি অসুস্থ। তাঁর ভাইরাল জ্বর হয়েছে। আপাতত তিনি চণ্ডীগড়ের বাড়িতে বিশ্রামে। চিকিৎসকরা ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়ক শুভমান গিলকে পরীক্ষা করে জানিয়েছেন, অন্তত দিন দশেক বিশ্রামে থাকতে হবে তাঁকে। সর্বভারতীয় এক ক্রিকেট ওয়েবসাইটে আজ এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরে খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, ২৮ অগাস্ট থেকে শুরু হতে চলা দলীপ ট্রফিতে নেই শুভমান। দলীপে উত্তরাঞ্চলের অধিনায়ক ছিলেন শুভমান। আজ তাঁর অসুস্থতার খবর সামনে আসার পর শুভমানের পরিবর্ত হিসেবে উত্তরাঞ্চল স্কোয়াডে শুভম রোহিল্লার নাম ঘোষণাও হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন একটাই, ৯ সেপ্টেম্বর থেকে দুবাইয়ে শুরু হতে চলা এশিয়া কাপে কি খেলতে পারবেন শুভমান?

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আজ রাতের দিকে ইঙ্গিত মিলেছে, শুভমানের এশিয়া কাপ খেলতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আপাতত তাঁকে নিয়ে ধীরে চলো নীতি নেওয়া হয়েছে। টিম ইন্ডিয়ার চিকিৎসক, ফিজিওরাও শুভমানের শরীরের অবস্থার দিকে নজর রাখছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এশিয়া কাপে শুভমানের প্রত্যাবর্তনের খবর সামনে আসার দিন কয়েকের মধ্যেই তিনি অসুস্থ হয়েছেন। অনেকেই দুটো বিষয়ের মধ্যে মিল খুঁজতে চাইছেন। যদিও সেই সব বিষয়কে পাত্তা দিচ্ছে না বিসিসিআই ও ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

বিলেত সফরে প্রথমবার ভারতীয় টেস্ট দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েই চমকে দিয়েছেন শুভমান। ব্যাট হাতে ৭৫৪ রান করার পাশে টিম ইন্ডিয়াকে অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকার ট্রফিতে দারুণভাবে নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি। ইংল্যান্ডের মাটিতে সাফল্যের পুরস্কার হিসেবেই এক বছর পর টি২০ স্কোয়াডে ফিরেছেন শুভমান। শুধু এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ফেরাই নয়, অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে চাপে ফেলে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডের সহ অধিনায়কও হয়েছেন তিনি। এহেন শুভমানের আচমকা অসুস্থতার খবর নিশ্চিতভাবেই ভারতীয় ক্রিকেটমহলে হইচই ফেলে দিয়েছে।

শেষপর্যন্ত কবে সুস্থ হয়ে শুভমান বাইশ গজে ফিরতে পারেন, সেটাই এখন দেখার।

মোলিনার কোচিংয়ে খেলতেই বাগানে মেহতাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায়। সঙ্গে ডার্বি হার। এই দুইয়ের ধাক্কায় দলের শক্তি বাড়াতে নেমে পড়লেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কর্তারা। প্রত্যাশামতোই সবুজ-মেরুন জার্সি পরতে চলেছেন মেহতাব সিং।

দিনকয়েক আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল, অবশেষে মুম্বই সিটি এফসি থেকে মোহনবাগানে আসতে রাজি হয়েছেন মেহতাব। তাঁর চাহিদা অনুযায়ী ট্রান্সফার ফিস সহ মুম্বই সিটির সঙ্গে বাকি বিষয়েও ঐক্যমত হতেই এই ডিফেন্ডারের সঙ্গে চুক্তি হয়ে যায় গত মরশুমের আইএসএল লিগ-শিল্ড ও কাপ জয়ী দলের। এদিন সরকারিভাবে ক্লাবের তরফে মেহতাবের যোগদানের কথা ঘোষণা করা হয়। চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর ক্লাবের সামাজিক মাধ্যমে মেহতাব বলেছেন, ‘ভারতবর্ষের সব ফুটবলারের স্বপ্ন মোহনবাগানে খেলা। আমারও ছিল। কলকাতার অন্য একটি ক্লাবের থেকেও আমার কাছে প্রস্তাব ছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছে, (হোসে ফ্রান্সিসকো) মোলিনার দল আমার কেরিয়ারের জন্য ভালো হবে এবং আমাকে অনেক বেশি পরিচিতি দেবে।’ নাম না করে বলাই বাহুল্য যে, কলকাতার অন্য ক্লাব বলতে তিনি ইস্টবেঙ্গল এফসি-র কথাই বুঝিয়েছেন। এদিন মুম্বই সিটির তরফ থেকেও সামাজিক মাধ্যমে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় জানানো হয়ে তাদের এই প্রাক্তনীকে।

মরশুমের শুরু থেকেই এবার মোহনবাগানের চেষ্টা ছিল মেহতাবকে নেওয়ার। রাইট ব্যাক ও সেন্টার ব্যাক, দুই পজিশনেই খেলতে পারেন এই পাঞ্জাবি ডিফেন্ডার। আক্রমণে বিদেশি বাড়াতে গেলে তাঁর মতো একজনকে যেমন স্টপার পজিশনে প্রয়োজন, তেমনি আবার ডানদিকে বহুদিন ধরেই আহামরি কিছু খেলছেন না আশিস রাই। তাই তাঁর পরিবর্ত হিসাবেও মেহতাবকে মাথায় রাখা হচ্ছে। মেহতাবের যোগদানের পর আশা করা হচ্ছে, দলের ষষ্ঠ বিদেশি হিসাবে দ্রুতই কলকাতায় নিয়ে আসা হবে রবসন রোবিনহোকেও।

মুম্বই সিটি এফসি থেকে মেহতাব সিং এলেন মোহনবাগানে।

ডেভেলপমেন্টে চোখ সবুজ-মেরুনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : এবার কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সে খেলা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের জন্য অসম্ভব না হলেও বেশ কঠিন।

রবিবার ঘরোয়া লিগে বেহালা এসএস ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে সবুজ-মেরুন। বিএসএস এই মুহূর্তে ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে পয়েন্ট টেবিলে ৮ নম্বরে রয়েছে। ৭ ম্যাচ খেলে ১১ পয়েন্ট নিয়ে মোহনবাগান ছয় নম্বরে। মাঝে মেসারার্সের বিরুদ্ধে ম্যাচটা খেলতে পারলে এখনও সুপার সিক্সের দৌড়ে ভালোভাবেই টিকে থাকত দল। মাঠে নামার আগে এই ভেবে মনে মনে আক্ষেপ করতেই পারেন মোহনবাগান রিজার্ভ দলের কোচ ডেগি কার্ডোজো।

যদিও মাঠে নামার আগে ডেগির মুখে একেবারে অন্য কথা। জানিয়ে দিলেন, সুপার সিক্স নিয়ে ভাবছেন না। বরং বললেন, ‘আমাদের জন্য কলকাতা লিগ তরুণ ফুটবলার তুলে আনার মঞ্চ। তবে জয়ের মানসিকতা নিয়েই খেলব।’

প্রায় ২৪ দিন পর সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে আটকে গিয়েছিল ডেগির মোহনবাগান। তবে বিএসএস-কে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফেরার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী সবুজ-মেরুন রিজার্ভ দলের কোচ।

সুপার সিক্সের অঙ্ক কঠিন

আজ কলকাতা লিগে
মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম বেহালা এসএস ক্লাব
সময় : দুপুর ৩টা
স্থান : নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়াম

উঠে যাওয়ার আগে হ্যাটট্রিক করার জন্য হ্যারি কেনকে অভিনন্দন সতীর্থের।

শুরুতেই হ্যাটট্রিক কেনের

মিউনিখ, ২৩ অগাস্ট : উদ্বোধনী ম্যাচেই বড় জয়। বুন্দেশলিগার প্রথম ম্যাচেই আরবি লিপজিগকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বায়ার্ন মিউনিখ। দুরন্ত হ্যাটট্রিক ইংলিশ তারকা হ্যারি কেনের।

ম্যাচের ২৭ মিনিটে বাভারিয়ানদের হয়ে গোলের খাতা খোলেন মিচেল ওলিসে। ৩২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান লুইস দিয়াজ। ৪২ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান ওলিসে।

দ্বিতীয়ার্ধের ৬০ মিনিটের পর থেকেই ‘হ্যারি কেন’ ঝড়। ৬৪ মিনিটে প্রথম গোল ইংল্যান্ড অধিনায়কের। ৭৪ ও ৭৭ মিনিটে আরও দুইটি গোল করে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন তিনি। ম্যাচের পর কেন বলেছেন, ‘বিরতিতে আমরা ৩-০ ফলে এগিয়ে ছিলাম। তখন আমার মনে হল, এবার স্কোরশিটে নাম তুলতে হবে।’

ছাঁটাই টিম ইন্ডিয়ার ফিজিও

ক্রীড়া বিল মেনে বোর্ডের এজিএম চায় ক্রীড়ামন্ত্রক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৩ অগাস্ট : ভারতীয় ক্রিকেটে এখন ঘটনার ঘনঘটা!

লোকসভা, রাজ্যসভায় ইতিমধ্যেই পাশ হয়ে গিয়েছে ক্রীড়া বিল। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও সেই বিলে ইতিমধ্যেই স্বাক্ষর করেছেন। ফলে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া বিল এখন দেশের আইন।

কিন্তু কবে, কীভাবে এই আইন কার্যকর হবে, স্পষ্ট নয় এখনও। ক্রীড়া বিল সবচেয়ে বেশি সমস্যায় ফেলে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে। কারণ, ক্রীড়া বিল এসে যাওয়ার পর সেই বিল অনুসরণ করে, নাকি আগের লোধা সুপারিশ অনুয়ায়ী বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভা হবে, এখনও জানা নেই কারও। ছবিটা ঠিক কবে স্পষ্ট হবে, তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। তার মধ্যেই আজ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে বিসিসিআই-কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁরা চাইছেন ক্রীড়া বিল মেনেই হোক এজিএম। আজ এমন নির্দেশ আসার পর বিসিসিআই শীর্ষ কর্তাদের অস্বস্তি বেড়েছে।

২৯ অথবা ৩০ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে বোর্ডের এজিএম হওয়ার কথা ছিল। তার আগে ২২ সেপ্টেম্বর রয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা। এমন অবস্থায় আজ কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের নির্দেশিকা এসে যাওয়ার পর মনে করা হচ্ছে, বোর্ড ও দেশের সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভা পিছিয়ে যেতে চলেছে। কিন্তু কতদিনের জন্য পিছিয়ে যাবে এজিএম? জবাব নেই কোথাও। বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের খবর, অন্তত তিন থেকে চার মাসের জন্য এজিএম পিছিয়ে যেতে পারে। তেমন হলে আপাতত বোর্ড ও রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার পদাধিকারীরাই তাঁদের দায়িত্ব সামলাবেন। আচমকা কেন বোর্ড রাজনীতির পরিস্থিতির এমন ভোল বদল? জানা গিয়েছে, ক্রীড়া বিলে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর হয়ে যাওয়ার পর কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক চাইছে, ক্রীড়া বিল মেনেই হোক বোর্ডের এজিএম। বাস্তবে এমনটা হলে বোর্ড রাজনীতির পাশে দেশের নানা রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভার সমীকরণ ও অঙ্কও বদলে যাবে। বোর্ডে যেমন সভাপতি পদে রজার বিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, ঠিক তেমনই বাংলা ক্রিকেট সংস্থার এজিএমের অঙ্কও বদলে যাবে।

নিয়মিত বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে শেষপর্যন্ত কী হয়, কবে বোর্ডের এজিএম হয়, সেটাই দেখার। এদিকে, আজ টিম ইন্ডিয়ার দীর্ঘদিনের ফিজিও রাজীব কুমারকে ছাঁটাই করল বোর্ড। ইংল্যান্ড সিরিজের পরই তাঁর চুক্তি শেষ হয়েছিল। সেই চুক্তি আর নবীকরণ হচ্ছে না, রাজীবকে জানিয়ে দিয়েছে বিসিসিআই।

চ্যাম্পিয়ন গ্রিন

মৌলানি, ২৩ অগাস্ট : মৌলানি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ডুয়ার্স কাপ মহিলা ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল গ্রিন জলপাইগুড়ি এনজিও। শনিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে টিএফএ বিন্নাগুড়িকে হারিয়েছে। গ্রিনের গোলটি করেন ম্যাচের সেরা পূজা রায়। প্রতিযোগিতার সেরা গ্রিনের বিউটি। সেরা গোলরক্ষক একই দলের বিথিকা ছেত্রী।

ফাইনালে জলঢাকা ও সুলকাপাড়া

জলপাইগুড়ি ব্যুরো

২৩ অগাস্ট : জেলা পুলিশের পুলিশ-পাবলিক ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে শনিবার কোতোয়ালি থানার ব্যবস্থাপনায় চড়কডাঙ্গি ফুটবল ময়দানে অনুষ্ঠিত ছেলেদের ম্যাচে সদর টাউন 'বি' টিমকে ২-০ গোলে হারিয়েছে পাহাড়পুর জিপি। মণীশ ওরাওঁ এবং সুজল ভিহার গোল করেন। দ্বিতীয় ম্যাচে খারিজা বেরুবাড়ি-২ দলকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করে বারোপেটিয়া জিপি। হ্যাটট্রিক করেন রাজ ওঁরাও। তানবীর ওঁরাও জোড়া গোল করেন। অন্য গোলটি অমন মুন্ডার।

ওদলাবাড়ি বিধানপল্লি ময়দানে ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দল ৪-২ গোলে জিতেছে তেশিমলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। ওদলাবাড়ির দীপ রায় হ্যাটট্রিক করেন। তাদের অন্য গোলটি বিশ্বজিৎ দাসের। তেশিমলার গোলস্কোরার শামসের জামাল ও মির্জা হাসান। ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েত ১-০ গোলে মাধবডাঙ্গা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারায়। গোল করেন বাপন রায়।

মেটেলি থানার অন্তর্গত খেলায় জয়ী হল মাটিয়ালি বাতাবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত 'বি' দল। কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘ ফুটবল ময়দানে তারা মাটিয়ালিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত 'বি' দলকে ৪-০ গোলে পরাজিত করে। স্বপন তাতি ও ভীষম ওরাওঁ জোড়া গোল করে। আমন থাপা ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ধূপগুড়ি থানার ফণীর মাঠে সাকোয়াঝোড়া ১ গ্রাম পঞ্চায়েত দল ১-০ গোলে জয় পেয়েছে গধেয়ারকুঠি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে। আজিবুল হক গোল করেন।

বানারহাট থানার ব্যবস্থাপনায় একটি মহিলা টিমের খেলা সহ মোট তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় চুনাভাটি ফুটবল মাঠে। প্রথম ম্যাচে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ২-০ গোলে বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েতকে হারায়। ম্যাচের সেরা হন কৌশিক লোহার। দ্বিতীয় ম্যাচে চামুর্চি গ্রাম পঞ্চায়েত ৩-০ গোলে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত দলের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছে। ম্যাচের সেরা হন অমন ওরাওঁ। অন্যদিকে, মহিলাদের ম্যাচে বানারহাট-১ গ্রাম পঞ্চায়েত ৩-০ গোলে তেলিপাড়া এফসি-কে পরাজিত করে। ম্যাচের সেরা দেবিকা ওরাওঁ।

নাগরাকাটা থানার খেলায় ফাইনালে গেল সুলকাপাড়া এফসি ও জলঢাকা স্পোর্টিং ক্লাব। জলঢাকা সাডেন ডেথে ২-১ গোলে জয় পেয়েছে ভগতপুর এফসি-র বিরুদ্ধে। দ্বিতীয় ম্যাচে সিবিসি নাগরাকাটাকে ১-০ গোলে পরাজিত করে সুলকাপাড়া এফসি। ফাইনাল রবিবার।

ফাইনালে বিএসপিসি

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : টাউন ক্লাব ময়দানে আয়োজিত এসআরএমবি চ্যাম্পিয়নশিপ এবং পল্টু মোদক, রজত ঘোষ ট্রফি ফুটবলে ফাইনালে উঠল বিএসপিসি জলপাইগুড়ি। সেমিফাইনালে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে এসএসবি সেন্ট্রাল দলকে। গোল করেন জিতু মাধালি ও ম্যাচের সেরা সুনীল সোরেন। রবিবার ফাইনালে বিএসপিসি-র প্রতিপক্ষ ইউনাইটেড আফ্রিকান একাদশ।

ক্রিকেটার বাছাই নিয়ে বিতর্ক

জলপাইগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যবস্থাপনায় এবং সিএবি-র পরিচালনায় জেওয়াইএমএ ময়দানে শনিবার অনুষ্ঠিত হল অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের ইউনিফর্ম কোচিং পোগ্রামের বাছাই পর্ব। বাছাই পর্বে অংশ নেয় জেলার প্রায় ১২০ ক্রিকেটার। সিলেকশনের দায়িত্বে ছিলেন সিএবি-র পাঠানো কোচ মিঠুন মজুমদার। অভিযোগ উঠেছে জলপাইগুড়ি জেলার কোচদের বাদ দিয়ে কোচবিহার থেকে এক সহকারী কোচ বাছাই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছেন। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ারের ৮জন খুদে ক্রিকেটারকে জেলা দলে বাছাই করা হয়। অভিযোগ প্রসঙ্গে জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট সহ সচিব শিলাদিত্য মিত্রর মন্তব্য, 'সিএবি-র কোচ আমাদের ২৫ অগাস্ট ক্রিকেটারদের তালিকা দেবেন। তার আগেই কেন এবং কীভাবে এই অভিযোগ উঠছে বুঝতে পারছি না। এগুলো গুজব ছাড়া কিছুই না।'

বিরক্ত জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব ভোলা মণ্ডল বলেছেন, 'বাছাই এখনও হলই না, তার আগে কারা সুযোগ পেয়েছে সেটা প্রকাশ্যে চলে এল! আর কোচবিহার থেকে কোনও কোচ আসেননি। আলিপুরদুয়ার থেকে এসেছেন। কারণ আলিপুরদুয়ার ক্রিকেট সংস্থা এখনও জলপাইগুড়ির অধীন। তাই ওখান থেকে প্রতিনিধি আসবেই। যদি কেউ ভালো খেলে তাহলে সুযোগও পাবে। তাছাড়া সিলেকশনে সহকারী কোচের কোনও ভূমিকা নেই। বাছাই করার অধিকার একমাত্র সিএবি থেকে আসা কোচের।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ স্নেহের **দেবারতি**, তোমার নবম শুভ জন্মদিনে জানাই অনেক অনেক ভালোবাসা ও আশীর্বাদ। - **বাবা, মা, ঠাকুমা, রাইমা, মানা মানি ও বাবিন**। প্রধাননগর, শিলিগুড়ি।

সেরা হিন্দি স্কুল, আদর্শ

মালবাজার, ২৩ অগাস্ট : মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের অনূর্ধ্ব-১৭ ফুটবলে ছেলে ও মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মাল আদর্শ বিদ্যাভবন ও নাগরাকাটা হিন্দি হাইস্কুল। ফাইনালে আদর্শ বিদ্যাভবন ১-০ গোল হারিয়েছে গজলডোবা হাইস্কুলকে। আদর্শ বিদ্যাভবনের মাঠে গোল করে সুজন ওরাওঁ। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার গজলডোবার নিকি শৈব। অন্যদিকে, হিন্দি হাইস্কুল ফাইনালে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে জয় পেয়েছে পুষ্পীকা গার্লস হাইস্কুলের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার নাগরাকাটার সলোনি লোহার।

জয়ী আনন্দনগর

ময়নাগুড়ি, ২৩ অগাস্ট : জরদাভ্যালি স্পোর্টিং ক্লাবের গোল্ড কাপ ফুটবলে শনিবার আনন্দনগর একাদশ ২-০ গোলে হারিয়েছে শিলিগুড়ির রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সমিতিকে। হেমরাজ ভুজেল ও দেবাদিত্ত রায় সরকার গোল করেন। ম্যাচের সেরা শুভঙ্কর রায়।

বিয়ের আসর মাতাবেন শাহরুখ

গম্ভীরও মজা করেন! অবাক দাবি রিঙ্কুর

লখনউ, ২৩ অগাস্ট : গৌতম গম্ভীর কেন সবসময় রেগে থাকেন?

নামের সঙ্গে সংগতি রেখে যেন গৌতম সবসময় গম্ভীর! রাগি, গুরুগম্ভীর মেজাজ, বিতর্কিত চরিত্র—শব্দগুলি অনায়াসে বসানো যায় শুভমান গিলদের হেডস্যারের নামের পাশে। যদিও এদিন গম্ভীরের আরেক প্রিয় ছাত্র রিঙ্কু সিং অন্যরকম গল্পই শোনালেন। তুলে ধরলেন গৌতম গম্ভীরের ফুরফুরে মেজাজ, হাসিঠাট্টার অন্য দিকের কথা।

২০২৪-এ কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর হিসেবে পেয়েছিলেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে গম্ভীরের অজানা দিক তুলে ধরে রিঙ্কু বলেছেন, 'সবসময় সিরিয়াস থাকতেন না। সাজঘরে গান শুনতে ভালোবাসেন গৌতমভাই। কেকেআর ড্রেসিংরুমে সর্বদা ডিজের ভূমিকায় রামনদীপ সিং। গান তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতেন। প্রায়শই দেখতাম দলের সিনিয়ারদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতেও।'

> বাগদানের আগে শাহরুখ স্যারের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তখনও আমন্ত্রণ জানাই। শুটিংয়ের ব্যস্ততার জন্য আসতে পারেননি। তবে আমাদের সিইও ভেঙ্কি স্যর (কেকেআর) এসেছিলেন। বিয়েতেও শাহরুখ স্যরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। দেখা যাক কী হয়। আশা করি, এই বছরের শেষদিকে বা আগামী মরশুমের শুরুতে দিন চূড়ান্ত করবে দুই পরিবার মিলিতভাবে।
>
> **রিঙ্কু সিং**

কোচ-মেন্টর গম্ভীরকে প্রশংসায় ভরিয়ে রিঙ্কু বলেছেন, 'নাইট রাইডার্সে দেখেছি সবসময় প্লেয়ারদের পাশে থাকতে। সবাইকে স্বাধীনতা দিতে। বরাবর বলতেন, নিজের মতো করে খেলো। আমরা সবাই জানি, ও অত্যন্ত আগ্রাসী। কিন্তু আসল কথা হল সবসময় জিততে চায়। ম্যাচের সময় সারাক্ষণ বসে থেকে জয়ের প্রার্থনা করে।'

গম্ভীরের সমর্থনের পাশাপাশি রিঙ্কুর সঙ্গী বিরাট কোহলির ব্যাটও। ২০২৪ আইপিএলে সুযোগ বুঝে ব্যাটের জন্য আবদার করেন।

বিরাট কোহলির থেকে ব্যাট নিতে গিয়ে ক্যামেরাম্যানের জন্য বেশ কিছুটা বদনামেরও ভাগিদার হতে হয়েছে রিঙ্কু সিংকে। নিজেই সেই কথা ফাঁস করলেন তিনি।

তবে বিরাটের পিছন পিছন রিঙ্কুর দৌড়ঝাঁপ, ব্যাট নেওয়া—সবটুকুই ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে যা ভাইরালও। রিঙ্কুর কথায়, বিরাটভাইয়ের থেকে ব্যাট নিতে গিয়ে কিছুটা 'বদনাম'-ও হতে হয়েছে। রিঙ্কু বলেছেন, 'ক্যামেরাম্যান আমাদের পিছু নিয়েছিল। ফলে পুরোটাই প্রকাশ্যে চলে আসে, বিরাটভাই ও আমার জন্য যা ঠিক ছিল না। এবার মাহিভাই, রোহিতভাইয়ের ব্যাট পেয়েছি। ওদের মতো মহান ক্রিকেটারের ব্যাট সংগ্রহ আমার জন্য বড় প্রাপ্তি।'

নিজের বিয়ে, হবু স্ত্রী প্রিয়া সরোজের সঙ্গে প্রেম পর্বের কথাও তুলে ধরেন। জানালেন, বিয়েতে (দিনক্ষণ এখনও চূড়ান্ত হয়নি) শাহরুখ খানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আশাবাদী, বলিউড বাদশার উপস্থিতি রং ছড়াবে বিয়েতে। রিঙ্কুর মন্তব্য, 'বাগদানের আগে শাহরুখ স্যরের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তখনও আমন্ত্রণ জানাই। শুটিংয়ের ব্যস্ততার জন্য আসতে পারেননি। তবে আমাদের সিইও ভেঙ্কি স্যর (কেকেআর) এসেছিলেন। বিয়েতেও শাহরুখ স্যরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। দেখা যাক কী হয়। আশা করি, এই বছরের শেষদিকে বা আগামী মরশুমের শুরুতে দিন চূড়ান্ত করবে দুই পরিবার মিলিতভাবে।'

নিজেদের প্রেম পর্ব সম্পর্কে রিঙ্কু বলেন, 'কোভিডের সময় ২০২২-এ মুম্বইয়ে আইপিএল হয়েছিল। সেইসময় আমার ফ্যান পেজে প্রিয়া তার গ্রামের কিছু ছবি পোস্ট করেছিল। আমি লাইক করি। তারপর আমার কিছু ফোটোতে ও লাইক করে। এরপর নিয়মিত মেসেজ আদানপ্রদান, কথা বলা শুরু। ভালো লাগা থেকে ভালোবাসা।'